রঙবিন্যুনি

৩১তম বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স
বিসিএস (কর) একাডেমি, ঢাকা

রঙবিনুনি

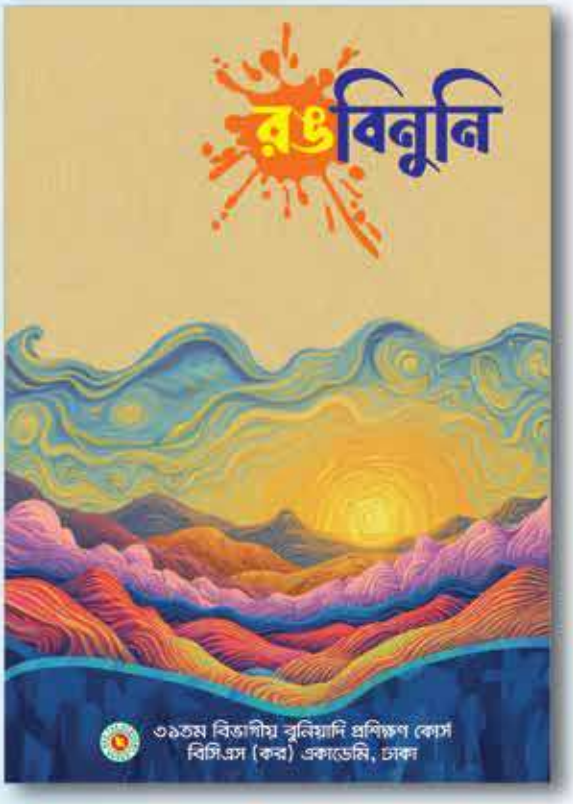

৩১ তম বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স
বিসিএস (কর) একাডেমি, ঢাকা

রঙবিন্যুনি

প্রকাশনা পরিষদ

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি ২০২৬

উপদেষ্টা
মোঃ মাসুদুর রহমান মাসুদ

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
রিগ্যান চন্দ্র দে
মওদুদ আহম্মদ ভূঁইয়া
এস.এম. আশিকুর রহমান

বিশেষ সহযোগিতায়
খন্দকার মোঃ হাসানুল ইসলাম
স্নিগ্ধ জ্যোতি আহমেদ
সানজানা সালসাবিল মম
শারজিয়া শারমিন
মোঃ আব্দুল আহাদ
মোঃ আসিফ মাহমুদ

সম্পাদক
রাশেদ মিনান রাব্বী

সম্পাদনা পর্ষদ
তাহমিনা ইয়াসমিন
মোঃ রাকিবুল ইসলাম
রাবিয়া আক্তার
কিংসুক কুমার রায়
পরেশ চন্দ্র পাল

নামকরণ ও প্রচ্ছদ
রাশেদ মিনান রাব্বী

মুদ্রণ
অরেঞ্জ প্রিন্টার্স
১৮৮, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা।
ফোন ঃ ০১৯২৩-৯৬৮৭২৩
E-mail : orangezakir@gmail.com

সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

বাণী

বিসিএস (কর) একাডেমিতে ৩১তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সফল সমাপ্তি নবীন কর্মকর্তাদের পেশাগত জীবনের এক স্মরণীয় মাইলফলক। এই নিবিড় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা কেবল প্রযুক্তিগত ও কারিগরি দক্ষতা অর্জন করেননি, বরং শৃঙ্খলা, নৈতিকতা ও জনকল্যাণের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের দক্ষ রাষ্ট্রসেবক হিসেবেও গড়ে তুলেছেন।

এই বিশেষ মাহেন্দ্রক্ষণকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থ **"রঙবিনুনি"** প্রশিক্ষণার্থীদের নিষ্ঠা, সহমর্মিতা ও সাফল্যের এক অনন্য দলিল। এখানে সংরক্ষিত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিগুলো তাদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে নিরন্তর অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। একইসাথে এই গ্রন্থটি প্রশিক্ষণকালীন গড়ে ওঠা সৌহার্দ্য ও পেশাগত বন্ধনের এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।

বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে একটি স্মার্ট, আধুনিক ও জনবান্ধব কর প্রশাসন গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই। স্বচ্ছতা, ন্যায়নিষ্ঠা ও সুশাসনের ভিত্তিতে রাজস্ব ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করাই কর বিভাগের মূল লক্ষ্য। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এই প্রশিক্ষণ থেকে অর্জিত মানসিক দৃঢ়তা ও পেশাগত জ্ঞান নবীন কর্মকর্তাদের দেশপ্রেমের সাথে দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করবে, যা প্রকারান্তরে জাতীয় উন্নয়ন ও রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রশিক্ষণ পরবর্তী কর্মজীবনে আপনাদের সাফল্য কেবল দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং সততা, মানবিকতা ও নিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জনই হবে আপনাদের যোগ্যতার প্রকৃত মানদণ্ড। আপনাদের সৃজনশীল চিন্তা ও নেতৃত্বগুণ কর প্রশাসনকে আরও জনআস্থাসম্পন্ন এবং গতিশীল করে তুলবে।

আমি প্রত্যাশা করি, এই প্রশিক্ষণের শিক্ষা আপনাদের কর্মপথের পাথেয় হয়ে থাকবে। **"রঙবিনুনি"** প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল প্রশিক্ষণার্থী, প্রশিক্ষক, সম্পাদনা পর্ষদ ও সংশ্লিষ্টদের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভকামনা।

(মোঃ আবদুর রহমান খান, এফসিএমএ)

সদস্য
(কর প্রশাসন ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

বাণী

বিসিএস (কর) একাডেমিতে অনুষ্ঠিত ৩১তম বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সটি সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিসিএস (কর) ক্যাডারের নবীন সহকারী কর কমিশনারদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও স্মৃতিকে অমলিন রাখার মানসে **"রঙবিনুনি"** নামক যে স্মারক সংকলনটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, তা নিঃসন্দেহে তাদের উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক হবে।

বাংলাদেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আর্থিক স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করতে রাজস্ব প্রশাসনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য। রাষ্ট্রের উন্নয়ন ব্যয় ও জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমের অর্থসংস্থানের উৎস হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর বিভাগের দায়িত্ব, কার্যপরিধি ও গুরুত্ব ক্রমাগত বহুমাত্রিক রূপ ধারণ করছে। এ প্রেক্ষাপটে একটি আধুনিক, দক্ষ, ন্যায়নিষ্ঠ, স্বচ্ছ ও জনমুখী কর প্রশাসন প্রতিষ্ঠা অতীব প্রয়োজনীয়।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের অভিঘাত এবং প্রযুক্তিনির্ভর বৈশ্বিক বাস্তবতায় কর ব্যবস্থাপনাকে আরও গতিশীল, কার্যকর, স্বয়ংক্রিয় ও সময়োপযোগী করে তুলতে প্রয়োজন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, উদ্ভাবনী চিন্তায় সমৃদ্ধ, নৈতিকতায় দৃঢ় এবং দায়িত্ববোধে সচেতন কর কর্মকর্তা। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এই বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নবীন কর্মকর্তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি, নৈতিক দৃঢ়তা, জনসেবার মানসিকতা এবং পেশাদার উৎকর্ষ বিকশিত হবে-যা তাদের সমগ্র কর্মজীবনে এক মূল্যবান পাথেয় হিসেবে কাজ করবে।

এ প্রকাশনা গুরুত্বপূর্ণ সময়কে, অনেক স্মৃতিকে ধারন করবে যা কোন এক সময়ে অতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে- এমনটি প্রত্যাশা করা যায়।

(জি এম আবুল কালাম কায়কোবাদ)

সদস্য
(ট্যাক্সেস লিগ্যাল এন্ড এনফোর্সমেন্ট)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

বাণী

বিসিএস (কর) একাডেমির তত্ত্বাবধানে আয়োজিত ৩১তম বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপ্তিলগ্নে এক সৃজনশীল উদ্যোগের সাক্ষী হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বিসিএস (কর) ক্যাডারের ৪১তম, ৪৩তম ব্যাচ এবং বিভাগীয় নবীন কর্মকর্তারা প্রশিক্ষণের স্মৃতিকে ধরে রাখার মানসে যে **"রঙবিনুনি"** নামক স্মারকগ্রন্থটি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। এই নান্দনিক প্রয়াসের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি জানাই আন্তরিক অভিবাদন।

চাকরি জীবনের শুরুতে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ মূলত একজন কর্মকর্তার পেশাগত উৎকর্ষ সাধনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে। দীর্ঘ ছয় মাসের এই নিবিড় প্রশিক্ষণে শৃঙ্খলা, শুদ্ধাচার, দাপ্তরিক দক্ষতা ও রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতার যে দীক্ষা প্রদান করা হয়, তা একজন দক্ষ ও আদর্শ কর কর্মকর্তা গড়ে তোলার অপরিহার্য উপাদান। একাডেমির শিক্ষার পরিবেশ এবং প্রশিক্ষণের স্বতন্ত্র ধরণ একে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। নবীন কর্মকর্তারা যে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে এই গুরুত্বপূর্ণ ধাপটি সফলভাবে সম্পন্ন করছেন, তা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক।

বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে। উন্নত ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র গঠনের এই অভিযাত্রায় অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ তথা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ভূমিকা অপরিসীম। একটি জনবান্ধব, স্বচ্ছ ও সহজ রাজস্ব ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করতে আপনাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আয়কর কেবল রাজস্বই নয়, এটি সামাজিক বৈষম্য হ্রাস ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠারও হাতিয়ার। মনে রাখবেন, আপনারা কেবল একটি পেশায় যুক্ত হচ্ছেন না, বরং দেশমাতৃকার সেবায় এক গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নিচ্ছেন। আমার বিশ্বাস, প্রশিক্ষণ থেকে লব্ধ জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং দেশপ্রেমের সমন্বয়ে আপনারা আগামী দিনের কর প্রশাসনকে আরও মানবিক, দক্ষ ও দূরদর্শী হিসেবে গড়ে দেবেন।

এই স্মারকগ্রন্থটি নবীন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণকালীন সোনালী দিনগুলোর স্মৃতি দলিল হয়ে থাকুক-এই প্রত্যাশা করি। আমি গ্রন্থটির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি এবং সকল প্রশিক্ষণার্থীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি প্রার্থনা করছি।

(এ কে এম বদিউল আলম)

সদস্য
(আন্তর্জাতিক কর)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

বাণী

প্রশিক্ষণ কেবল দক্ষতা অর্জনের একটি ধাপ নয়; এটি আত্মউন্মেষ, পেশাগত দায়বদ্ধতা ও রাষ্ট্রসেবার চেতনায় নিজেকে প্রস্তুত করার এক গুরুত্বপূর্ণ যাত্রা। বিসিএস (কর) একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত ৩১তম বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী ৪১তম ও ৪৩তম বিসিএস (কর) ব্যাচের নবীন কর্মকর্তাগণ এবং বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণের সমাপ্তিলগ্নে যে স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, তা নিঃসন্দেহে এক প্রশংসনীয় ও অর্থবহ প্রয়াস। এই সুন্দর উদ্যোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

একটি শক্তিশালী, টেকসই ও আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ বিনির্মাণে কর প্রশাসনের ভূমিকা অপরিসীম। জাতীয় রাজস্ব আহরণের প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে আয়কর বিভাগ আজ কেবল অর্থনৈতিক ভিত সুদৃঢ় করার দায়িত্বই পালন করছে না; বরং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। এই মহৎ দায়িত্ব সফলভাবে পালনের জন্য প্রয়োজন সময়োপযোগী নীতিমালা, প্রযুক্তিগত আধুনিকায়ন এবং সর্বোপরি দক্ষ, সৎ ও মানবিক জনবল।

এই বাস্তবতা বিবেচনায় রেখেই আয়কর বিভাগে নবীন কর্মকর্তাদের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় একটি সুদূরপ্রসারী ও লক্ষ্যভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। এই প্রশিক্ষণ কেবল কারিগরি জ্ঞানার্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি কর্মকর্তাদের নৈতিক দৃঢ়তা, নেতৃত্বগুণ ও জনসেবামূলক মনোভাব বিকাশের একটি শক্ত ভিত্তি তৈরি করে। এর মাধ্যমে নবীন কর্মকর্তাগণ কর প্রশাসনের প্রকৃত দর্শন ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের গভীরতা উপলব্ধি করার সুযোগ লাভ করেন।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তাঁদের ভবিষ্যতে শুধু দক্ষ পেশাজীবী কর্মকর্তা হিসেবেই নয়, বরং আদর্শ, দায়িত্বশীল ও জনকল্যাণে নিবেদিত রাষ্ট্রকর্মী হিসেবে গড়ে তুলবে। কর ব্যবস্থার স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নাগরিকবান্ধব রূপ নিশ্চিতকরণে তাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন-এমন প্রত্যাশাই রাখি।

এই স্মারকগ্রন্থ নবীন কর্মকর্তাদের জন্য একদিকে যেমন স্মৃতিবহ দলিল হয়ে থাকবে, তেমনি তাঁদের পেশাগত পথচলায় এটি হবে এক নিরন্তর অনুপ্রেরণার উৎস।

(মোঃ লুৎফুল আজীম)

সদস্য
(কর জরিপ ও পরিদর্শন)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

বাণী

বিসিএস (কর) একাডেমিতে আয়োজিত ছয় মাসব্যাপী ৩১তম বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স সফলভাবে সম্পন্ন করার মাধ্যমে বিসিএস (কর) ক্যাডারের ৪১তম, ৪৩তম ও বিভাগীয় ব্যাচের নবীন কর্মকর্তাগণ তাঁদের পেশাগত জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি পর্যায় অতিক্রম করেছেন। এই অর্জনের জন্য আপনাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

একটি কার্যকর ও ন্যায়ভিত্তিক কর ব্যবস্থা রাষ্ট্রের আর্থিক সক্ষমতা ও সামাজিক ভারসাম্য নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই প্রেক্ষাপটে আয়কর প্রশাসনের দায়িত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রশিক্ষণকালে অর্জিত আইনগত, প্রশাসনিক ও বাস্তবমুখী জ্ঞান ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে আপনাদের জন্য একটি শক্ত ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

আমি প্রত্যাশা করি, পেশাগত সততা, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও জনস্বার্থের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়ে দায়িত্ব পালন করলে আপনাদের অবদান জাতীয় উন্নয়ন ও রাজস্ব ব্যবস্থার অগ্রযাত্রায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

(মোঃ রফিকুল ইসলাম চৌধুরী)

সদস্য (কর নীতি)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা
ও
সভাপতি, বিসিএস ট্যাক্সেশন এসোসিয়েশন

বাণী

বিসিএস (কর) একাডেমিতে প্রশিক্ষণরত বিসিএস (কর) ক্যাডারের ৪১তম ও ৪৩তম বিসিএস ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থী এবং বিভাগীয় কর্মকর্তাদের বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সফল পরিসমাপ্তিতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জনে অংশগ্রহণকারী সকল প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাবৃন্দকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

প্রশিক্ষণের এই তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়কে স্মরণীয় করে রাখতে **"রঙবিনুনি"** শিরোনামে যে স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় প্রয়াস। এই স্মারকগ্রন্থ প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণকালীন অভিজ্ঞতা, অর্জন ও সৌহার্দ্যের স্মৃতিকে ধারণ করে একটি মূল্যবান দলিল হিসেবে ভবিষ্যতে তাদের নিকট বিশেষ গুরুত্ব বহন করবে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিকাশ ও সার্বিক উন্নয়নে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তথা আয়কর বিভাগের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজস্ব আহরণের মাধ্যমে সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তাসহ জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়। এই লক্ষ্য অর্জনে দক্ষ, সৎ ও নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানবসম্পদের কোনো বিকল্প নেই। বিসিএস (কর) একাডেমি কর্তৃক পরিচালিত বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে নবীন কর্মকর্তাগণ একটি কার্যকর, স্বচ্ছ ও জনমুখী কর প্রশাসন গড়ে তোলার জন্য নিজ নিজ প্রস্তুতির পথযাত্রা শুরু করেন।

বাংলাদেশের কর সংস্কৃতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। ডিজিটালাইজেশন, নীতি সংস্কার এবং ক্রমবর্ধমান করদাতাদের প্রত্যাশা পূরণ করতে, নিজেকে ইতিবাচক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে তৈরি করতে হবে। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে স্বচ্ছ, প্রযুক্তিনির্ভর ও করদাতাবান্ধব স্মার্ট কর প্রশাসন গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই।

প্রিয় সহকর্মী,
বিসিএস ট্যাক্সেশন ক্যাডারের সদস্য হিসেবে তোমরাই প্রকৃত ব্রান্ড এম্বাসাডার। সেভাবেই নিজেকে উপস্থাপন করতে হবে। তাই সততা হোক আমাদের সার্বক্ষণিক সাথী, যোগ্যতা হোক মর্যাদার প্রতীক এবং ন্যায্যতা হোক অনুসৃত নীতি। তার জন্য প্রয়োজন, নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষতা সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদণ্ড নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্য কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততা তথা চরিত্র নিষ্ঠা স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা সময়মত অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন আয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত জীবন যাপন আকাঙ্ক্ষা সীমিতকরণ ও সার্থক জীবন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, নবীন রাজস্ব যোদ্ধা হিসেবে তোমরা হয়ে উঠবে পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রের সকলের জন্যে অনুপ্রেরণার উৎস। সকলে মিলে আমাদের এই কর বিভাগকে জাতীয়ভাবে এক বিশেষ মর্যাদায় উন্নীত করা সম্ভব হবে এবং এই বিভাগ আমাদের গর্বের প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হবে।

প্রিয় নবীন সহকর্মীবৃন্দ,
কর ক্যাডারের সদস্য হিসেবে অর্পিত দায়িত্বের পাশাপাশি বিসিএস ট্যাক্সেশন এসোসিয়েশনের সদস্য হিসেবেও তোমাদের স্বাগত জানাই। তোমাদের করনীয় আছে অনেক কিছু। আমাদের প্রত্যাশা, তোমরা সকলেই এসোসিয়েশনের সাথে যুক্ত হয়ে সকল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করবে এবং আত্মবিশ্বাস, নম্রতা, শুদ্ধাচার ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এগিয়ে যাবে আগামীর পথে ।

৩১তম এএফসি ব্যাচের সকল প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাবৃন্দের উত্তরোত্তর সাফল্য, সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করছি। **"রঙবিনুনি"** স্মারকগ্রন্থ হোক ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে তোমাদের অনুপ্রেরণার এক আলোকবর্তিকা।

(ব্যারিস্টার মুতাসিম বিল্লাহ ফারুকী)

সদস্য
(কর অডিট, ইন্টেলিজেন্স এন্ড ইনভেস্টিগেশন)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

বাণী

প্রশিক্ষণ একটি রূপান্তরমূলক অভিজ্ঞতা, যেখানে একজন কর্মকর্তা দায়িত্ববোধ, পেশাগত সততা ও রাষ্ট্রসেবার চেতনায় নিজেকে প্রস্তুত করেন। বিসিএস (কর) একাডেমি আয়োজিত ৩১তম বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী কর ক্যাডারের ৪১তম ও ৪৩তম ব্যাচের নবীন কর্মকর্তা এবং বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ সমাপ্তি উপলক্ষে স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ একটি প্রশংসনীয় প্রয়াস।

রাষ্ট্রের আর্থিক স্থিতিশীলতা ও ন্যায়ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় কর প্রশাসনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দায়িত্ব পালনে সময়োপযোগী নীতি, আধুনিক ব্যবস্থাপনা এবং দক্ষ, সৎ ও মানবিক জনবল অপরিহার্য। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি নবীন কর্মকর্তাদের সেই প্রস্তুতির একটি কার্যকর ভিত্তি নির্মাণ করেছে।

আমি বিশ্বাস করি, এই প্রশিক্ষণ থেকে অর্জিত জ্ঞান ও উপলব্ধি ভবিষ্যতে তাঁদের ন্যায়নিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও জনআস্থা অর্জনে সহায়ক হবে। স্মারক গ্রন্থটি প্রশিক্ষণকালীন স্মৃতির পাশাপাশি তাঁদের পেশাগত জীবনে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

আগামীর পথচলায় পেশাগত নিষ্ঠা, নৈতিক দৃঢ়তা ও জনকল্যাণের প্রতি অবিচল অঙ্গীকার বজায় রাখাই হবে এই প্রশিক্ষণের প্রকৃত সার্থকতা। রাষ্ট্র ও জনগণের সেবায় তাঁদের দায়িত্বশীল ভূমিকা দেশের অগ্রযাত্রাকে আরও সুদৃঢ় করবে-এ প্রত্যাশাই করি।

(মোহাম্মদ মোস্তফা)

সদস্য
(কর আপীল ও অব্যাহতি)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

বাণী

একটি প্রশিক্ষণ কোর্স কেবল পাঠ্যবই বা লেকচারের সমষ্টি নয়, বরং এটি একজন কর্মকর্তার পেশাগত সত্তা নির্মাণের আঁতুড়ঘর। বিসিএস (কর) ক্যাডারের ৪১তম, ৪৩তম ও বিভাগীয় ব্যাচের নবীন কর্মকর্তারা দীর্ঘ ছয় মাসের কঠোর তপস্যা ও শৃঙ্খলার পর্ব সফলভাবে শেষ করে আজ নবউদ্যমে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন। এই মাহেন্দ্রক্ষণকে এবং প্রশিক্ষণের বর্ণিল স্মৃতিকে ধরে রাখতে তাঁরা যে স্মারকগ্রন্থটি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন, তা সত্যিই এক নান্দনিক ও প্রশংসনীয় পদক্ষেপ।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতাধীন আয়কর বিভাগ শুধু রাজস্ব আহরণের প্রতিষ্ঠান নয়; এটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করার অন্যতম চালিকাশক্তি। কর সংগ্রহের মাধ্যমে রাষ্ট্রের অবকাঠামো উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। এই দায়িত্ব কেবল প্রযুক্তিগত দক্ষতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এর গভীরে নিহিত থাকে সেবা, নৈতিকতা ও দায়বদ্ধতার এক অবিচল প্রতিশ্রুতি।

আমি বিশ্বাস করি, এই বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ আপনাদের ভেতর যে শৃঙ্খলার বীজ রোপণ করেছে, তা কর্মজীবনে মহীরুহে পরিণত হবে। আপনাদের প্রতিটি পদক্ষেপ হোক ন্যায়বিচারের পক্ষে এবং প্রতিটি সিদ্ধান্ত হোক জনকল্যাণমুখী। আপনাদের হাত ধরেই রাজস্ব প্রশাসনে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগবে এবং সাধারণ মানুষের আস্থা আরও সুদৃঢ় হবে-এটাই আমার একান্ত বিশ্বাস।

আমি নবীন কর্মকর্তাগণের প্রতিভা, মনন ও নিষ্ঠার প্রতি আস্থা রাখি। তাঁদের কর্মদক্ষতা ও সততা রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে এবং দেশের মানুষের জীবনে আনবে ইতিবাচক পরিবর্তন। স্মারকগ্রন্থ **"রঙবিনুনি"** ভবিষ্যতের পথে তাদের অনুপ্রেরণা হয়ে থাকুক- এই কামনায়, প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা।

(সফিনা জাহান)

সদস্য
(কর তথ্য ব্যবস্থাপনা ও সেবা)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

বাণী

অধ্যবসায়, নিষ্ঠা ও একাগ্রতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বিসিএস (কর) একাডেমির ছয় মাসব্যাপী ৩১তম বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিসিএস (কর) ক্যাডারের ৪১তম, ৪৩তম ও বিভাগীয় ব্যাচের নবীন কর্মকর্তাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আপনারা আজ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অতিক্রম করেছেন- যা কেবল আপনাদের ব্যক্তিগত গৌরব নয়, বরং জাতীয় অগ্রযাত্রায় এক অনবদ্য সংযোজন।

দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও টেকসই সমৃদ্ধির পথে অভ্যন্তরীণ সম্পদের যথাযথ ব্যবস্থাপনা একান্ত প্রয়োজন। এই সম্পদ আহরণের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হলো আয়কর, যা কেবল রাজস্বের মূল স্রোতধারাই নয় বরং জনগণের জীবনে উন্নয়নের বীজ বপনকারী একটি শক্তিশালী উপাদান। আয়কর হলো সেই নীরব কিন্তু বলিষ্ঠ হাত, যা রাষ্ট্রযন্ত্রকে সচল রাখে, সামাজিক ন্যায়বিচারকে দৃঢ় করে এবং উন্নয়নের আলোকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আজ এক নতুন রূপে আত্ম প্রকাশ করেছে- যেখানে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আধুনিক প্রযুক্তি ও করদাতাবান্ধব দৃষ্টিভঙ্গি এক হয়ে গড়ে তুলছে একটি গতিশীল কর ব্যবস্থাপনা। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আপনারা আয়কর আইন, হিসাববিজ্ঞান, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং বাস্তবভিত্তিক নানা বিষয়ের ওপর যে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছেন, তা আপনাদের পেশাগত জীবনের পথচলায় অমূল্য সহায় হয়ে থাকবে।

এই অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতাকে যুগোপযোগী প্রযুক্তির সঙ্গে সমন্বয় করে, আন্তরিকতা, সততা ও দেশপ্রেমের মশাল হাতে আপনাদের পদচারণা আমাদের রাজস্ব ব্যবস্থাকে পৌঁছে দেবে এক নতুন উচ্চতায়। আমি বিশ্বাস করি, আপনাদের হাত ধরেই গড়ে উঠবে একটি আত্মনির্ভর, উন্নয়নশীল ও জনকল্যাণমুখী বাংলাদেশ।

কর বিভাগের নবাগতদের প্রতি রইল অশেষ শুভকামনা। আপনাদের কর্মজীবন অর্জনে ও সম্মানে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক। দেশ ও দশের সেবায় আপনাদের ভূমিকা হোক অবিচল ও অনুকরণীয়।

(রাসেল চাকমা)

প্রেসিডেন্ট
ট্যাক্সেস আপীলাত ট্রাইবুনাল

বাণী

বিসিএস (কর) একাডেমিতে আয়োজিত ৩১তম বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী ৪১তম ও ৪৩তম বিসিএস (কর) ক্যাডারের নবীন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিভাগীয় কর্মকর্তাবৃন্দের ছয় মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সফল সমাপ্তি নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় ও গৌরবজনক অর্জন। এই গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলকে আপনাদের সকলের প্রতি জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও সর্বাঙ্গীণ শুভকামনা।

জাতীয় উন্নয়ন, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান ভিত্তি হলো একটি কার্যকর ও সুশাসিত রাজস্ব ব্যবস্থা। আধুনিক রাষ্ট্রের মৌলিক কাঠামো- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো উন্নয়ন ও জনসেবামূলক কার্যক্রম- সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে রাজস্ব আয়ের উপর। এ প্রেক্ষাপটে রাজস্ব ব্যবস্থাপনায়, বিশেষত আয়করের ভূমিকা ক্রমেই অধিক গুরুত্ব লাভ করছে।

এই বাস্তবতায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর প্রশাসনের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়োজিত এই বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রশিক্ষণকালীন সময়ে নবীন কর্মকর্তাবৃন্দ আয়কর আইন, হিসাববিজ্ঞান, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তবভিত্তিক নানা বিষয়ে সুদৃঢ় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেছেন, যা তাঁদের পেশাগত জীবনের জন্য একটি শক্ত ও টেকসই ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এই প্রশিক্ষণ থেকে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আপনাদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে সৎ, দক্ষ ও জনবান্ধব কর প্রশাসক হিসেবে গড়ে তুলবে। আপনাদের নিষ্ঠা, মেধা ও দেশপ্রেম কর ব্যবস্থাপনাকে আরও গতিশীল, স্বচ্ছ ও কার্যকর করে তুলবে-এমন প্রত্যাশাই রাখি।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সকল কর্মকর্তাবৃন্দের পেশাগত জীবন হোক সাফল্যমণ্ডিত, সমৃদ্ধ ও গৌরবোজ্জ্বল- এই কামনাই করি ।

(সৈয়দ মোহাম্মদ আবু দাউদ)

মহাপরিচালক
বিসিএস (কর) একাডেমি

বাণী

বিসিএস (কর) একাডেমি দীর্ঘদিন ধরে দেশের রাজস্ব প্রশাসনের জন্য দক্ষ, সৎ ও দায়িত্বশীল মানবসম্পদ গড়ে তুলতে একটি নির্ভরযোগ্য ও প্রশংসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। কর কর্মকর্তাদের পেশাগত উৎকর্ষ, নৈতিক দৃঢ়তা ও নেতৃত্বগুণ বিকাশে একাডেমির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম একটি গৌরবময় ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। এই ধারাবাহিকতায় বিসিএস (কর) ক্যাডারের সহকারী কর কমিশনারগণের অংশগ্রহণে আয়োজিত ৩১তম বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স (এএফসি-৩১) একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায় সংযোজন করেছে। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সফল সমাপ্তি নিঃসন্দেহে একাডেমির সক্ষমতা, প্রতিশ্রুতি ও সুনামের একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক।

এই প্রশিক্ষণ কেবল পাঠ্যজ্ঞান অর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি নবীন কর্মকর্তাদের চিন্তাভাবনা, পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ ও নেতৃত্বগুণকে পরিশীলিত করে একটি আধুনিক, জনমুখী ও দায়িত্বশীল কর প্রশাসনের জন্য প্রস্তুত করে। প্রশিক্ষণকালীন সময়ে প্রশিক্ষণার্থীরা আয়কর আইন, হিসাববিজ্ঞান, অর্থনীতি, ভ্যাট ব্যবস্থাপনা, চাকরি-সংক্রান্ত বিধিবিধানসহ বিভিন্ন বিষয়ে বাস্তবভিত্তিক ও সময়োপযোগী জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেছেন। পাশাপাশি, ইংরেজি ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে IELTS প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে তাঁদের আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কর কর্মকর্তা হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ একজন কর্মকর্তার পেশাগত জীবনের একটি দৃঢ় ভিত্তি নির্মাণ করে, যা ব্যক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক সেবার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এই প্রশিক্ষণার্থীরা ভবিষ্যতে রাজস্ব প্রশাসনের অগ্রভাগে থেকে নিষ্ঠা, দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জনে সক্ষম হবেন।

এই স্মরণিকা বিসিএস (কর) একাডেমিতে অতিবাহিত মূল্যবান সময়ের এক অনন্য দলিল হিসেবে সংরক্ষিত থাকবে। এটি কেবল স্মৃতির সংকলন নয়, বরং ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে এটি প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য একটি প্রেরণার আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে। বিসিএস (কর) ক্যাডারের সকল নবীন কর্মকর্তার সুস্বাস্থ্য, পেশাগত সাফল্য ও দেশসেবায় সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

(মোঃ মাসুদুর রহমান মাসুদ)

পরিচালক
বিসিএস (কর) একাডেমি

বাণী

বিসিএস (কর) একাডেমির দক্ষ ও সুপরিকল্পিত পরিচালনায় বিসিএস (কর) ক্যাডারভুক্ত নবীন সহকারী কর কমিশনারগণ ও বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে ছয় মাসব্যাপী ৩১তম বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সফল পরিসমাপ্তি নিঃসন্দেহে আনন্দের, গৌরবের ও আশাবাদের বিষয়। প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য এই দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ ছিল জ্ঞানার্জন, নৈতিকতা, শৃঙ্খলা ও নেতৃত্ব বিকাশের এক অনন্য অভিযাত্রা। পেশাগত জীবনের সূচনালগ্নে অর্জিত এই অভিজ্ঞতা তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্মপথকে করবে সুদৃঢ় ও আলোকিত।

বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণে রাজস্ব আহরণের গুরুত্ব অপরিসীম। এর মধ্যে আয়কর একটি অন্যতম প্রধান ও প্রগতিশীল উৎস। আয়করের মাধ্যমে সম্পদের ন্যায্য বণ্টন, আয় বৈষম্য হ্রাস এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা সম্ভব হয়। এটি কেবল সরকারের আর্থিক ভিত্তিকেই সুদৃঢ় করে না; বরং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো উন্নয়ন ও কৃষিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতে টেকসই অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টি করে। পাশাপাশি বৈদেশিক ঋণের ওপর নির্ভরতা হ্রাস করে দেশকে আত্মনির্ভরতার পথে এগিয়ে নিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নবীন কর্মকর্তাবৃন্দ আধুনিক কর ব্যবস্থাপনা, নৈতিকতা, তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর কর প্রশাসন এবং করদাতা-বান্ধব সেবাপদ্ধতি সম্পর্কে গভীর ও ব্যবহারিক ধারণা অর্জন করেছেন। তাঁদের মধ্যে বিকশিত এই দক্ষতা ও পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি ভবিষ্যতে কর প্রশাসনের রূপান্তর সাধন এবং স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সেবা নিশ্চিতকরণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তাঁরা যথাযথভাবে কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করবেন এবং দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় বলিষ্ঠ অবদান রাখবেন।

বিসিএস (কর) ক্যাডারের সকল নবীন কর্মকর্তাবৃন্দের জন্য রইল আমার আন্তরিক শুভকামনা। তাঁদের পেশাগত জীবন হোক সাফল্যমণ্ডিত, সম্মানজনক ও দেশসেবায় নিবেদিত।

(রিগ্যান চন্দ্র দে)

সম্পাদকীয়

আষাঢ় সজল ঘন আঁধারে, হৃদয় আমার গেছে পথ হারিয়ে...

কিন্তু আমাদের পথ হারাবার কোনো অবকাশ ছিল না। বরং শ্রাবণের এক মেঘমেদুর দিনে যখন অঝোর ধারায় প্রকৃতি স্নান সেরে নবীন পত্রপল্লবে নিজেকে সাজিয়ে তুলছিল, ঠিক তখনই আমাদের ছয় মাসব্যাপী "৩১তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স"-এর অংকুরোদ্গম ঘটে। শ্রাবণের সজল ধারা যেমন বৃক্ষের শিরায় শিরায় নতুন প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে তোলে, তেমনি আমাদের দ্বিতীয় আশ্রয়পীঠ বিসিএস (কর) একাডেমি আমাদের ভেতরে পেশাদারিত্ব, দায়িত্ববোধ ও রাষ্ট্রচিন্তার এক সতেজ বীজ বপনের প্রয়াস নেয়।

ছয়টি মাস সময়ের ক্যালেন্ডারে হয়তো মাত্র কয়েকটি পৃষ্ঠা; কিন্তু অনুভবের পরিমাপে তা ছিল একেকটি সম্পূর্ণ ঋতু। কখনো শরতের নীল আকাশের মতো স্নিগ্ধ শ্রেণিকক্ষে জ্ঞান আহরণ, কখনো শীতের কঠোরতায় শৃঙ্খলা ও সময়ানুবর্তিতার নিরন্তর অনুশীলন, যেখানে আমাদের শিক্ষকদের শেখানো জ্ঞান শীত-রজনীর আকাশে জ্বলে থাকা লুব্ধকের ন্যায় নির্মোহ অথচ অবিচলভাবে আমাদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে, আর সে শৃঙ্খলা ও সময়ানুবর্তিতার দৃঢ়তা- উত্তাল সমুদ্রে জাহাজী এক অভিজ্ঞ কাপ্তানের মতোই প্রশিক্ষণ শেষে আমাদের নিরাপদ তীরে এনে ভিড়িয়েছে; এরই সঙ্গে চট্টগ্রাম ও সিলেটের পাহাড়-সমুদ্রের বাঁকে বাঁকে শিক্ষা সফরের স্মৃতিগুলো গেঁথে গেছে অভিজ্ঞতার এক অনন্য মালায়।

এই পথচলায় আমরা ছিলাম চব্বিশ জন - চব্বিশটি ভিন্ন গল্প, ভিন্ন অভিজ্ঞতা, ভিন্ন স্বপ্ন। সহযাত্রী ছিলেন বিসিএস ৪১, ৪৩ ব্যাচ ও বিভাগীয় কর্মকর্তাবৃন্দ- নানা সময় ও ভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষ। কেউ অভিজ্ঞতার ভারে দৃঢ়, কেউ তারুণ্যের উদ্দীপনায় দীপ্ত। এই ভিন্ন ভিন্ন রঙ, ভাবনা ও বোধ মিলেমিশে যে সুদৃঢ় বিনুনি রচনা করেছে, তারই নাম **"রঙবিনুনি"**।

"রঙবিনুনি"র পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে আমাদের শেখা, দেখা ও ভাবনার নির্যাস। এখানে রয়েছে দায়িত্ববোধের গদ্য, অনুভূতির পদ্য, আর অভিজ্ঞতার নিবন্ধ। এক অর্থে এটি আমাদের প্রশিক্ষণকালের নীরব সাক্ষী যেখানে শব্দের ভেতর দিয়ে ধরা দিয়েছে সময়ের স্পন্দন ও আত্মার প্রতিধ্বনি।

আজ, যখন বসন্ত দুয়ারে দাঁড়িয়ে তার রঙিন আবাহন শোনাচ্ছে, ঠিক তখনই আমাদের এই মিলনমেলার ইতি টানার ক্ষণ সমাগত। সামনে অপেক্ষা করছে নতুন দায়িত্ব, নতুন কর্মক্ষেত্র, নতুন প্রত্যাশা। একাডেমির সীমানা পেরিয়ে আমরা পা রাখব বাস্তব জীবনের বিস্তৃত প্রান্তরে। কর বিভাগে কাজ করা মানে কেবল রাজস্ব আদায় নয়; এটি ন্যায়ের পক্ষে অবিচল থাকা, সুশাসনের ভিত সুদৃঢ় করা এবং উন্নয়নের পথে রাষ্ট্রকে এগিয়ে নেওয়ার এক নীরব অথচ শক্তিশালী অঙ্গীকার।

এই প্রত্যয়ে, এই আশায় আমরা এগিয়ে যেতে চাই। ব্যক্তিগত সাফল্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে দেশের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করার দৃঢ় সংকল্প নিয়েই **"রঙবিনুনি"**র এই যাত্রা।

"রঙ থাকুক ভিন্ন, বিনুনি থাকুক দৃঢ়" -এই হোক আমাদের চলার মন্ত্র।

(রাশেদ মিনান রাব্বী)
সহকারী কর কমিশনার
ও
সভাপতি, স্যুভেনির কমিটি
৩১তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স
বিসিএস (কর) একাডেমি

বিসিএস (কর) একাডেমির অনুষদবৃন্দ

মোঃ মাসুদুর রহমান মাসুদ
মহাপরিচালক
বিসিএস (কর) একাডেমি

রিগ্যান চন্দ্র দে
পরিচালক
বিসিএস (কর) একাডেমি

খন্দকার মোঃ হাসানুল ইসলাম
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
বিসিএস (কর) একাডেমি

মওদুদ আহম্মদ ভূঁইয়া
উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
বিসিএস (কর) একাডেমি

এস এম আশিকুর রহমান
সহকারী পরিচালক
বিসিএস (কর) একাডেমি

স্নিগ্ধ জ্যোতি আহমেদ
সহকারী পরিচালক
বিসিএস (কর) একাডেমি

সানজানা সালসাবিল মম
সহকারী পরিচালক
বিসিএস (কর) একাডেমি

শারজিয়া শারমিন
সহকারী পরিচালক
বিসিএস (কর) একাডেমি

মোঃ আসিফ মাহমুদ
সহকারী পরিচালক
বিসিএস (কর) একাডেমি

মোঃ আব্দুল আহাদ
সহকারী পরিচালক
বিসিএস (কর) একাডেমি

ইসরাত পারভীন
সহকারী প্রোগ্রামার
বিসিএস (কর) একাডেমি

কোর্স ম্যানেজমেন্ট টিম (এসকসি-৩১)

মোঃ মাসুদুর রহমান মাসুদ, মহাপরিচালক, বিসিএস (কর) একাডেমি	সম্মানিত কোর্স উপদেষ্টা
রিগ্যান চন্দ্র দে, পরিচালক, বিসিএস (কর) একাডেমি	কোর্স পরিচালক
মওদুদ আহম্মদ ভূঁইয়া, উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ), বিসিএস (কর) একাডেমি	কোর্স সমন্বয়ক
সানজানা সালসাবিল মম, সহকারী পরিচালক, বিসিএস (কর) একাডেমি	সহকারী কোর্স সমন্বয়ক

দারিদ্র্যের দিশারী

সম্মানিত ফ্যাকাল্টিবৃন্দ

স্যুভেনির কমিটি

সভাপতি : রাশেদ মিনান রাব্বী

সদস্য : তাহমিনা ইয়াসমিন, জাবের খান, মোঃ রাকিবুল ইসলাম, রাবিয়া আক্তার, মাহবুবুল হাসান, পরেশ চন্দ্র পাল, কিংশুক কুমার রায়

প্রথম মেস কমিটি

সভাপতি : পরেশ চন্দ্র পাল
সদস্য : রাবিয়া আক্তার, কিংশুক কুমার রায়, শিবলী নুমান

দ্বিতীয় মেস কমিটি

সভাপতি : রাশেদ মিনান রাব্বী
সদস্য : মোঃ ওয়াসিম খান, ইয়াসির আরাফাত, নিঝুম তালুকদার

তৃতীয় ক্লেস কমিটি

সভাপতি : মোঃ রাকিবুল ইসলাম
সদস্য : তাহমিনা ইয়াসমিন, জাবের খান, মোহাম্মদ রায়হান ইসলাম

চতুর্থ ক্লেস কমিটি

সভাপতি : নীলাঞ্জি রতন মন্ডল
সদস্য : সাবরিনা সুলতানা ইভা, মাহবুবুল হাসান, রওনক জাহান

পঞ্চম মেস কমিটি

সভাপতি : মোঃ নূরে আলম সিদ্দিকী
সদস্য : তৃষ্ণা রায়, মোহাম্মদ আরমান হোসেন, মোহাম্মদ তৌফিকুল আলম

ষষ্ঠ মেস কমিটি

সভাপতি : ফার্মিয়া রেজিয়া
সদস্য : কায়সার আহমেদ খান, রাবেয়া বসরী, সৈয়দ আবু নাছের সিদ্দিক

ট্যুর কমিটি

সভাপতি : মোহাম্মদ তৌফিকুল আলম
সদস্য : রওনক জাহান, রাবেয়া বসরী, সৈয়দ আবু নাছের সিদ্দিক, পরেশ চন্দ্র পাল
মোহাম্মদ আরমান হোসেন, মোঃ নূরে আলম সিদ্দিকী

স্পোর্টস কমিটি

সভাপতি : জাবের খান
সদস্য : মোহাম্মদ রায়হান ইসলাম, আবরিনা সুলতানা ইভা, নিলাক্ষী রতন মন্ডল
মোহাম্মদ আরমান হোসেন, মোহাম্মদ তৌফিকুল আলম

সাংস্কৃতিক কমিটি

সভাপতি : শিবলী নুমান
সদস্য : তাহমিনা ইয়াসমিন, নিক্কুম তালুকদার, ফার্মিয়া রেজিয়া, রওনক জাহান
তৃষ্ণা রায়, কিংশুক কুমার রায়

অডিট কমিটি

সভাপতি : ইয়াসির আরাফাত
সদস্য : তাহমিনা ইয়াসমিন, মোঃ ওয়াসিম খান, রওনক জাহান, শিবলী নুমান

আইটি কমিটি

সদস্য : মোঃ ওয়াসিম খান, জুলফিকার হাবিব খান, শীশ বিন বাহাউদ্দিন

ক্লাস মনিটরবৃন্দ

সদস্য : মোহাম্মদ রায়হান ইসলাম, ফার্মিয়া রেজিয়া, রওনক জাহান, সৈয়দ আবু নাছের সিদ্দিক তৃষ্ণা রায়, মোহাম্মদ আরমান হোসেন

ঋদ্ধি ঋণে ঋণী যারা

তাহমিনা ইয়াসমিন
টাঙ্গাইল

+88 01540-540478

tahamina.41tax@gmail.com

১৪ আগস্ট

- **ব্যাচ :**
  বিসিএস ৪১তম
- **সর্বশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :**
  স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ
- **ব্লাড গ্রুপ:**
  বি+ (পজিটিভ)
- **প্রিয় শখ:**
  ভ্রমণ, রান্না করা, নিজেকে সময় দেয়া
- **স্মরণীয় মুহূর্ত:**
  আমার বাচ্চারা যখন মা (আম্মু/মামনি/আম্মা/আম্মাজান) বলে ডাকে, জড়িয়ে ধরে
- **প্রিয় উক্তি/জীবন দর্শন:**
  "তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"
  - সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৪৬
- **প্রিয় খাবার:**
  শুঁটকি, নদীর মাছ, তেহারি

মোঃ ওয়াসিম খান
ব্রাহ্মণবাড়িয়া

+88 01771-267820

wasimmmebuet@gmail.com

১৬ মার্চ

- **ব্যাচ :**
  বিসিএস ৪১তম
- **সর্বশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :**
  বুয়েট
- **ব্লাড গ্রুপ:**
  বি+ (পজিটিভ)
- **প্রিয় শখ:**
  ছাদবাগান
- **স্মরণীয় মুহূর্ত:**
  চিন্তাহীন সকল খন্ডকালীন মুহূর্ত
- **প্রিয় উক্তি/জীবন দর্শন:**
  If you want something you never had, you have to do something you have never done.
- **প্রিয় খাবার:**
  মুরগী

জাবের খান
চাঁদপুর

+88 01673-317236

zaberkhan065@gmail.com

০৭ এপ্রিল

- **ব্যাচ :**
  বিসিএস ৪১তম
- **সর্বশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :**
  ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- **ব্লাড গ্রুপ:**
  বি+ (পজিটিভ)
- **প্রিয় শখ:**
  রান্না করা, নির্জনে কিংবা অচেনায় হেটে একাকীত্ব উপভোগ করা, খেলাধুলা
- **স্মরণীয় মুহূর্ত:**
  এস. এস. সি পরীক্ষায় ফলাফল প্রকাশের দিন।
- **প্রিয় উক্তি/জীবন দর্শন:**
  Don't explain your philosophy, embody it
- **প্রিয় খাবার:**
  সরিষা ইলিশ, রঙিন সবজি, সাদা ভাত।

মোহাম্মদ রায়হান ইসলাম

কুমিল্লা

+88 01818-455508

rayhanislamfe@gmail.com

১২ ডিসেম্বর

- **ব্যাচ :**
  বিসিএস ৪১তম
- **সর্বশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :**
  ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- **ব্লাড গ্রুপ:**
  বি+ (পজিটিভ)
- **প্রিয় শখ:**
  খেলাধুলা, ভ্রমণ
- **স্মরণীয় মুহূর্ত:**
  এ মুহূর্তে মনে করতে পারছি না
- **প্রিয় উক্তি/জীবন দর্শন:**
  To be a good human being following the rules of Islam
- **প্রিয় খাবার:**
  ইলিশ মাছ ভাজি, ভাতের সাথে ডাল, আলুভর্তা, ডিম, ঘি

মোঃ রাকিবুল ইসলাম
পাবনা

+88 01909-146015

rakibulshovon93@gmail.com

১৯ অক্টোবর

- **ব্যাচ :**
  বিসিএস ৪১তম
- **সর্বশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :**
  ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- **ব্লাড গ্রুপ:**
  বি+ (পজিটিভ)
- **প্রিয় শখ:**
  Thinking
- **স্মরণীয় মুহূর্ত:**
  Everytime I experience the new day after waking up.
- **প্রিয় উক্তি/জীবন দর্শন:**
  Life is Easy.
- **প্রিয় খাবার:**
  সকল হালাল খাবার

ইয়াসির আরাফাত

জামালপুর

+88 01633-040124

arafatbgeju@gmail.com

১৮ জুলাই

- **ব্যাচ :**
  বিসিএস ৪১তম
- **সর্বশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :**
  জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
- **ব্লাড গ্রুপ:**
  এ+ (পজিটিভ)
- **প্রিয় শখ:**
  পাহাড়ে সময় কাটানো
- **স্মরণীয় মুহূর্ত:**
  প্রথম চাকুরী প্রাপ্তি
- **প্রিয় উক্তি/জীবন দর্শন:**
  "ধুলো ছিল চেহারায়, আর আমি সারাক্ষণ আয়না মুছে গেলাম।"
- **প্রিয় খাবার:**
  গরম ভাত ও গরু

রাশেদ মিনান রাব্বী
টাঙ্গাইল

+88 01518-493859

rabby1falgun@gmail.com

১৪ ফেব্রুয়ারি

- **ব্যাচ :**
  বিসিএস ৪১তম
- **সর্বশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :**
  ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- **ব্লাড গ্রুপ:**
  এ+ (পজিটিভ)
- **প্রিয় শখ:**
  ভ্রমণ, বই পড়া, দাবা, সাইক্লিং
- **স্মরণীয় মুহূর্ত:**
  প্রিয় মানুষের সাথে কাটানো স্ফুলিঙ্গের ন্যায় বিন্দু বিন্দু মুহূর্ত, ক্লান্ত নিরুত্তাপ জীবনে জেগে রয় সুপ্ত দীপ্তির ন্যায়, উষ্ণতা জোগায়
- **প্রিয় উক্তি/জীবন দর্শন:**
  "Que Sera Sera",
  "Carpe Diem"
- **প্রিয় খাবার:**
  ভুনা খিচুড়ি ও গরুর মাংস (বিশেষ করে প্রিয় হাতের)

নিঝুম তালুকদার

সুনামগঞ্জ

+88 01772-666867

nijhumtalukder@gmail.com

০৬ নভেম্বর

- **ব্যাচ :**
  বিসিএস ৪১তম
- **সর্বশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :**
  শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
- **ব্লাড গ্রুপ:**
  ও+ (পজিটিভ)
- **প্রিয় শখ:**
  বই পড়া, মুভি দেখা
- **স্মরণীয় মুহূর্ত:**
  আমার মেয়ে 'প্রিহান নক্ষত্র' এর আগমনের মুহূর্ত
- **প্রিয় উক্তি/জীবন দর্শন:**
  "যত মত, তত পথ" - শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব
- **প্রিয় খাবার:**
  মায়ের হাতের রান্না

রাবিয়া আক্তার
কিশোরগঞ্জ

+88 01515-274250
ahmed.rabiadu@gmail.com

২০ জানুয়ারি

- **ব্যাচ :**
  বিসিএস ৪১তম
- **সর্বশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :**
  ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- **ব্লাড গ্রুপ:**
  ও+ (পজিটিভ)
- **প্রিয় শখ:**
  রান্না-বান্না (বাস্তবে সেটা করার একদমই সময় পাইনা এই মহান চাকুরীর জন্য)
- **স্মরণীয় মুহূর্ত:**
  কলিজার টুকরা 'শেহরাজ' এর আগমনের মুহূর্ত;
  তার আগে বিসিএস এর রেজাল্ট শীটে নিজের রোল খুঁজে পাওয়া
- **প্রিয় উক্তি/জীবন দর্শন:**
  এক জীবন অজ্ঞতায় কাটিয়ে দিলাম। বাকী সময়টুকু জ্ঞানার্জন আর একান্তই নিজের হোক
- **প্রিয় খাবার:**
  টাকি মাছ ভর্তা, দেশি (ছোট) মুরগীর মাংস, সব ধরণের ভর্তা-ভাজি

ফার্সিয়া রেজিয়া
সিরাজগঞ্জ

+88 01710-5663043

farsiarazia.du@gmail.com

১৬ ডিসেম্বর

- **ব্যাচ :**
  বিসিএস ৪১তম
- **সর্বশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :**
  ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- **ব্লাড গ্রুপ:**
  ও+ (পজিটিভ)
- **প্রিয় শখ:**
  বই পড়া
- **স্মরণীয় মুহূর্ত:**
  লুব্ধক এর জন্মমুহূর্ত
- **প্রিয় উক্তি/জীবন দর্শন:**
  Life is not about the destination; It's about the Journey.
- **প্রিয় খাবার:**
  ভর্তা ভাত

সাবরিনা সুলতানা ইভা
কুষ্টিয়া

+88 01746-380811

sabrinaivao2134@gmail.com

২৬ জুন

- **ব্যাচ :**
  বিসিএস ৪১তম
- **সর্বশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :**
  বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
- **ব্লাড গ্রুপ:**
  বি+ (পজিটিভ)
- **প্রিয় শখ:**
  ভ্রমণ করা
- **স্মরণীয় মুহূর্ত:**
  জীবনসঙ্গীকে প্রথমবার দেখা
- **প্রিয় উক্তি/জীবন দর্শন:**
  Honesty is the best policy.
- **প্রিয় খাবার:**
  ইলিশ মাছ

কায়সার আহম্মেদ খান

কিশোরগঞ্জ

+88 01711-372588

kaiser.shipu@gmail.com

১৮ ফেব্রুয়ারি

- **ব্যাচ :**
  বিভাগীয়
- **সর্বশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :**
  নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি
- **ব্লাড গ্রুপ:**
  বি+ (পজিটিভ)
- **প্রিয় শখ:**
  সিনেমা দেখা, গান শোনা ও ক্রিকেট খেলা
- **স্মরণীয় মুহূর্ত:**
  ১৮.০২.২০০০ সালে আপা (আমার নানু) যখন আমাকে আমার প্রথম মোবাইল ফোনটি (সিমেন্সের সবুজ রঙের ছোট সেট) কিনে দেয়
- **প্রিয় উক্তি/জীবন দর্শন:**
  There is a pleasure sure in being mad which none but mad men knows.
- **প্রিয় খাবার:**
  আলু ভাজার সাথে ঘি দিয়ে ভাত/আলুভর্তা ও ডিম ভাজি একসাথে করে আম্মার মাখানো সাদা ভাত

নীলাক্ষি রতন মণ্ডল
সাতক্ষীরা

+88 01734-332515

nilutaxman2@gmail.com

৩০ সেপ্টেম্বর

- **ব্যাচ :**
  বিভাগীয়
- **সর্বশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :**
  সরকারি বি. এল. কলেজ, খুলনা
- **ব্লাড গ্রুপ:**
  এ+ (পজিটিভ)
- **প্রিয় শখ:**
  গ্রামে সময় কাটানো, আড্ডা দেওয়া
- **স্মরণীয় মুহূর্ত:**
  প্রথম পিতা হওয়া
- **প্রিয় উক্তি/জীবন দর্শন:**
  Know thyself
- **প্রিয় খাবার:**
  সাদা ভাত, মাছ, সবজি

মাহাবুবুল হাসান
নরসিংদী

+88 01715-412866, 01999-359145

hasantax8@gmail.com

৩১ ডিসেম্বর

- **ব্যাচ :**
  বিভাগীয়
- **সর্বশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :**
  নরসিংদী সরকারি কলেজ
- **ব্লাড গ্রুপ:**
  বি+ (পজিটিভ)
- **প্রিয় শখ:**
  ভ্রমণ
- **স্মরণীয় মুহূর্ত:**
  বিবাহের মুহূর্ত
- **প্রিয় উক্তি/জীবন দর্শন:**
  "নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন"
- **প্রিয় খাবার:**
  ভুনা খিচুড়ি ও গরুর মাংস ভুনা

রওনক জাহান

মেহেরপুর

+88 01730-017776

rownokjahan56@gmail.com

১৭ জুলাই

- **ব্যাচ :**
  বিভাগীয়
- **সর্বশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :**
  খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
- **ব্লাড গ্রুপ:**
  ও+ (পজিটিভ)
- **প্রিয় শখ:**
  বই পড়া, গান শোনা, ঘুমানো
- **স্মরণীয় মুহূর্ত:**
  মা হবার মুহূর্ত
- **প্রিয় উক্তি/জীবন দর্শন:**
  সব কিছু সহজ ভাবে গ্রহণ করা; টেনশন লেনেকা নেহি, দেনেকা।
- **প্রিয় খাবার:**
  যে কোন মজার খাবার

রাবেয়া বসরী

ঢাকা

+88 01732-846381

rabeyabosri.tax07@gmail.com

০৭ জুলাই

- **ব্যাচ :**
  বিভাগীয়
- **সর্বশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :**
  ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা।
- **ব্লাড গ্রুপ:**
  বি- (নেগেটিভ)
- **প্রিয় শখ:**
  বই পড়া
- **স্মরণীয় মুহূর্ত:**
  SSC পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের দিন (১৯৯৪)
- **প্রিয় উক্তি/জীবন দর্শন:**
  নিজেকে মূল্যায়ন করা
- **প্রিয় খাবার:**
  ভাত, ডাল, টমেটো ভর্তা

সৈয়দ আবু নাছের সিদ্দিক
সিলেট

+88 01717-021487

nasersiddik@gmail.com

২৪ অক্টোবর

- **ব্যাচ :**
  বিভাগীয়
- **সর্বশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :**
  সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, সিলেট
- **ব্লাড গ্রুপ:**
  বি+ (পজিটিভ)
- **প্রিয় শখ:**
  ধর্মীয় বই পড়া
- **স্মরণীয় মুহূর্ত:**
  বাবা হওয়া
- **প্রিয় উক্তি/জীবন দর্শন:**
  আল্লাহ ভরসা
- **প্রিয় খাবার:**
  স্ত্রীর হাতের রান্না

পরেশ চন্দ্র পাল
বাগেরহাট

+88 01515-624878

poresh.tax43@gmail.com

১০ ফেব্রুয়ারি

- **ব্যাচ :**
  বিসিএস ৪৩তম
- **সর্বশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :**
  ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- **ব্লাড গ্রুপ:**
  ও+ (পজিটিভ)
- **প্রিয় শখ:**
  দার্শনিক চিন্তা করা / ক্লাসে প্রশ্ন করা (ইভা স্যার বলেছে)
- **স্মরণীয় মুহূর্ত:**
  ঘুম থেকে উঠে দেখা যে আরো একটা দিন বেঁচে আছি।
- **প্রিয় উক্তি/জীবন দর্শন:**
  কপালং মূলং, ব্যাখ্যাঃ কপালে যা আছে, তাই হবে
- **প্রিয় খাবার:**
  মায়ের হাতের রান্না

তৃষ্ণা রায়
চট্টগ্রাম

+88 01521-534612
roytrishna30@gmail.com

২৪ আগস্ট

- **ব্যাচ :**
  বিসিএস ৪৩তম
- **সর্বশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :**
  চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি এন্ড এনিম্যাল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়
- **ব্লাড গ্রুপ:**
  বি+ (পজিটিভ)
- **প্রিয় শখ:**
  গল্পের বই পড়া, ঘুমানো, ফেবু স্ক্রলিং, ভ্রমণ
- **স্মরণীয় মুহূর্ত:**
  আমার মেয়ে 'তৃজিতা'র আগমন, এরপর থেকে ধৈর্য্যের নতুন সংজ্ঞা শিখতেছি
- **প্রিয় উক্তি/জীবন দর্শন:**
  Live for today, tomorrow is not promised.
- **প্রিয় খাবার:**
  ফুচকা, আইসক্রিম, চিপস, বিরিয়ানি

কিংসুক কুমার রায়
কুড়িগ্রাম

+88 01785-289217

kingsukkroy@gmail.com

১৬ ডিসেম্বর

- **ব্যাচ :**
  বিসিএস ৪৩তম
- **সর্বশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :**
  হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর
- **ব্লাড গ্রুপ:**
  ও+ (পজিটিভ)
- **প্রিয় শখ:**
  নতুন কিছু শেখা, গান শোনা, মুভি দেখা, ভ্রমণ, বাগান করা।
- **স্মরণীয় মুহূর্ত:**
  প্রাথমিকে বৃত্তি পাওয়া।
- **প্রিয় উক্তি/জীবন দর্শন:**
  স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল।
- **প্রিয় খাবার:**
  মায়ের হাতের রান্না সকল খাবার।

মোহাম্মদ আরমান হোসেন

চট্টগ্রাম

+88 01306-067111

rman43act@gmail.com

১১ ডিসেম্বর

- **ব্যাচ :**
  বিসিএস ৪৩তম
- **সর্বশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :**
  বুয়েট (BUET)
- **ব্লাড গ্রুপ:**
  ও+ (পজিটিভ)
- **প্রিয় শখ:**
  ভ্রমণ, খেলাধুলা, বাগান করা, আড্ডা দেয়া।
- **স্মরণীয় মুহূর্ত:**
  স্বামী হবার মুহূর্ত
- **প্রিয় উক্তি/জীবন দর্শন:**
  কোন অবস্থাতেই অন্যের ক্ষতি না করা, অন্যের ক্ষতি চিন্তা না করা Always Smile
- **প্রিয় খাবার:**
  প্রিয় মানুষের হাতের রান্না (খিচুড়ি, দুধ চা)

শিবলী নুমান
বগুড়া

+88 01772-985377

noomanshibly@gmail.com

০৭ মার্চ

- **ব্যাচ :**
  বিসিএস ৪৩তম
- **সর্বশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :**
  ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- **ব্লাড গ্রুপ:**
  এ+ (পজিটিভ)
- **প্রিয় শখ:**
  মার্শাল আর্ট, নৃত্য
- **স্মরণীয় মুহূর্ত:**
  বিয়ে করার দিন
- **প্রিয় উক্তি/জীবন দর্শন:**
  Know thyself
- **প্রিয় খাবার:**
  গরুর মাংস, ভাত, ডাল

মো: নূরে আলম সিদ্দিকী

ময়মনসিংহ

+88 01518-386043

nurealamsiddik@gmail.com

২৭ অক্টোবর

- **ব্যাচ :**
  বিসিএস ৪৩তম
- **সর্বশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :**
  বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
- **ব্লাড গ্রুপ:**
  এ+ (পজিটিভ)
- **প্রিয় শখ:**
  ফুটবল খেলা
- **স্মরণীয় মুহূর্ত:**
  Every Moment
- **প্রিয় উক্তি/জীবন দর্শন:**
  Happiness lies in Contentment
- **প্রিয় খাবার:**
  বীফ, পায়েস

মোহাম্মদ তৌফিকুল আলম
চট্টগ্রাম

+88 01819-165115

tawfiqtax43@gmail.com

০৮ মার্চ

- **ব্যাচ :**
  বিসিএস ৪৩তম
- **সর্বশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :**
  চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
- **ব্লাড গ্রুপ:**
  এ+ (পজিটিভ)
- **প্রিয় শখ:**
  Hiking, Travelling
- **স্মরণীয় মুহূর্ত:**
  ২৬শে ডিসেম্বর ২০২৩, ক্যাডার হিসেবে সুপারিশপ্রাপ্ত হওয়ার মুহূর্ত
- **প্রিয় উক্তি/জীবন দর্শন:**
  Valar Morghulis, Valar Deharis
- **প্রিয় খাবার:**
  মেজবান

বর্ণ বুনন

প্রযুক্তি ও ডেটার ছোঁয়ায় রাজস্বের জাগরণ

মোহাম্মদ ওয়াসিম খান
সহকারী কর কমিশনার (৪১তম বিসিএস)

করের খাতা, কিছু রাত, আর আমি

পীরগঞ্জের আকাশ,রাত থেকেই বেশ বিষন্ন ও অন্ধকার, অন্ধকারটা অকারণে নয়। সকালে তার পরিণতি,ঝুম বৃষ্টি। রাতভর ভ্রমণের ক্লান্তি নিয়ে শ্যামলী বাস থেকে ঠাকুরগাঁও এর পীরগঞ্জ নেমেই স্নিগ্ধ সকালে খানিক ভিজে গিয়ে হয়ত কিঞ্চিৎ সাহিত্যমনা আমি লিখে ফেলতাম -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে', জসিমউদ্দীনের মত 'পল্লীগীতি', তারাশঙ্করের মত 'তারিণী মাঝি', অথবা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মত 'মেঘ বৃষ্টি আলো', কিন্তু মানচিত্রের শেষপ্রান্তে প্রথম পোস্টিং পাওয়া এই ক্ষুদে গল্পের লেখক ডিসিটি এর মন পীরগঞ্জের আকাশের চেয়ে আরো বেশি বিষন্ন।

অচেনা জায়গা, অচেনা মুখ, অচেনা দায়িত্ব। মনে হয়, অনেক কিছু শুরু হলো, অথচ কিছুই যেন চেনা নয়। সকালে অফিসে ঢুকেই দেখি টেবিলের ওপর ফাইল। মোটা ফাইল। লাল সুতা বাঁধা। টেবিলের এক পাশ থেকে আরেক পাশে ঘুরে বেড়ানো কাগজ। অতীতে কর মানে ছিল ফাইল।করদাতার নামের পাশে সংখ্যাগুলো লেখা থাকত, কিন্তু মানুষটা কোথায় থাকে, কীভাবে বাঁচে- তা আমরা খুব কমই জানতাম। সময় বদলেছে,হয়ত জহির রায়হানের " সময়ের প্রয়োজনে" গল্পের মতই- সময়ের প্রয়োজনেই। এখন ফাইল মানে শুধু পুরোনো কিছু কাগজ নাড়মানুষ। প্রতিটা ফাইলে থাকে একজন মানুষের গল্প, তার ভয়, তার লুকোনো সত্য। আমরা শুধু সংখ্যাটা দেখি। অথচ সংখ্যার ভেতরে মানুষটা নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে।

আমার হিসাব

খুব হিসাবি মানুষ নই আমি। তবু আমার দিন কাটে হিসাবের মধ্যেই। হিসাব কষে প্রথম দিকে আমি ভাবতাম- কর মানে আদায়। যত বেশি, তত ভালো। পরে বুঝেছি, কর মানে বোঝা নয়, কর মানে বোঝাপড়া। একদিন অফিস শুরু হওয়া মাত্রই হন্তদন্ত হয়ে একজন করদাতা ছুটে আসলেন অফিসে। তিনি পীরগঞ্জের একজন অটো রাইস মিলের মালিক। অতি সাধারণ গড়নের দেখতে।পায়ে স্যান্ডেল,গায়ে বেমানানভাবে কোন রকমে এটে আছে একটি জীর্ণ এবং খানিক ময়লা টি শার্ট। কিছুক্ষণ আইনি আলাপের পর তাঁর আয়কর ফাইলের অবস্থা বিবেচনায় আইনের কতিপয় অতি শক্তিশালী অথচ দুর্বোধ্য ধারা শ্রবণ শেষে কিছুই বুঝতে না পেরে অনিশ্চিত শাস্তির আশংকায় তিনি অতি আবেগে একসময় বলেই ফেললেন- "স্যার, আমি ভুল করিনি, আমি শুধু বুঝিনি।" সেই দিনটার পর হিসাব আমার কাছে একটু বদলে গেল। কারন আগে ছিল অনুমান, আমরা অনেক কিছুই আন্দাজ করতাম। একটা বড় গাড়ি দেখলে ভাবতাম- আয় বড়। একটা ফাঁকা কাগজ দেখলে ভাবতামড়লুকোনো কিছু আছে। কিন্তু অনুমান খুব ক্লান্তিকর। এতে মানুষও ক্লান্ত হয়, আমরাও। এখন প্রযুক্তি এসেছে। খুব চুপচাপে। হৈচৈ না করে। প্রযুক্তির প্রকর্ষ আজ সব দেশে সব খানে। প্রযুক্তি তার সুদক্ষ হাতের স্পর্শ ও কারুকাজে নিখুঁতভাবে বদলে দিয়েছে বিশ্বের বহু দেশের রাজস্বখাত। কারণ অটেমেশন মানে অ্যাকুরেসি। একটা ডাটাবেজ বলে দেয়- এই লোকের ব্যাংকে কত টাকা আছে। অন্য কোনটা বলে- এই লোকের নামে জমি আছে। তৃতীয়টা চুপ করে জানিয়ে দেয়- জীবনযাপনটা ঘোষণার চেয়ে বড়। প্রযুক্তি কিন্তু কাউকে দোষ দেয় না। সে শুধু আয়নার মতো দাঁড়িয়ে থাকে।সে দেখায়,আমরা দেখি।

যন্ত্রের নৈতিকতা

অনেকে বলেন- এআই নাকি ভয়ংকর। আমি তা মনে করি না। এআই ঘুষ খায় না। এআই রাগ করে না। সে শুধু শেখে, দেখে, মনে রাখে। মেশিন লার্নিং যখন বলে- এই রিটার্নটা একটু দেখুন, আমি শুনি। বিচার করি আমি, ইঙ্গিত দেয় সে। এতে আমি হালকা হই। কারণ আমার রাগ, পছন্দ-অপছন্দ, ক্লান্তি- সব একটু দূরে থাকে। আমার কাছে এআই এর ধারণাটি হল- A system with AI is far more advanced than a system without AI কারণ দূরত্বটা শুধু প্রযুক্তির নয়, ন্যায্যতারও।

কর ফাঁকি আর মানুষের অজানা ভয়

ফাঁকি সবসময় ইচ্ছাকৃত চুরি নয়। অনেক সময় এটি অজ্ঞতা, ভয়, কিংবা ব্যবস্থার জটিলতার ফল। এটা আমি শিখেছি সার্কেলে গিয়ে। অনেকেই ভয় পান। কর অফিস মানেই ভয়। ভয় থেকে ভয় বাড়ে। ভুল করলে যদি সব শেষ হয়ে যায়ড়এই আশঙ্কা। তবে অনলাইন রিটার্ন, সহজ ফর্ম- এগুলো ভয়টা একটু কমায়। মানুষ সাহস পায়। বলে- ঠিক আছে, আমি চেষ্টা করি। এই চেষ্টাটাই সবচেয়ে বড় অর্জন। এ চেষ্টাই আমাদেরকে সাফল্য চেনায়।

কিছু নীরব যন্ত্র

একবার ঠাকুরগাঁওয়ের রাণীশংকৈল এলাকায় গিয়েছিলাম। কারখানা চলছে। শব্দ আছে। ধোঁয়া আছে। কিন্তু কাগজে নীরবতা। আমি ভাবলাম- যদি একটা যন্ত্র এখানে বসে থাকত, সে চুপচাপ হিসাব রাখত। কাউকে ভয় দেখাত না। আইওটি বা সেন্সর মানে পুলিশি নজরদারি নয়। এটি নীরব সাক্ষী। যা হয়, সেটাই ধরে রাখে। সে নীরবে ডাটা মাপে, সত্য দেখায়, ন্যায্যতা আনে। দেশের জন্য, দশের জন্য।

কর একাডেমির সেই দিনগুলো

কর একাডেমির দিনগুলো একটু আলাদা। অন্য রকম। এএফসি-৩০ ও এএফসি- ৩১ এর ভিন্ন ভিন্ন মানুষের সমাবেশ, অনিন্দ্য সুন্দর অনেক মুহূর্ত। এখানে সকালের ক্লাসের চেয়ে সন্ধ্যার হাঁটাটা বেশি শেখায়। রাতে মালিবাগ মোড়ের ধোঁয়া ওঠা চায়ের সাথে কর্পূরের মত বাষ্পীভূত হয় সারাদিনের ক্লান্তি। সারাদিন চলে আইন,অর্থনীতি,হিসাববিজ্ঞান- এই ত্রয়ীর বিস্তর আলোচনা ও স্বল্প বিস্তর গবেষণা। তবে কর একাডেমিতে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সময় ক্লাসের বাইরে সবচেয়ে বেশি শেখা হয়। চায়ের টেবিলে, করিডোরে, ৫০১ এর সামনে নিশিথের উদ্দেশ্যহীন আলোচনায়, গল্পে ও পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায়। চলে নানাবিধ আলোচনা, সেই সাথে জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখায় ব্যর্থ বিচরণ। কখনো দাদনের প্রযুক্তিহীন মুরগী রান্নার প্রশংসা ও মাছ রান্নার প্রতি ব্যক্তি বিশেষের অহেতুক বিরাগের কারণ, সে ধারাবাহিকতায় পিএমসিকে ১৮৩ (৩) ধারায় প্রথম শুনানি না দিয়েই ১৮৪ ধারায় বেস্ট জাজমেন্ট দিয়ে বিবেকের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো। একাডেমীর কোন এক সেশনে জনৈক এক স্যার একদা বলেছিলেনড় "ভালো কর কর্মকর্তা সে নয়, যে বেশি কর আদায় করে; ভালো কর কর্মকর্তা সে, যে ন্যায্য কর আদায় করে। "এই কথাটা শুনে আমি চুপ করে ছিলাম। আজও চুপ করে থাকি। আনমনে ভাবি, ভাবনার গতি বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়। কখনো থমকে গিয়ে ভাবনা ফিরে পুরনো পথে, কখনোবা নতুনত্ব আসে ভাবনায়, তবে শেষাংশে ফলাফল শুন্য। প্রযুক্তির আগমনী বার্তা তখনো ইথারে ভাসমান। বাস্তবতা তার মুখ দেখে না। তাহলে স্যারের বলা ন্যায্যতা কিভাবে আসবে? এককভাবে করা এই প্রশ্নটি যখন একাধিক কর্মকর্তার মনের প্রশ্ন হবে তখনই হয়ত আমাদের রাষ্ট্রীয় রাজস্ব বিষয়ক বিজ্ঞানের নির্মিত ফিসক্যাল ইঞ্জিন সচল হবে,নতুবা সব কিছুই হবে ' ফিসক্যাল রোমান্টিসিজম'। প্রশিক্ষণে অনেকের টার্গেট গন্তব্য লাহোর কিংবা মালয়েশিয়ার জহুর হলেও আমাদের বাঙালি জাতির ফিসক্যাল ডিএনএ তথা ফাইন্যান্সিয়াল ফ্লু ইঞ্জিনের ফুয়েল সোর্স অটোমেশন।

আমরা এখন কোথায়

আমরা মাঝখানে। পুরোনো আর নতুনের মাঝখানে। কিছু জায়গায় প্রযুক্তি কাজ করে। কিছু জায়গায় এখনো মানুষই ভরসা। চ্যালেঞ্জ আছে। কিন্তু হতাশা নেই। কারণ আমরা শিখছি। আমরা শিখছি কিভাবে শিখতে হয়।

শেষ কথা

আমি এখনো হিসাবি মানুষ নই। তবু প্রতিদিন হিসাব করি। কতটা ন্যায় করা গেল, কতটা চাপ কমানো গেল, কতটা সত্যের কাছাকাছি থাকা গেল। কর যদি বিশ্বাস না হয়, তাহলে সংখ্যা শুধু সংখ্যাই হয়। আর প্রযুক্তিড় সে আমাদের একটু সৎ হতে সাহায্য করে। এখনো বৃষ্টি হচ্ছে ,তবে পীরগঞ্জে নয়, অন্য স্থানে,অন্য কারনে,ভিন্ন ধারায়। সে বৃষ্টি হোক প্রযুক্তির, ক্লাউড কম্পিউটিং এর,আইওটি ও মেশিন লার্নিং এর। আমাদের যাত্রা এখানেই শেষ নয়, এটি শুরুর শেষ মাত্র। এ যাত্রার শেষ অজানা। তবে এ যাত্রা শেকড় থেকে শিখরে যাওয়ার। অসীম সম্ভাবনার...

ইসলামের দৃষ্টিতে আয়কর: ন্যায়, কল্যাণ ও আধুনিক রাষ্ট্র

মোহাম্মদ রায়হান ইসলাম
সহকারী কর কমিশনার (৪১তম বিসিএস)

আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালনায় আয়কর একটি অপরিহার্য আর্থিক ব্যবস্থা। রাষ্ট্রীয় ব্যয় নির্বাহ, জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আয়করের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তবে মুসলিম সমাজে প্রায়ই প্রশ্ন ওঠে-আয়কর কি ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ? এই প্রবন্ধে ইসলামী অর্থনৈতিক দর্শনের আলোকে আয়করের অবস্থান বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

আয়কর আইন ও উদ্দেশ্য-
আয়কর আইন হলো রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত এমন আইন, যার মাধ্যমে নাগরিক ও প্রতিষ্ঠানের আয়ের উপর নির্দিষ্ট হারে কর আরোপ ও আদায় করা হয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আয়কর আদায় করা হয় আয়কর আইন, ২০২৩ অনুযায়ী।

আয়কর ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হলো-
- রাষ্ট্র পরিচালনা ও প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহ
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সামাজিক সুরক্ষার মতো জনকল্যাণমূলক ব্যয়
- সম্পদের পুনর্বণ্টন
- সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা

ইসলামের দৃষ্টিতে করের ধারণা
ইসলামে সরাসরি 'আয়কর' শব্দটি না থাকলেও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে সম্পদ সংগ্রহের ধারণা সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলনীতি হলোড়
- ন্যায়বিচার
- জনকল্যাণ
- যুলুম ও শোষণের নিষেধাজ্ঞা
- সম্পদের সুষম বণ্টন

ইসলামে বাধ্যতামূলক অর্থ আদায়ের প্রকারভেদ-

১. যাকাত
যাকাত ইসলামের একটি মৌলিক ফরজ আর্থিক ইবাদত।
- নির্দিষ্ট সম্পদের উপর নির্দিষ্ট হারে আদায়যোগ্য
- দরিদ্র, অসহায়সহ নির্ধারিত আট শ্রেণির জন্য ব্যয়যোগ্য
- ইসলামী রাষ্ট্র চাইলে যাকাত কেন্দ্রীয়ভাবে সংগ্রহ করতে পারে

কুরআনে বলা হয়েছে-
"নিশ্চয়ই যাকাত কেবল দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের জন্য" (সূরা আত-তাওবা: ৬০)
যাকাত ইসলামের মৌলিক কর ব্যবস্থা হলেও এটি আধুনিক রাষ্ট্রের আয়করের পূর্ণ বিকল্প নয়।

২. খারাজ
- কৃষিজমির উপর আরোপিত কর
- মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে

৩. জিযিয়া
- ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিম নাগরিকদের উপর আরোপিত কর

• রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও সেবার বিনিময়ে আদায়যোগ্য
[বি.দ্র. যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিমদের উপর যাকাত দেওয়া ফরজ সেহেতু অমুসলিমদের উপর জিযিয়া আরোপ করা হয় রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য]

৪. উশর
• কৃষি উৎপাদনের উপর কর
• সেচের ধরন অনুযায়ী ১০% বা ৫% হারে আদায়যোগ্য

আয়কর সম্পর্কে ইসলামের অবস্থান
প্রশ্ন ওঠে- ইসলামে আয়কর কি হারাম?
সংক্ষিপ্ত উত্তর হলো: না, শর্তসাপেক্ষে আয়কর জায়েজ।

ইসলামী চিন্তাবিদ যেমন ইমাম আবু ইউসুফ ও ইবনু তাইমিয়া (রহ.)-এর মতে, যদি রাষ্ট্রীয় কোষাগার (বায়তুল মাল) শূন্য হয়ে যায় এবং জনগণের কল্যাণ অপরিহার্য হয়, তবে ধনীদের উপর অতিরিক্ত কর আরোপ করা বৈধ।

ইসলামের আলোকে আয়কর জায়েজ হওয়ার শর্তসমূহ
ইসলামে আয়কর তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যদি-

১. ন্যায়সংগত হয়
• করের হার অতিরিক্ত না হয়
• গরিব ও দুর্বল শ্রেণির উপর বোঝা না পড়ে
কুরআনে বলা হয়েছে-
"আল্লাহ যুলুম পছন্দ করেন না।" (সূরা আলে ইমরান: ৫৭)

২. জনকল্যাণে ব্যয় হয়
• শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তায় ব্যয়
• বিলাসিতা ও অপচয়ে নয়

৩. বৈষম্যহীন হয়
• সবাই আইনের দৃষ্টিতে সমান
• প্রগতিশীল কর ব্যবস্থাড়ধনী বেশি, দরিদ্র কম

৪. দ্বৈত যুলুম না হয়
• যাকাতদাতা মুসলিমের উপর অযথা দ্বিগুণ বোঝা চাপানো যাবে না
• যাকাত ও আয়করের মধ্যে সমন্বয় থাকা উত্তম

কর ফাঁকি (Tax Evasion) ইসলামের দৃষ্টিতে
ইসলামে কর ফাঁকি হারাম। কারণ-
• এটি রাষ্ট্রীয় আমানতের খেয়ানত
• মিথ্যা ও প্রতারণার শামিল
• জনস্বার্থ ক্ষুণ্ন করে
হাদিসে এসেছে-
"মুসলমান তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে।" (সহিহ বুখারি)

ইসলাম কর ব্যবস্থার বিরোধী নয়; বরং ন্যায়ভিত্তিক ও কল্যাণমুখী কর ব্যবস্থাকে সমর্থন করে। যাকাত ইসলামের মৌলিক স্তম্ভ হলেও আধুনিক রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে আয়কর শর্তসাপেক্ষে জায়েজ। তবে তা অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত, জনকল্যাণমূলক এবং যুলুমমুক্ত হতে হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে কর তখনই ইবাদতের মর্যাদা পায়, যখন তা ন্যায় ও মানবকল্যাণে ব্যবহৃত হয়।

পুথি: স্মৃতিনামা

তাহমিনা ইয়াসমিন
সহকারী কর কমিশনার (৪১তম বিসিএস)

শোনেন শোনেন শ্রোতাগন,
শোনেন দিয়া মন...
কর একাডেমির স্মৃতিনামা করে যাই বর্ণন।

আরে শ্রাবণ মাসের ২৬ তারিখ রোজ রবিবার,
ডাকিয়া আনিলেন মোদের মাননীয় ডিজি স্যার।
এএফসি ৩০ আর ৩১ মিলে,
প্রশিক্ষণ করিলাম... মোরা সকলে।

হায়রে সকাল বেলা ইয়োগা দিল আর দিল জিম,
সুস্থ থাকতে খাইতে দিল সিদ্ধ একখান ডিম।
বল একখানা ডিম॥

পরেশের গুড মর্নিং শুনে পাঠ শুরু,
হার্টফেল্ট গ্রাটিচিউডে সাংগ করিলেন...গুরু
ডিবেট করিলাম মোরা যুক্তি তর্ক দিয়া,
ভেগোলজি শিখিলাম মোরা আনন্দো করিয়া।
আরে আনন্দো করিয়া॥

এক্টাসরিয়া, মেন্সরিয়া পড়িয়া পড়িয়া,
আইনো শিখিলাম মোরা চমৎকার করিয়া।
আরে চমৎকারো করিয়া॥

এত পড়ার মাঝেও কেউ পরিল ঘুমাইয়া,
ডাকিলেই কহিল হেসে আছিইতো জাগিয়া।
১ মিনিট করছ দেরী খাও শোকজ,
খেতে খেতে অনেকের কপালেতে ভাজ।
হায়রে কপালেতে ভাজ

নিয়মের কাছে বাকি সবকিছু মিছে,
অনিয়মের মধ্যেও তাই আছি আমরা বেচে।
কালচারালের নাচ গান কমেডি দেখিয়া,
ক্লান্তি গেল কোথায় উড়িয়া চলিয়া।
গেল উড়িয়া চলিয়া॥

মেস কমিটির বাজার আর দাদনের রান্না মিলে,
ওজন বাড়িল মোটে ৫ কিলো করে।
সারাদিন ক্লাস আর পড়াশোনা করে,
জ্ঞানগর্ভ হলাম আমরা ৬ মাস পড়ে।
ঠিক ঠিক ঠিক

সিলেট আর চিটাগং এর ট্যুর ছিলো বেশ,
প্রশিক্ষণের শেষেও তাই রয়ে গেছে রেশ।
মাসুদ স্যার কইলো মোদের হইতে হইব দক্ষ,
না যেন কেউ হয় তোমাদের সমকক্ষ।
আরে হইতে হইব দক্ষ॥

মামুন স্যার শেখান মোদের সততার বানী,
মাথা নত করেই সবাই স্যারের কথা মানি।
আমরা স্যারের কথা মানি॥

মা ট্রেনীদের প্রতি আমরা সম্মানও জানাই,
এত কষ্ট করেও তারা সফল হলেন তাই।
বাহবা বাহবা॥

ধন্যবাদ জানাইতে চাই আপনাদেরও তরে,
দোয়ায় রাখিবেন মোদের সারাজীবন ভরে।
অ্যাসেসমেন্ট শিখাইবেন মোদের যতন করিয়া,
ভুলত্রুটি করবেন ক্ষমা সন্তান ভাবিয়া।
এই কথার সাথেই আমার নিলাম বিদায়,
স্মৃতিতে রাখিবেন যদি দেখা হয়ে যায়॥

বাবা

মোঃ রাকিবুল ইসলাম
সহকারী কর কমিশনার (৪১তম বিসিএস)

এরকম অকাল মৃত্যুর পরে,
যদি আপনাকে নিয়ে যায় কাফনে মুড়িয়ে,
খাটিয়া ফজরের ওয়াক্তের পর কবরস্থানগামী,
আপনার ষাট বছর অব্দি সংগ্রামের সমাপ্তির পর।

জানেন, আপনাকে কেউ মনেই রাখলো না ওরা!
আপনি নায়ক ছিলেন না কারো কাছে,
মাসের শেষ দিকে চলতো না,
কী হতাশা!

কী নিদারুণ নিম্নমধ্যবিত্ততা!
আপনাকে কেউ মনেই রাখলো না ওরা,
ভাগ বাটোয়ারার আয়োজন শুরু হয়েছে দেখুন,
যেন, আপনার মৃত্যুর জন্যই থেমে ছিল!

বাবা,
আপনি শেষ কবে নতুন কাপড় কিনেছিলেন বেঁচে থাকতে?
অথচ আজকে মৃত্যুর পরে আপনার শরীরে
কাফনের নতুন কাপড়!
কেমন কর্পূরের গন্ধ চারদিকে!
আর কোরআন পাঠের আওয়াজে বিস্মৃত হই বারবার!

বাবা,
মা দেখুন কাঁদছে! কেমন আঁচলে লুকিয়ে রেখেছে মুখ।
সে আচলে আপনার মৃত্যুকালীন রক্তবমি!
আর গগনবিদারী স্বরে বলছে-
এ কাপড় আর কখনো নাকি ধুবেন না।

বাবা,
বেতনের টাকাটা কিভাবে জোগাড় করেছিলেন বাবা?
যার জন্যে পাওনাদার কত রাত শাসিয়ে যেত?
তবু হাসিমুখে আবার ক্রিকেট দেখতে বসতেন,
সাকিবের আউটে কিরকম অকথ্য গালি দিতেন।

বাবা,
আপনাকে কেউ মনে রাখবে না,
ব্যর্থ বলতো সবাই,
অথচ আপনার পাক ধরা চুল ছিল
আমাদের জন্য চিন্তাগ্রস্থ, প্রতিটি রাত ধরে।

আমাদের অপমান সুলভ দু একটা কথায়,
আপনার কপালে চিন্তার ভাঁজ,
প্রতিবাদহীনতা?
নাকি পরাজয়ের চিহ্ন?

বাবা!
লোডশেডিংয়ের সময়ে আমরা
বাইরে বসে আকাশ দেখতাম,
আর বাইনোকুলারে চাঁদ তারার কেমন
লালচে রঙ, নাকি নীলচে? এ নিয়ে ঝগড়া!

তারপর খেলতে খেলতে রাত হলে পিঠের ওপরে
আপনার কিলের শব্দে গোটা জগৎ প্রকম্পিত!
আপনার কড়া শাসন!
আপনার সূর্যের তেজের মতোন বাইরের রুপে
লুকোনো ছিল গোপন এক কোমল আশ্বাস,

আপনি ছিলেন মাথার ওপরে ছাদ,
রোদ বৃষ্টি তাতে পড়তো না আমাদের মাথায়!
আমরা তবু বোধ হয় মনেই রাখবো না আপনাকে,
আজানের সুর আসছে দিগ্বিদিক!
ওরা খাটিয়া নিয়ে যাচ্ছে আপনার,

বাবা,
আপনাকে বলা হলো না এতদিনে!
আপনি নায়ক ছিলেন,
মধ্যবিত্ত নায়ক! সর্বশ্রেষ্ঠ নায়ক!
বাবা, ওপারে ভালো থাকবেন,
ক্ষমা করবেন পারলে, বাবা !

"5 Unexpected Benefits of Yoga"

Saldin Yogi

Yoga Instructor

Yoga is often celebrated for its ability to improve flexibility, build strength, and reduce stress. However, beyond these well-known advantages, there are several lesser-known benefits that can positively impact our physical, mental, and emotional well-being. As I deeply emphasizes, yoga is not just an exercise; it is a lifestyle that transforms the body and mind in ways we may not initially expect. Here are five unexpected benefits of yoga, explained in detail.

1. Boosts Creativity and Mental Clarity

While yoga is widely known for calming the mind, one of its unexpected effects is enhancing creativity. I believe that when we practice yoga, we open up blocked energy pathways in the body and improve blood circulation to the brain. This not only sharpens focus but also allows creative ideas to flow more freely. Certain poses, like the headstand (Sirsasana) or child's pose (Balasana), promote better oxygen supply to the brain, which helps clear mental fog.

Furthermore, meditation and pranayama (breathing techniques) often practiced alongside yoga calm the nervous system, reduce stress, and create mental space for new ideas to emerge. Artists, writers, and professionals have reported experiencing a boost in problem-solving skills and innovative thinking after regular yoga sessions. when the mind is free from stress and distractions, creativity naturally blossoms and it's our own nature.

2. Improves Digestive Health

Another surprising benefit of yoga is its ability to improve digestion and gut health. Many yoga poses involve gentle twists, forward bends, and stretches that massage the abdominal organs and stimulate the digestive system. Poses like the seated twist (Ardha Matsyendrasana) and wind-relieving pose (Pawanmuktasana) help in releasing trapped gas and improving bowel movements.

I explain that stress is one of the leading causes of digestive issues like bloating, constipation, or acid reflux. Yoga, through its calming and stress-reducing nature, reduces cortisol levels in the body, which can

help restore healthy gut function. Regular practice of yoga also encourages mindful eating, helping practitioners develop a better relationship with food and preventing overeating.

3. Strengthens the Immune System

We rarely think of yoga as a way to boost immunity, but according to research, regular practice can significantly strengthen our immune system. Yoga reduces stress, which is a major contributor to weakened immunity. The breathing exercises in yoga increase oxygen flow, cleanse toxins from the body, and support the lymphatic system – a crucial component of our immune defense.

Furthermore, yoga promotes deep relaxation, which improves sleep quality, allowing the body to repair and regenerate. Poses like legs-up-the-wall (Viparita Karani) and corpse pose (Shavasana) activate the parasympathetic nervous system, enhancing the body's ability to heal itself. A stronger immune system means fewer colds, quicker recovery from illnesses, and improved overall vitality.

4. Enhances Emotional Resilience

Yoga is not just about physical postures; it also strengthens our emotional well-being. One of the unexpected benefits that I highlights

is how yoga makes us emotionally resilient. Through consistent practice, yoga teaches us patience, acceptance, and the ability to stay calm during challenges. The combination of mindful breathing and meditative focus helps release negative emotions stored in the body. Practices like heart-opening poses (such as camel pose or bridge pose) can relieve feelings of anxiety or sadness. Over time, yoga cultivates a positive mindset and helps practitioners handle stress and emotional setbacks more gracefully, yoga teaches us to live in the present moment, letting go of regrets and fears.

5. Balances Hormones and Increases Energy

One of the most surprising benefits of yoga is its impact on hormonal balance. Hormones regulate everything from mood to energy levels, and yoga helps maintain this balance naturally. Certain poses, such as the cobra pose (Bhujangasana) and shoulder stand (Sarvangasana), stimulate the thyroid gland, which plays a key role in metabolism and energy regulation.

I explain that stress and poor lifestyle habits often disrupt hormonal harmony, leading to fatigue, mood swings, or weight gain. Yoga's relaxation techniques, coupled with deep breathing, reduce stress hormones like cortisol and improve the function of endocrine glands. The result is a boost in natural energy levels and an overall feeling of vitality. Many practitioners notice that after just a few weeks of consistent yoga, they feel more energized throughout the day, without relying on caffeine or energy boosters.

Conclusion

Yoga, as taught by me, is far more than a series of physical postures. It is a holistic practice that nurtures the body, mind, and spirit in unexpected ways. From enhancing creativity and emotional resilience to boosting digestion, immunity, and hormonal balance, yoga's benefits are truly transformative. These subtle yet powerful changes come with regular practice and a willingness to connect deeply with oneself.

In today's fast-paced world, where stress and distractions dominate our lives, yoga offers a path to rediscover inner peace, health, and harmony. The five unexpected benefits shared by me remind us that yoga is not just about stretching muscles – it is about stretching our potential to live a healthier, happier, and more balanced life, we may find our own state.

চাওয়া

পরেশ চন্দ্র পাল
সহকারী কর কমিশনার (৪৩তম বিসিএস)

মানুষ আসলে কি চায়। তার সেই চওয়া কি সে নিজে থেকেই চায়,নাকি তার চাওয়া ও অন্য কিছু দ্বারা প্রভাবিত হয়। চেতন ও অবচেতন মিলিয়ে আমরা যা চাই সবই অন্য কিছু দ্বারা প্রভাবিত। তাহলে প্রকৃত চাওয়া কি জানার কোন উপায় নেই? নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সেই পথ যে কণ্টকাকীর্ণ।

"আহার, নিদ্রা, মৈথুন
পশুরও আছে তিনটি গুণ"

এই গুলোর উর্ধ্বে উঠতে হবে। কিন্তু তা কি করে সম্ভব । আমরা যে সংসারী মানুষ। সেখানেও সম্ভব। কিভাবে সেটির কোন একক পথ তো নেই। আসলে একক ধারনাটাই তো সেই পথের বাঁধা। ধরুন পৃথিবীতে যদি শুধু সাগর থাকতো,অথবা শুধু মরুভূমি। তাহলে কেমন হতো। নিশ্চয়ই বলবেন সে আবার কি । এরকম হলে আমি থাকতেই পারতাম না। কিন্তু এই যে আপনি থাকতে পারতেন না এটার মূল কারন কি জানেন? এটার মূল কারণ চেতনভাবে আপনি জানেন পৃথিবীতে সাগর ,মরুভূমি ,পাহাড় এবং আরো অনেক কিছুই আছে। যদি আপনি না জানতেন, তাহলে কিন্তু অন্যরকম হতো। আপনি থাকতে পারতেন। এই যে যেকোন কিছুই হতে পারে,যেকোন কিছুই থাকতে পারে সেটি জানতে পারা উচিত নয় কি? মানুষ একদিন না একদিন মারা যাবেই। তাই বলে কি কেউ একটা দিন আগেও মারা যেতে রাজি হবে?

দীর্ঘ প্রতীক্ষার আলো

কিংসুক কুমার রায়
সহকারী কর কমিশনার (৪৩তম বিসিএস)

অনেক ঋতু গেলো ঘুরে, বহু রাত এলো-গেলো,
সময়ের গায়ে লেগে আছে অপেক্ষার ধুলো;
তবুও আমার জানালায় জেগে আছে সেই আলো,
যে আলোর শেষ গন্তব্য তোমার দুটি চোখের তারা।

কত শরৎ পড়ে গেলো পাতার মৃত্যু দেখে দেখে,
কত বর্ষা নিজেকে ধুয়ে গেলো নদীর কূল ভেঙে;
তবু আমার প্রতিক্ষণ ছিলো এক সেতু বানানো,
যে সেতু পার হয়ে একদিন দেখা হবে নিশ্চয়।

পথের দূরত্ব যত, হৃদয়ের সান্নিধ্য তত বেশি,
অপেক্ষা বুনেছে অনুরাগের জটিল জাল;
প্রতিটি প্রহর ছিলো এক একটি প্রার্থনার ফুল,
যে ফুলের সুগন্ধে আমাদের দেখা হবে বলো?

অবশেষে আসছে সেই সকাল, যখন ভোরের পাখি
গান গেয়ে উঠবে না, শুধু দেখবে আমাদের চুপি চুপি;
বহুদিনের সংকেত মেলে যাবে এক মুহূর্তের দেখা হয়ে,
অনেক কথা না বলেই সব বলা হয়ে যাবে।

এ দেখা হবে যেমন ভোরের আলো ফোটে অন্ধকার চিরে,
যেমন প্রথম বৃষ্টি নামে শুষ্ক মাটির বুকে;
সময়ের সমুদ্র পাড়ি দিয়ে দুটি তরী যখন মিলবে,
তখন অপেক্ষার সব বেদনা হয়ে যাবে এক গোলাপি ইতিহাস।

হয়তো কথা হবে না কিছুই, শুধু নীরবতা বাজবে,
শুকনো পাতা ঝরবে , চন্দ্রপ্রভা ফুটবে নিরবে
আর চোখে চোখে লেখা হবে অপেক্ষার দীর্ঘ কাব্য;
এ দেখা শুধু শেষ নয়, বরং এক নতুন শুরু,
যেখানে অপেক্ষা হয়ে উঠবে শুদ্ধ ভালোবাসায়।

সারথী ত্রয়ী

মোঃ নূরে আলম সিদ্দিকী
সহকারী কর কমিশনার (৪৩তম বিসিএস)

বিসিএস কর একাডেমির ফটক দিয়ে যখন তারা তিনজন প্রথম পা রাখলো, মনে হয়েছিল যেন বিধাতা একই ক্যানভাসে তিনটি সম্পূর্ণ বিপরীত রঙ ঢেলে দিয়েছেন।

আরমান যেখানে পা রাখে, সেখানেই যেন বসন্তের হাওয়া বয়। তার কণ্ঠে শব্দেরা খেলা করে, তার মেধার দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ক্লাসরুমের প্রতিটি কোণ। সে এক সদা চঞ্চল ঝরনা, যার গল্পের ঝুড়ি কখনও ফুরায় না। একাডেমির গম্ভীর পরিবেশেও তার হাসি যেন এক চিলতে রোদ্দুর।

অন্যদিকে নূর- নিথর দিঘির মতো শান্ত, গম্ভীর। নৈঃশব্দ্যই তার প্রিয় ভাষা। হাজারো মানুষের ভিড়ে সে একাকী এক দ্বীপ। মাইক্রোস্কোপ দিয়ে খুঁজলেও যার গুণের নাগাল পাওয়া ভার, সেই নূরই নিরবে সহ্য করে যায় সময়ের প্রতিটি ঘাত-প্রতিঘাত। তার মৌনতা যেন এক গভীর রহস্য, যা ভাঙার সাধ্য কারো নেই।

আর তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে তৌফিক এক ঋজু মহীরুহ। মেধা আর মননের সাথে তার শরীরের প্রতিটি পেশি যেন এক তপোবনের গল্প বলে। জিমে ঘাম ঝরানো তার সাধনা, আর কপালে সিজদাহর চিহ্ন তার পরিচয়। সে যেন শক্তি আর ভক্তির এক অপূর্ব সংমিশ্রণ।

আকাশে শুকতারা জাগার আগেই তাদের দিন শুরু হয়। ভোরের শিশিরভেজা মাঠে যখন কুয়াশা জমে থাকে, তখন এই তিন অসম জুটির পদচারণায় মুখরিত হয় একাডেমি।

ভোরের আলোয় ইয়োগার প্রশান্তি কিংবা জিমের ভারী লোহার শব্দে তাদের ঘুম ভাঙে। ভিন্ন স্বভাবের হলেও গন্তব্য তাদের এক।

ডাইনিং হলের আড্ডা; সকালের নাস্তার টেবিলে আরমানের গল্পের তুবড়ি ছোটে, তৌফিক পরিমিত আহারে মনোযোগী হয়, আর নূর নিঃশব্দে শুধু শুনে যায়।

কর্মব্যস্ত প্রহর; সারাদিনের ক্লাস, লেকচার আর ডাইনিংয়ের ব্যস্ততা- সবখানেই তারা ছায়ার মতো একে অপরের সঙ্গী।

অনেকেই অবাক হয়ে তাকায় তাদের দিকে। কেউ ভাবে, অসংগতির এই মিছিলে তারা এক হলো কীভাবে? কিন্তু দিনের শেষে যখন স্পোর্টস রুমের আলোয় তাদের ছায়াগুলো দীর্ঘ হয়, তখন বোঝা যায়- সখ্যতা মানে কেবল মিল থাকা নয়, সখ্যতা মানে অমিলগুলোকে পরম মমতায় আগলে রাখা।

বিসিএস ক্যাডার সার্ভিসের সেই কঠোর রুটিন আর বন্ধুত্বের মায়ার মিশ্রণে তাদের জীবনের গল্পটি আরও গভীরে ডালপালা মেলেছে।

একাডেমির ক্লাসরুমে আরমান যেন এক জাদুকর। তাত্ত্বিক আলোচনার গুরুগম্ভীর পরিবেশে সে

যখন যুক্তির সাথে রসবোধ মিশিয়ে কথা বলে, তখন স্বয়ং ইনস্ট্রাক্টরও মুগ্ধ হয়ে তাকান। আর ঠিক তার পাশেই তৌফিক বসে থাকে ঋজু ভঙ্গিতে, প্রতিটি শব্দ নোট করে নেয় পরম নিষ্ঠায়। নূর সেখানে কেবলই এক নীরব দর্শক, যার অস্তিত্ব বোঝা যায় শুধু তার কলমের খসখস শব্দে।

কিন্তু দৃশ্যপট বদলে যায় যখন তারা জিমের লোহার রাজ্যে প্রবেশ করে। সেখানে আরমানের গল্পের তুবড়ি থেমে যায় তৌফিকের ভারোত্তোলনের হুংকারে। তৌফিক যখন একের পর এক ডাম্বেল তোলে, তার পেশির প্রতিটি ভাঁজে ফুটে ওঠে শৃঙ্খলা। আরমান তখন হাসাহাসি করে তৌফিকের এই 'লৌহ-প্রেম' নিয়ে, আর নূর এক কোণে দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে দেখে- মানুষের শরীর আর মনের শক্তি কত ভিন্ন হতে পারে!

একদিন পিটি (PT) ক্লাসের সময় অসাবধানতাবশত পা মচকে পড়ে যায় নূর। যে ছেলেটা কোনোদিন মুখ ফুটে কিছু চায়নি, সে সেদিন যন্ত্রণায় নীল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাকে এক মুহূর্তের জন্য একা হতে দেয়নি তার দুই রুমমেট।

বিশালদেহী তৌফিক যেন নূরকে তুড়িতে তুলে নিল নিজের কাঁধে। ডরমিটরির রুমে এনে পরম মমতায় বরফ সেঁক দেওয়া থেকে শুরু করে ওষুধ খাইয়ে দেওয়াড়সবটাই করল তৌফিক। আর আরমান? সে তখন নূরের শিয়রে বসে রাজ্যের যত আজগুবি আর মজার গল্প শুনিয়ে নূরের যন্ত্রণাকে ভুলিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। নূরের চোখের কোণে সেদিন চিকচিক করে উঠেছিল কৃতজ্ঞতার জল। সে বুঝল, গুণের বিচার মাইক্রোস্কোপ দিয়ে হয় না, হয় হৃদয়ের টান দিয়ে।

একাডেমির টানা পরীক্ষার চাপে যখন সবাই দিশেহারা, তখন এই তিন রুমমেট হয়ে ওঠে একে অপরের ঢাল। আরমান তার ক্ষুরধার মেধা দিয়ে জটিল বিষয়গুলো সহজ করে বুঝিয়ে দেয়। তৌফিক তার নিখুঁত নোটগুলো ভাগ করে নেয় সবার সাথে। এমনকি অন্তর্মুখী নূরও তার নিরবচ্ছিন্ন সাধনায় তৈরি করা ছোট ছোট তথ্যগুলো বন্ধুদের টেবিলে রেখে আসে। এই আদান-প্রদান কেবল তথ্যের ছিল না, ছিল বিশ্বাসের।

এরই মাঝে একদিন জিমের ক্লান্তি শেষে রাতে তিন বন্ধু যখন আড্ডায় বসেছে, তখন ওঠে এক মজার প্রসঙ্গ। ধার্মিক এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ তৌফিক হুট করেই তার বিয়ের গুরুদায়িত্ব তুলে দেয় আরমান-এর কাঁধে। সে গম্ভীর মুখে ঘোষণা করে, "আরমান ভাই, আপনার কথার জাদুতে তো পাথরও গলে। আমার জন্য এমন এক পাত্রী খুঁজে বের করেন , যে আমার জিমের রুটিন আর ধর্মকর্ম দুটোকেই সামলাতে পারবে!"

আরমান তো হাতে স্বর্গ পেল! সে হাসতে হাসতে জবাব দেয়, " তুই শুধু জিম কর আর দোয়া কর। পাত্রী এমন আনব যে তোর প্রোটিন শেক আর তসবিহড়দুটোই একসাথে গুছিয়ে রাখবে!" নূর এই খুনসুঁটি দেখে আড়ালে মুচকি হাসে।

এভাবেই খুঁনসুটি, মায়া আর ত্যাগের রঙে রাঙানো এই তিন রুমমেটের দিনগুলো এগিয়ে চলে।

দ্রোহ চতুষ্টয়

রাশেদ মিনান রাব্বী
সহকারী কর কমিশনার (৪১তম বিসিএস)

সেলুকাস

ওরা বলতো,
পৃথিবীটা গোল,
কমলালেবুর মতো দুপাশে একটু চাপা।
অনেক পরে বুঝেছিলাম-
কমলার কোয়ার মতো নরম ছিল না-
পৃথিবীটা কোনকালেই।
ওরা বললো না...

ওরা বললো না,
এই শহরেই কোথাও,
অথবা আশেপাশে,
দেয়ালবিহীন এক চিড়িয়াখানা আছে-
যেখানে হরিণের কম্পমান হৃদয়ের মূর্ছনা
হায়েনার মুচকি হাসিতে যোগায়
নখে শান দেবার স্পৃহা।

ওরা বললো না,
এই শহরে এক প্লাটফর্ম থেকে
ছেড়ে যায় বিভেদের ট্রেন-
যেখানে-
ফার্স্টক্লাস, সেকেন্ডক্লাস,
শোভন, দাঁড়ানো...
এমনকি শুয়ে পড়া সিটিজেনদের
সীল সম্বলিত টিকিট বিক্রি হয় হরদম।
গাড়িটা চলে খুব সস্তায় কেনা তেলে

ওরা বললো না...
এই শহরের খবরের কাগজে,
রোজ নিয়ম করে ঘোষিত হয়
ভালোবাসার অকাল প্রয়াণ,
শেষ পৃষ্ঠার অনাদরে ছাপা
শোক সংবাদ...

ওরা বললো না,
এই শহরের ঠিক মাঝখানে,
মনুমেন্টের নিচে চলে
অবিরাম এক কার্নিভাল,
যোখানে ক্লান্ত ক্লাউন
তার মৃত মেয়ের লাশের ওপর দাঁড়িয়ে,
লোক হাসায়, আর...
প্রথম সারিতে বসে,
করতালিতে ফেটে পড়ে সেলুকাস।
ওরা কিছু বলেনি...

মেটামরফোসিস

সহস্র সূক্ষ্ম তন্তু গায়ে গায়ে পরতে পরতে পাকিয়ে,
একটু একটু করে গড়ে ওঠে যে কুটিল জটিল রজ্জু?
তার ঠিক ওপরে দাঁড়িয়ে খেলা দেখাই,
আমি দড়াবাজিকর ;

নৈতিকতার দন্ড হাতে কখনো ডানে, কখনো বায়ে,
ডান বা বাঁপন্থী বাতাসে ঠেকাই সপাট পতন,
নিশ্চিত করি সাম্যাবস্থান।

ব্রহ্মাণ্ডের আদি খেলায় সাম্যাবস্থানই তো শেষ কথা।
সাম্যাবস্থান? নাকি সাম্য? নাকি অবস্থান?
অবিনশ্বর আরশোলার মত?

রজ্জুর ঠিক নিচে সহস্র চোখ অতি ধীরে সন্তর্পণে
পিষে যেতে যেতে, উপভোগ করে সে দড়াবাজি খেলা -
তারা পিষে যেতে থাকে, পিষে যাবার আসক্তিতে,
তারা টিকে যায় থেকে, টিকে থাকার ব্যাধিতে,
অবিনশ্বর আরশোলার মত।

আর তাই
অদ্ভুত সে চোখের তলদেশে ক্রমশ ওঠে গজিয়ে
আরশোলা শরীর, আরশোলা পাখনা ;
যে পাখনা মেলে তারা শূন্যে উড়ে যায়
ফুঁড়ে অদৃশ্য ঢাকনা, আমার নৈতিকতার দন্ড বেয়ে।

ভাইরাস

সর্বগ্রাসে যদি সুখ পাওয়া যেতো- তবে এই বক্ষাণ্ডে
সুখের সেরা উদাহরণ হতো-
ভাইরাস।

ভাইরাস-
একটা এমন সত্তা,
যার নেই ভালোবাসার প্রয়োজন,
নেই অনুমতির দরকার।
শুধু প্রবেশ করে...
ছড়িয়ে পড়ে...
দখল করে।

চাইলেই সে ঠেলে দিতে পারে-
পুরো দুনিয়াকে,
এক নিঃসঙ্গ, নির্বাক, দীর্ঘস্থায়ী
কোয়ারান্টাইনে।

তবু বলো তো...
এমন মহাক্ষমতা কি কখনো
আনতে পারে ভালোবাসা?

ভালোবাসা কি দাবিতে আসে?
নাকি বিনয়ে...
বাৎসল্যে...
ছুঁয়ে যায় নিঃশব্দে?

তুমি ভাবো- তোমার এক ছটাক ছল,
আর তিন ছটাক ভয়ে-ভরা শ্রদ্ধাই
হলো ভালোবাসা!

তুমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলো,
"এ তো আমি! আমি তো প্রেম!"
যেমন নারসিসাস দেখেছিলো
জলে- নিজের প্রতিবিম্বে;
আর ভেবেছিলো,
এটাই প্রেম।

তুমি রাজা হতে পারো-
ফেরাউন কিংবা নমরুদের মতো,
এক নিঃসঙ্গ কোয়ারান্টাইনের।

কিন্তু সেখানে কেউ নেই-কেউ না-
যে তোমার চোখে চোখ রেখে বলবে:
"আমি আছি।"

চোখের দিকে তাকাও ভালো করে-
আজ আর কোনো শ্রদ্ধা নেই।
আর তুমি?
সঙ সেজে কাটাও দিন,
অজানা এক ভয়ে,
নিজেরই ছায়া হয়ে;
প্রতিফলিত মুখোশে কেবলই শূন্যতা....

বিস্মৃতি

খুব বেশি না, একশ বছর আগে ফিরে গেলে
আজো বাতাসে শুনতে পাই নরপিশাচের কণ্ঠ
জেনারেল রেক্স ডায়ার,
কৃষ্টির কুহেলিকায় চাপা দেওয়া পাশ্চাত্যের বর্বরতা
আকাশ কাঁপিয়ে অবিরাম বলে চলেছে-
"ফায়ার",

মাত্র দেড়শ বছর আগের বাতাসে ভাসে
ঝুলে থাকা সিপাহীর পচা লাশের গন্ধ ...
রক্তের দাগ মিশে যায় নিপুণ সুরে, শিল্পে সাহিত্যে
সব মুছে যায়- চোখে ভার্চুয়াল চশমা ;
এশিয়া- ওশেনিয়া - আফ্রিকা- আমেরিকা ,
ঔপনিবেশিক বর্বরতার স্বর্ণশিখর পেরিয়ে
শোষণের ধনে চলছে ঠি কাদারি সভ্যতার -
সভ্যতা আজ অন্ধ ...

গালভরা প্রাতিষ্ঠানিক নামে
মানবতাবাদের বেশাতি চলছে,
দফায় দফায় চায়ের টেবিলে চলছে
লোক দেখানো বৈঠক- দেখে হাসি পায়...

দেন দরবার করে চলেছে ছোট্ট শিশুর লাশের উপর
-
আর সে ছোট্ট শিশুটি ফিলিস্তিনের- দেখে কষ্ট হয়...

একটি নয় দুটি নয় তিয়াত্তরটি বছর!
বোম বন্দুক আর সাঁজোয়াযানের আক্রোশে
জ্বলছে আগুন, জড়ো হচ্ছে লাশের স্তুপ ...
অথচ প্রতিবেশিরা সে আগুনে হাত সেঁকে চলেছে
আর করছে লোক দেখানো বিলাপ- দেখে ঘৃনা
হয়...

এক যুগ আগেও এসব দেখে কেঁদেছি কত
আজ আর আমি কাঁদি না -
কারণ সয়ে গেছে হয়ত
শুকিয়ে গেছে নিঃসরণ...

আমি কাঁদি না কারণ
আমি বিশ্বাস করি
পৃথিবীর সকল প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ পাবে একদিন
ফিলিস্তিন শিশুটির মত...

জয়ের আনন্দ ক্ষণস্থায়ী ;
আমি কাঁদি না কারণ
আমি বিশ্বাস করি নশ্বর এ চরাচরে
সব কিছুর পতন হয় একদিন...

মিশর- মংগোল- মায়া- সিন্ধু-
মেসোপটেমিয়া- গ্রীস কিংবা রোম-
টিকে আছে কি কেউই?

অথচ বার বার ভুলে যায় তারা,
চিরস্থায়ী নয় কোন কিছুই;
না দুঃখ, না আনন্দ; না সুখ, না সভ্যতা ...

কর ব্যবস্থার আদ্যোপান্ত

ইয়াসির আরাফাত
সহকারী কর কমিশনার (৪১তম বিসিএস)

ট্যাক্স' শব্দটির উৎস বেশ প্রাচীন। ল্যাটিন শব্দ 'Taxare (ট্যাক্সার) থেকে ইংরেজি 'Tax' শব্দটির উৎপত্তি। ল্যাটিন ভাষায় 'Taxare শব্দের অর্থ হলোড় 'মূল্য নির্ধারণ করা', 'মূল্যায়ন করা' বা 'হিসাব করা'। প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যে যখন জনগণের সম্পদের ওপর ভিত্তি করে তাদের প্রদেয় অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করা হতো, তখন এই 'Taxare শব্দটি ব্যবহার করা হতো। বাংলা 'কর' শব্দটি মূলত সংস্কৃত থেকে এসেছে। সংস্কৃত 'কর' শব্দের একাধিক অর্থ আছে, যার একটি হলো 'হাত' (যেমন: করমর্দন)। প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক অর্থে, প্রজাদের কাছ থেকে রাজা বা রাষ্ট্র যে অংশটি গ্রহণ করত, তাকে 'কর' বলা হতো। এর একটি সূক্ষ্ম অর্থ হলো- প্রজার আয়ের যে অংশটি রাষ্ট্রের 'হাতে' অর্পণ করা হয়।

কর হলো রাষ্ট্রকে দেওয়া একটি বাধ্যতামূলক অবদান, যা সরকার কর্তৃক জনস্বার্থে সম্পাদিত কাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য নেওয়া হয় এবং এর বিনিময়ে করদাতা সরকারকে কোনো বিশেষ সুবিধা দেওয়ার দাবি করতে পারে না। দেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি কর ব্যবস্থা। কর ব্যবস্থা একটি রাষ্ট্রের অপরিহার্য রাজস্ব উৎস, যা দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন (রাস্তা, সেতু, বিদ্যুৎ), শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও প্রতিরক্ষা খাতে অর্থায়ন নিশ্চিত করে। এটি অর্থনৈতিক বৈষম্য কমিয়ে ধনী-গরিবের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা, সরকারি ব্যয় নির্বাহ এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। করের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং চাহিদাকে প্রভাবিত করে অর্থনীতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করা হয়। নিজস্ব কর ব্যবস্থা শক্তিশালী হলে বিদেশী ঋণ বা সহায়তার উপর নির্ভরশীলতা কমে, যা দেশের সার্বভৌমত্ব ও আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করে। সহজ কথায়, একটি সমৃদ্ধ ও উন্নত জাতি গঠনে কর ব্যবস্থা অপরিহার্য।

এই প্রবন্ধে আলোকপাত করা হবে আদিকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত কর ব্যবস্থার ইতিহাসের উপর

প্রাচীনযুগের কর ব্যবস্থাঃ

প্রাচীনকালে কর টাকা দিয়ে নয়, বরং শস্য, গবাদি পশু বা শ্রমের মাধ্যমে দেওয়া হতো। মিশরের ফারাওরা বছরে দুইবার পুরো দেশ ভ্রমণ করে জনগণের কাছ থেকে শস্য ও গবাদি পশু কর হিসেবে নিতেন। এটিই বিশ্বের প্রাচীনতম কর ব্যবস্থার একটি। মেসোপটেমিয়া বা সুমেরীয় সভ্যতায় করের নাম ছিল 'বালা' (Bala)। মানুষ মন্দির এবং রাজাকে কর হিসেবে কৃষিপণ্য দিত। প্রাচীন গ্রিসে যুদ্ধের সময় গ্রিকরা 'আইসফোরা' (Eisphora) নামক কর দিত। তবে শান্তি ফিরে আসলে সেই কর বন্ধ করে দেওয়া হতো।

প্রাচীন ভারতবর্ষের কর ব্যবস্থাঃ

ইতিহাসবিদ ও গবেষকদের মতে ভারতবর্ষে কর আরোপ হয় ২ হাজার ৪০০ বছর আগে। উপমহাদেশে ভূমি বা তার উৎপাদনের সাথে সম্পর্কযুক্ত কর প্রাচীনকাল থেকে সুবিদিত। বৈদিক যুগের (খ্রিস্টপূর্ব ২০০০-১৫০০ অব্দ) প্রথম দিকে রাজশক্তি সুগঠিত ছিল না এবং করারোপ ছিল সাময়িক ও ঐচ্ছিক। 'বলি' শব্দটির উদ্ভব হয়েছে দেবতাদের কৃপা লাভের জন্য স্বেচ্ছায় কিছু উৎসর্গ করার অর্থে, যা পরবর্তী সময়ে স্বেচ্ছায় রাজাকে কমবেশি প্রদত্ত উপহার ও কর বোঝাতে ব্যবহৃত হতো।

ভারতবর্ষের রাজারা ২৪০০ বছর আগে কর নিয়ে কেন এত চিন্তা করতে গিয়েছিলেন? উত্তর পাওয়া যায় সেই সময়কার আমাদের অর্থনীতিতে। প্রায় ১৫০০ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর ধনী দেশের নাম ছিল ভারত (বাংলাদেশ তার অন্তর্ভুক্ত)। পৃথিবীর মোট দেশজ উৎপাদনের অর্ধেকের চেয়ে বেশি উৎপাদন হতো যুগ্মভাবে ভারত ও চীনে। অর্থনৈতিকভাবে উন্নত ভারত ও চীন তখন কর ব্যবস্থায় নজর দিয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল কর ব্যবস্থায় পরিবর্তন করে রাজার হাতকে শক্তিশালী করা। কারণ সেই সময়ে কর দিয়ে সেসব সেবার ব্যবস্থা করা হতো যাতে প্রজাদের সমৃদ্ধি হয়। তারা গড়ে তুলেছিলেন শক্তিশালী প্রতিরক্ষা, বিচার ব্যবস্থা ও অপরাধ দমনমূলক ব্যবস্থা। ফলাফল ছিল একটি দক্ষ ও সমৃদ্ধ দেশ।

আদি অর্থনীতির প্রতিষ্ঠাতা কৌটিল্য যিনি বিশ্বে প্রথম কর ব্যবস্থাপনার একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা দিয়েছিলেন। তার মতে প্রায় ২ হাজার ৪০০ বছর আগে কর ছিল চার প্রকার- কৃষকের উৎপাদনের ওপর কর, ব্যবসার ওপর কর, কারিগরের কাজের ওপর কর ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর কর। কর ছিল উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর, যে সম্পদ ব্যবহার করে আরো সম্পদ উৎপাদন করবে তারই ওপর কর বসবে। কৌটিল্য তার অর্থশাস্ত্রে বলেছেন সরকার কর আরোপ করবে দেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির জন্য। তিনি কর আরোপের পাঁচটি নীতি অনুসরণের কথা বলেছিলেন। প্রথমত, কর হবে ন্যায্যতা ও সমতার ভিত্তিতে। তিনি বলেন, কর যদি মানুষকে দরিদ্রতর করে ফেলে তাতে সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের অসন্তোষ বাড়বে। দ্বিতীয়ত, করদাতার সুবিধাজনক সময়ে কর সংগ্রহ করা উচিত। প্রাচীন ভারতে কর ছিল উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ যখন কৃষক গোলায় ধান পাবে তখনই কর সংগ্রহ করা হতো। উদ্দেশ্য ছিল কর প্রদানের ক্ষেত্রে করদাতা যেন তা জবরদস্তি মনে না করে। তৃতীয়ত, নিশ্চয়তা ও স্থিতিশীলতা থাকতে হবে। করহার কখনই ইচ্ছামতো পরিবর্তন করা যাবে না। এতে করের প্রতি বিশ্বাসযোগ্যতা কমবে এবং জনগণ কর দিতে নিরুৎসাহিত হবে। এ ব্যবস্থার ফলে দেশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে স্থিতিশীলতা বাড়বে। চতুর্থত, কর আদায়ের খরচ ন্যূনতম হওয়া উচিত। কৌটিল্য দুর্নীতি রোধ করতে এবং সর্বোচ্চ পরিমাণ রাজস্ব রাষ্ট্রীয় কোষাগারে পৌছা নিশ্চিত করার জন্য একটি সুবিন্যস্ত ও দক্ষ কর প্রশাসনের পক্ষে ছিলেন। পঞ্চমত, কৌটিল্য কর ব্যবস্থায় নমনীয়তার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছিলেন এবং সেখানে যুদ্ধ বা দুর্ভিক্ষের মতো জরুরি পরিস্থিতিতে রাজাকে অতিরিক্ত কর আরোপের অনুমতি দেয়া হয়েছিল। তবে এগুলো ছিল অস্থায়ী ব্যবস্থা এবং রাজাকে জনগণকে এ ধরনের করের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করার পরামর্শ দেয়া হয়েছিল।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র অনুযায়ী, রাজা কৃষিজ উৎপাদনের একটি যুক্তিসংগত অংশ- সাধারণত এক-ষষ্ঠাংশ কর হিসেবে আদায় করতে পারতেন, যাতে শোষণ ছাড়াই রাষ্ট্রের ভরণপোষণ নিশ্চিত হয়। মৌর্য সাম্রাজ্যে প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা ও সুসংগঠিত হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে (অর্থশাস্ত্র, দ্বিতীয় খণ্ড) এসব নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। সাধারণভাবে রাজা প্রজাদের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রাজস্ব আদায় করতেন; ব্যবসায়ীদের যুদ্ধ ব্যয় নির্বাহের জন্য এককালীন অনুদান দিতে হতো। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের শিলালিপি ও সাহিত্যিক সূত্রে 'রাজস্ব', 'সর্দেশমুখ' প্রভৃতি পরিভাষার ব্যবহার দেখা যায়, যা সে সময় রাজাদের আরোপিত বিভিন্ন ধরনের করকে নির্দেশ করে। এমনকি ধর্মের উপর কর আরোপের দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। কৌটিল্যীয় অর্থশাস্ত্র (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩২১-৩০০ অব্দ) অনুসারে সর্বোচ্চ সমাহর্তা (রাজস্ব কর্মকর্তা) সাতটি স্থান পর্যবেক্ষণ করতেন এবং সেখান থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করতেন। এ সাতটি স্থান হলো দুর্গবেষ্টিত নগরী, গ্রামাঞ্চল, খনি, সেচ, বন, পশুপালন এবং বাণিজ্যপথ। এগুলির মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ভূমির ওপর প্রযোজ্য কতিপয় করের, যেমন স্বত্ব (রাজভূমিজাত

পণ্য থেকে সংগৃহীত রাজস্ব), ভাগ (ব্যক্তিগত ভূমিজাত পণ্যের এক-ষষ্ঠাংশ), বলি (উপহার বা চাহিদা হিসেবে রাজপ্রাপ্তি), কর (ফল ও বৃক্ষ থেকে রাজাকে প্রদত্ত পর্যাবৃত্ত কর) ইত্যাদি। বাণিজ্যের উপর কর (শুল্ক, টোল), কারিগরি পেশা এবং বন ও খনির মতো প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণে কর আরোপের মাধ্যমে রাজস্বভিত্তি সম্প্রসারিত হয়, যা একটি বহুমুখী রাজস্ব ব্যবস্থার প্রতিফলন।

কৌটিল্যর প্রায় ২ হাজার ২০০ বছর পর অ্যাডাম স্মিথ কর আরোপের চারটি মূলনীতির কথা বলেছেন- ক. ন্যায্যতা ও সমতা খ. সুবিধা গ. নিশ্চিততা ও স্থিতিশীলতা এবং ঘ. অর্থনীতি ও দক্ষতা।

সুলতানী ও মোগল আমলে ভারতবর্ষের কর ব্যবস্থাঃ

ইতিহাস গবেষক ও বিশ্লেষকরা বলছেন ভারতের মুসলিম শাসনামলে (১২০৬-১৭৫৭) প্রাচীন কালের ভূমির ওপর করারোপের পদ্ধতির তেমন পরিবর্তন হয়নি, তবে করের পরিমাণ কখনও উৎপাদিত পণ্যের এক-তৃতীয়াংশে, কখনওবা অর্ধাংশে বৃদ্ধি করা হয়েছিল। সুলতানি ও মুঘল আমলে অমুসলিমদের ওপর জিজিয়া কর এবং ভূমি রাজস্ব (খারাজ) প্রধান ছিল। মুঘল আমলে বাংলা অঞ্চল হিজরি সনে পরিচালিত হতো। তখন বাংলা ছিল কৃষি প্রধান অঞ্চল। ফলে খাজনা দেয়াসহ নানা কাজে বছরের শুরুটা হিসাব করতে সমস্যা হতো। এ কারণে সম্রাট আকবর তখন বাংলা সন প্রবর্তন করেন, যার শুরু পহেলা বৈশাখ দিয়ে। গবেষকরা বলছেন, সম্রাট আকবরের বঙ্গাব্দ সন চালু, কৃষকদের কর দেয়ার সাথে সম্পর্কিত ছিল। পরবর্তীতে মুঘল সম্রাট আকবরই ভূমি রাজস্ব পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসেন। সামগ্রিক রাজস্ব ব্যবস্থাকে সাজাতে ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে রাজা টোডরমলকে দেওয়ান পদে নিয়োগ দেন তিনি। রাজা টোডরমল কয়েক প্রকার ভূমি রাজস্ব চালু করেন। জাবতি, গালাবক্স এবং নাসক প্রথা এদের মধ্যে অন্যতম। তবে জাবতি ব্যবস্থার জন্যই রাজা টোডরমল রাজস্ব ব্যবস্থায় ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। এই ব্যবস্থায় নগদ অর্থে রাজস্ব দেয়া যেত। জমির উৎপাদনের হার বাড়লে রাজস্বও বাড়তো। এ ব্যবস্থায় জমিকে সরেশ, মাঝারি, নিরেশ এই তিন ভাগে ভাগ করে প্রতি বিভাগের ১০ বছরের মোট উৎপাদনের গড় করে সেই গড় উৎপাদনের তিনভাগের একভাগ ছিল সরকারি ভূমি রাজস্ব। এ পদ্ধতির আরো পরিণত রূপ ছিল নাসক ব্যবস্থা। কারণ জাবত ব্যবস্থায় প্রতি বছর জমি জরিপ জটিলতার সৃষ্টি করতো। এ সমস্যার সমাধান করা হয় নাসক রাজস্ব ব্যবস্থায়।

ব্রিটিশ আমলে কর ব্যবস্থাঃ

আয়কর এই অঞ্চলে নিয়ে এসেছিল ব্রিটিশরাই। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের সময় ব্যয় বেড়েছিল অনেক। ইংরেজদের কোষাগারে প্রচণ্ড অর্থসংকট দেখা দেয়। সেই ঘাটতি পূরণেই ১৮৬০ সালে প্রথম আয়কর চালু করা হয়। জেমস উইলসন ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশে আধুনিক করব্যবস্থার সূচনাকারীদের অন্যতম এবং ব্রিটিশ ভারতের প্রথম অর্থমন্ত্রী। ১৮৫৯ সালে তাঁকে ব্রিটিশ ভারতের অর্থমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। জেমস উইলসনই ১৮৬০ সালে আইনসভায় আয়কর বিল উত্থাপন করেছিলেন, পরে তা আইনসভায় পাস করেন ইংরেজ শাসকেরা। এটি ছিল ভারতবর্ষের প্রথম আধুনিক আয়কর আইন। এই আইনই ভারতে আধুনিক, বিধিবদ্ধ ও নিয়মিত আয়কর ব্যবস্থার সূচনা করে।

উইলসনের প্রবর্তিত আয়কর ছিল আয়ের উপর ভিত্তিশীল, শ্রেণিবদ্ধ ও আইনসম্মত। এর মাধ্যমে কর আরোপ একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় এবং কর প্রশাসনে নিয়মতান্ত্রিকতা আসে। যদিও করের হার তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল এবং জনগণের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল, তবুও এটি ভারতীয় রাজস্ব ব্যবস্থার ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত। সেই আয়কর আইনে ২০০ টাকা

পর্যন্ত বার্ষিক আয়করমুক্ত ছিল। তখন ২০০ থেকে ৪৯৯ টাকা পর্যন্ত ২ শতাংশ এবং এর বেশি আয় হলে ৫ শতাংশ হারে কর দিতে হতো। আর কৃষি খাতের আয় ৬০০ টাকা পর্যন্ত করমুক্ত ছিল। আয়কর আইন ১৮৬০ চালুর পরের পাঁচ বছর আয়কর আইনটি বলবৎ ছিল। এই সময়ে আয়কর আইনটি নিয়ে জনগণের ব্যাপক সমালোচনার মধ্যে পড়ে। সরকারও উপলব্ধি করে, সিপাহি বিপ্লবের পরের যে আর্থিক সমস্যা ছিল, এর প্রায় সমাধান হয়ে গেছে। তাই আয়কর আইনটির আর প্রয়োজন নেই। পরের দুই বছরের জন্য আইনটি স্থগিত করা হয়। কিন্তু ১৮৬৭ সালে এসে আবার বাজেট ঘাটতিতে পড়ে তৎকালীন সরকার। তখন বাধ্য হয়ে ভারতের আইনসভা আবার আরেকটি আয়কর আইন করে। তখন করের হার হ্রাস করে ১ দশমিক ৬০ শতাংশ করা হয়। আর ৫০০ টাকা পর্যন্ত করমুক্ত করা হয়। এই আইনে কৃষি খাতের আয়কে করমুক্ত রাখা হয়। আইনটিও ১৮৭৩ সালে বাতিল করা হয়। ১৮৭৭-৭৮ সালে দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে আবারও আইনটি বলবৎ করা হয়। এই সময়ে ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স নিলে কর দিতে হতো।

পরে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত নানা ধরনের সংশোধনের পর ওই আয়কর আইনে কর আদায় করা হতো। তবে ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সালের প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারতীয় উপমহাদেশের অর্থনীতি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে ইংরেজরা নতুন আয়কর আইনটি ব্যাপকভাবে সংশোধন করে। করের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তখন বছরে আয় ১০০০ থেকে ২০০০ টাকা হলে টাকায় ৪ পাই; ২০০১ থেকে ৫০০০ টাকার ওপর টাকায় ৫ পাই; ৫০০১ থেকে ১০০০০ টাকা পর্যন্ত টাকায় ৬ পাই; ১০০০১ থেকে ২৫০০০ টাকা পর্যন্ত টাকায় ৯ পাই এবং ২৫০০০ টাকার বেশি হলে টাকায় ১২ পাই কর নেওয়া হতো। ইংরেজ আমলে সুপার ট্যাক্স চালু করা হয় ১৯১৭ সালে। তখন বছরে ৫০ হাজার টাকার বেশি আয় হলে সুপার ট্যাক্স দিতে হতো।

তবে রাজস্বসংক্রান্ত সব কটি আইনকে এক করে ১৯২২ সালে প্রথমবারের মতো একটি পূর্ণাঙ্গ আয়কর আইন প্রণয়ন করে ইংরেজ সরকার, যা আয়কর আইন ১৯২২ নামে পরিচিত। এই সময়ে একটি রাজস্ব বোর্ডও গঠন করা হয়। কর কমিশনার, সহকারী কর কমিশনার, আয়কর কর্মকর্তা- এসব পদ সৃষ্টি করা হয়।

পাকিস্তান আমলে কর ব্যবস্থাঃ

১৯২২ সালের আয়কর আইন ভারত বিভাগের পর ভারত এবং পাকিস্তান উভয়ই দেশে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। এটি ব্রিটিশদের তৈরি করা আইন হলেও পাকিস্তান সরকার তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী এতে বিভিন্ন সংশোধনী আনত। মূলত উচ্চবিত্ত এবং বড় শিল্প মালিকদের আয় থেকে কর সংগ্রহের লক্ষ্য থাকলেও দুই অংশের ব্যবধান ছিল ব্যাপক। তৎকালীন পাকিস্তানের মোট আয়করের একটি বিশাল অংশ আসত পূর্ব পাকিস্তান থেকে, কারণ এখানকার পাট ও চা শিল্প ছিল অত্যন্ত লাভজনক। কিন্তু সংগৃহীত এই অর্থের সিংহভাগ ব্যয় করা হতো পশ্চিম পাকিস্তানে। সেই সময়ে অনেক বড় কোম্পানির ব্যবসা পূর্ব পাকিস্তানে থাকলেও তাদের প্রধান কার্যালয় বা 'রেজিস্টার্ড অফিস' ছিল করাচি বা লাহোরে। ফলে তাদের করের হিসাব পশ্চিম পাকিস্তানের কোষাগারে জমা হতো, যা পূর্ব পাকিস্তানের রাজস্ব আয়ে বড় ঘাটতি তৈরি করত। শিল্পায়নের নামে পাকিস্তান সরকার 'ট্যাক্স হলিডে' বা কর অবকাশ সুবিধা চালু করেছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পপতিরা এই সুবিধার মাধ্যমে কয়েক দশক ধরে কোনো কর না দিয়েই বিশাল মুনাফা অর্জন করেছেন। অপরদিকেপূর্ব পাকিস্তানের স্থানীয় উদ্যোক্তারা আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে এই সুবিধা খুব কমই পেতেন। পূর্ব পাকিস্তান ছিল কৃষিপ্রধান, আর

পশ্চিম পাকিস্তান ছিল শিল্প ও ব্যবসা কেন্দ্রিক। পূর্ব পাকিস্তানের কৃষকদের ওপর বিভিন্ন পরোক্ষ কর ও খাজনার চাপ বেশি ছিল। অন্যদিকে, পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিপতিদের জন্য আয়কর হারের ক্ষেত্রে নানা ধরণের ছাড় বা 'এক্সেমশন' বা কর অব্যাহতি দেওয়া হতো। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন ৬ দফা দাবি পেশ করেন, তখন কর ব্যবস্থার এই অবিচার বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়। ৬ দফার অন্যতম দাবি ছিলড় "রাজস্ব বা কর ধার্য করার ক্ষমতা থাকবে কেবল অঙ্গরাজ্যগুলোর হাতে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিজস্ব কোনো কর ধার্য করার ক্ষমতা থাকবে না।" এটি ছিল সরাসরি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় কর শোষণের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে থেকে বর্তমান সময়ের কর ব্যবস্থাঃ

১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশেও আয়কর আইন ১৯২২ গ্রহণ করা হয় এবং রাষ্ট্রপতির এক আদেশে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) গঠন করে সরকার। ১৯৮৪ আয়কর অধ্যাদেশ বলবৎ পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ৬২ বছর এ আইন বাংলাদেশে বলবৎ ছিল। বাংলাদেশে রাষ্টপতির আদেশ ১৯৮৪ সালে (রাষ্টপতির অধ্যাদেশ নং-৩৬) বলে INCOME TAX ORDINANCE ১৯৮৪ যা ১৯৮৪ সালের ১লা জুলাই থেকে কার্যকর করা হয়। ১৯৮৪ সালের অধ্যাদেশটি ২৩ অধ্যায় ও ১৮৭টি ধারা ছিল। প্রয়োজনে অধ্যাদেশটি সময় সময় এসআরও (SRO) এর মাধ্যমে পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন করা হতো।

পরবর্তীতে ৩৯ বছর পর ২০২৩ সালে 'আয়কর আইন ২০২৩' প্রবর্তন করা হয়। সংসদ কর্তৃক গৃহীত আইনটি ০৮ আষাঢ়, ১৪৩০ মোতাবেক ২২ জুন, ২০২৩ এ আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয় এবং আইনটি ১লা জুলাই ২০২৩ থেকে বলবৎ হয়েছে। এ আইন সাংসদরা সংসদে বসে বিভিন্ন বিষয়/ধারা আলোচনা করে সংযোজন, পরিবর্তন এবং জনমতের ভিত্তিতে সর্বসম্মতিক্রমে আইনটি পাস করা হয়। এ আইনটিতে ২৫টি অংশ ৩৪৫টি ধারা ও ৮টি তফসিল রয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রায় ৩৫০০ জন কর্তকর্তা ও ১১০০০ জন কর্মচারী এ আইনটি বাস্তবায়নে নিয়েজিত থেকে প্রতিনিয়ত রাজস্ব আহরন করে চলেছেন এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দেশের মোট রাজস্বের প্রায় ৯৫-৯৬ শতাংশের যোগানে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

নতুন আয়কর আইন, ২০২৩ বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ও সংশোধন আনা হয়েছে। এই আইনে কর আদায় পদ্ধতি সহজীকরণ, বিনিয়োগ ও ব্যবসায়ীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, আধুনিক ডিজিটাল পদ্ধতি অনুসরণ, করদাতাবান্ধব কর ব্যবস্থা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠাকরণ, ডিজিটাল অডিট ব্যবস্থা প্রনয়ন, ব্যবসা পুনর্গঠন সংক্রান্ত বিধানযুক্তকরণ, কর ফেরত ব্যবস্থা প্রণয়ন এবং আর্ন্তজাতিক মান অনুসরণ, একটি ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত কর ব্যবস্থা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে ।

এই ছিল কর ব্যবস্থার আদ্যোপান্ত। প্রচলিত আইনগুলোর মধ্যে আয়কর আইনেই ধারাবাহিকভাবে প্রতিবছর পরিবর্তন, পরিমার্জন, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে করবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়। যার ফলে কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে ধনী-দরিদ্রের সমতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি শক্তিশালী অর্থনীতি অর্জন করা সম্ভব হবে এবং এটাই আয়কর ব্যবস্থার মূলনীতি।

কাঙ্ক্ষিত বসন্ত

মোহাম্মদ আরমান হোসেন
সহকারী কর কমিশনার (৪৩তম বিসিএস)

একটা ভোর অতি কাঙ্ক্ষিত হবে,
পর্দা সরতেই আলো এসে ছুঁয়ে দিবে।
সদা বিরক্তি ভাবটা থাকবেনা।
আয়োজন করে স্নান শেষে
তোমার আর্দ্র গোছানো চুলে ফুল গুঁজে দিব।
একটা স্নিগ্ধতা নিয়ে সকালটা এগোবে।

সেদিন সত্যিই বসন্ত নামবে
সদ্য প্রস্ফুটিত কৃষ্ণচূড়ার বেশে।

কাঁচা মিষ্টি রোদ হেসে খেলে আচঁড়ে পড়বে গায়ে।
রিকশায় চেপে পাখির মতন মুক্ত হব।

দুপুর গড়াবে,
কোন এক রেস্তোরায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে,
ভুরিভোজ শেষে আড্ডা হবে।

সেদিন সত্যিই বসন্ত নামবে।
বাসমতির চালের সুগন্ধ ব্যাপনে।

এরপর
একটা বিকেল সন্ধ্যে হবে,
দিগন্তে সূর্য বিক্ষেপণকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে লাল আভা ছড়াবে।
হাতে হাত রেখে, সেবেলা,
তুমি পাশে থাকবে।

বসন্ত সেদিন সত্যিই নামবে, আমাদের শাড়ি পাঞ্জাবি ছুঁয়ে।

একটা রাত ধীর পায়েতে হাজির হবে,
চাঁদ হতে দড়ি ফেলে দিব,
তুমি দোল খাবে,
আর
জ্যোৎস্নায় করবে স্নান।

সেই রাতে সত্যিই বসন্ত নামবে,
তোমার আমার অনুভূতি ছুঁয়ে।

বিশেষ কুইজ- নামজট

নীলাক্ষি রতন মন্ডল
সহকারী কর কমিশনার (বিভাগীয় কর্মকর্তা)

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিন, সর্বোচ্চ সংখ্যক সঠিক উত্তর দাতা পাবেন নিজ খরচে বিদেশ যাওয়ার সুযোগ!

১। নামেই স্যার -

ক) Poresh খ) Raihan গ) Yeasir ঘ) Nijhum

২। কখনও যাওয়ার কথা বলে না-

ক) মোমেন খ) আসলাম গ) নুরুল ঘ) সাকিব

৩। কাকে অস্ত্র আনতে বলা হয়েছে-

ক) রাবিয়া খ) তৌফিকুল গ)নাসের ঘ) আরমান

৪। জঅকওইটখ এর সঠিক বাংলা কি-

ক) রকিবুল খ) রাকিবুল গ) রোকিবুল ঘ) রাতুল

৫। ক্লাসরুম থেকে ফ্যাকাল্টি, ফ্যাকাল্টি থেকে ডাইনিং সর্বত্র বিরাজমান-

ক) জোবায়েদ খ) শুভ গ) শরীফ ঘ) আসিফ

৬। যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের বসাবে কে?-

ক) জয়ন্ত খ) পূর্নিতা গ) শীষ ঘ) ফারজানা

৭। কারা শুধুই খায়?-

ক) জাবের খ) ওয়াসিম গ) কায়সার ঘ) জুলফিকার

৮। ট্রেনিং শেষ হলেও একাডেমি ছাড়বে না-

ক) শিবলী খ) কিংসুক গ) রওনক ঘ) তাহমিনা

৯। হাসেন কম তবুও হাসান?-

ক) ডিজি স্যার খ) সিসি স্যার গ) হেড কোয়ার্টার স্যার ঘ) ডিরেক্টর স্যার

১০। নিচের কোনটি সমষ্টিবাচক বিশেষ্য

ক) পরেশ পাল খ) নীলাক্ষি মন্ডল গ) তৃষ্ণা রায় ঘ) নিঝুম তালুকদার

রুম নং-৫০৬: একটি রুমের আত্মকথন

মোহাম্মদ তৌফিকুল আলম
সহকারী কর কমিশনার (৪৩তম বিসিএস)

বিসিএস কর একাডেমির করিডোর দিয়ে হাঁটলে অনেক দরজাই চোখে পড়বে। কিন্তু ৫০৬ নম্বর দরজাটার আড়ালে যে গল্পগুলো জমা হয়ে আছে, তা হয়তো অন্য কোথাও নেই।

আমি এই রুমের চার দেয়াল। আমি কেবল ইট-পাথরের কাঠামো নই; আমি আরমান, তৌফিক আর নূরের সহস্র মুহূর্তের নীরব সাক্ষী। আমার লোনা ধরা দেয়াল আর পলেস্তারা খসা কোণগুলোতে মিশে আছে তিনটি ভিন্ন জীবনের একাকার হয়ে যাওয়ার গল্প।

৯ অগাস্ট,২০২৫ সন্ধ্যায় এই তিন যুবক যখন আমার কাছে এলো, আমি বুঝেছিলাম এরা একদমই আলাদা ধাতুতে গড়া। আরমানকে দেখে মনে হয়েছিল, বিধাতা তাকে পাঠিয়েছেন 'দুর্গার দশ হাত' দিয়ে। সে এক অদ্ভুত জাদুকর। গিটারের তারে আঙুল বুলানো থেকে শুরু করে রান্নাঘরের খুন্তি নাড়া, কিংবা জটিল কোনো গাণিতিক সমস্যার সমাধান আরমান সবখানেই অপ্রতিরোধ্য। তার প্রাণশক্তিতে আমার প্রতিটি কোণ সারাক্ষণ চনমনে থাকতো।

অন্যদিকে তৌফিক ছিল একদমই বিপরীত। শুরুর দিকে তৌফিককে মনে হতো এক গভীর রহস্যময় দ্বীপ। সে নিজেকে গুটিয়ে রাখতে ভালোবাসতো। তার জগতটা ছিল ছোট, অনেকটা মলাটবদ্ধ ডায়েরির মতো। কিন্তু আমার মেঝেতে যদি কোনো ধূলিকণা না থাকে, আমার বিছানার চাদর যদি টানটান থাকে, তবে তার কৃতিত্ব একমাত্র তৌফিকের। সে একাই এই বিশৃঙ্খল রুমটাকে সজীব করে রাখতো।

নূরও অনেকটা তৌফিকের মতোই অন্তর্মুখী ছিল। তবে ছয় মাস পর নূরের ভেতরে যে আমূল পরিবর্তন আমি দেখলাম, তা ছিল বিস্ময়কর। সেই গুটিয়ে থাকা ছেলেটা কীভাবে যেন হুট করে আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে উঠে গেল! যেন এক দীর্ঘ শীতনিদ্রা শেষে কোনো প্রজাপতি ডানা মেলল।

আমার একপাশে তৌফিকের বিছানা- একদম টিপটপ। মনে হয় যেন কোনো মেপে রাখা নকশা। আর বাকি দুই পাশে আরমান আর নূরের- যাদের জগতটা হলো সৃজনশীল বিশৃঙ্খলার কেন্দ্রবিন্দু। বইপত্রের স্তূপ, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মোজা আর কাপের নিচে জমে থাকা কফির দাগ- এই ছিল আরমান আর নূরের এলাকা। তৌফিক মাঝেমধ্যে বিরক্ত হতো, কিন্তু তার সেই বিরক্তির আড়ালে থাকতো এক গভীর মমতা।

মজার ব্যাপার হলো, পড়াশোনা কিংবা খেলাধুলা সব জায়গাতেই আরমান আর নূর ছিল 'টপনচ'। ক্লাসের সেরা রেজাল্ট কিংবা মাঠে চার-ছক্কার ফুলঝুরি, এই দুজনেই থাকতো পাদপ্রদীপের আলোয়। আর তৌফিক? সে ছিল এসবের কাছে একদমই 'দুধভাত'। সেখানে ওর কোনো আগ্রহ নেই, কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। ওর সবটুকু মনোযোগ ছিল জিমের ডাম্বেল আর ট্রেডমিলের

ওপর। ডাম্বেলের ভার তুলে ও যেন নিজের ভেতরে জমে থাকা সব জড়তাকে মুক্তি দিত। ওই এক জায়গায় তৌফিক অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

আরমান ছেলেটা ছিল প্রচণ্ড চনমনে আর তাত্ত্বিক। শুরুর দিকে সে ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব আর জটিল সব দর্শনের 'ভুগিচুগি' নূর আর তৌফিকের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করতো। সে বোঝাতে চাইত যে পৃথিবীর সবকিছুর মূলে আছে অবদমিত কামনা আর মনস্তত্ত্ব। তৌফিক আর নূর হাঁ করে শুনতো বটে, কিন্তু মনের গভীরে হয়তো হাসতো।

তবে আরমানের এই 'পণ্ডিতি' ইমেজে বড়সড় একটা ধাক্কা লাগলো তাদের একাডেমী থেকে সিলেট ট্যুরে যাওয়ার পর। শোনা যায়, শ্রীমংগলের হীড বাংলাদেশে ঘুরতে গিয়ে আরমান নাকি জিনের তাড়া খেয়েছিল। সেই রাতের পর থেকে ফ্রয়েডের সমস্ত জটিল তত্ত্ব কোথায় যেন উবে গেল! সেই দাম্ভিক আরমান আমূল বদলে গেল। তৌফিক আর নূর যে সিরাতুল মুস্তাকিমের সহজ সরল আলোর পথ তাকে দেখাতো, শেষ পর্যন্ত দুষ্টু বালক আরমান সেই পথেই ফিরে এলো। তার সেই পরিবর্তনের গল্প নিয়ে রুমে কত রাত যে হাসাহাসি হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই।

আমার সিলিং ফ্যানটা যখন ঘোরে, তখন আমার মনে হয় সেটা যেন সময়ের চাকা। কত হাসি, কত আড্ডা আর কত নির্ঘুম রাত আমি এই তিনজনের সাথে কাটিয়েছি! পরীক্ষার আগের রাতের সেই টেনশন, মাঝরাতে চা খাওয়ার ধুম, আর তুচ্ছ কোনো বিষয় নিয়ে আরমান আর পাশের রুমের পরেশ,কিংসুক বা মিস্টার লি'র সেইই তর্ক- সবই আমার ইটের ভেতরে গেঁথে আছে।

তৌফিকের সেই গোছানো স্বভাবের মাঝেও আরমানের অগোছালো ছোঁয়া আর নূরের অর্জিত সেই নতুন আত্মবিশ্বাস মিলেমিশে আমি এক পরিপূর্ণ সংসার হয়ে উঠেছিলাম। ওয়াশরুম ছাড়া তিনজন যেখানেই যায়, একসাথেই যায়। সন্ধ্যার পর অবধারিতভাবে স্পোর্টস রুম, ডিনারের পর আরমান আর তৌফিক যার যার বিছানায় গা এলিয়ে মুভিতে বুদ হয়ে থাকলেও নূর তার রুহের শান্তি খুজতে মসজিদে তাবলীগের দরজ এ বসে যেত। বিসিএস কর একাডেমির এই ৫০৬ নম্বর রুমটা শুধু একটা আবাসন নয়, এটা ছিল একটা ছোটখাটো পৃথিবী। যেখানে ঘৃণা ছিল না, ছিল কেবল খুনসুটি আর ভালোবাসা।

সময় বয়ে যায়। হয়তো একদিন এই তিনজনেই তাদের কর্মক্ষেত্রে বড় বড় অফিসার হয়ে বেরিয়ে যাবে। আমার এই রুমে আসবে নতুন কোনো বাসিন্দা। তারা হয়তো জানবে না যে এই বিছানায় বসে একদিন একজন ফ্রয়েড আউড়াতো, একজন ডাম্বেল ঠেলতো আর একজন নিজেকে বদলে ফেলার গান গাইতো। কিন্তু আমি জানি। আমি ৫০৬ নম্বর রুম, আমার প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে আরমান, তৌফিক আর নূরের স্মৃতিগুলো চিরকাল অম্লান হয়ে থাকবে।

তাদের হাসির প্রতিধ্বনি আমি আজও শুনতে পাই আমার নির্জন দুপুরে। তাদের বন্ধুত্ব দীর্ঘজীবী হোক, আর আমার মত প্রতিটি দেয়াল যেন এমন জীবন্ত গল্পের সাক্ষী হতে পারে।

কর নিয়ে অজানা তথ্য

ইয়াসির আরাফাত
সহকারী কর কমিশনার (৪১তম বিসিএস)

১। প্রাচীন মিশরের ফারাওদের আমলে রান্নার তেলের ওপর কর দিতে হতো। মজার ব্যাপার হলো, মানুষ যাতে পুরনো তেল ব্যবহার করে কর ফাঁকি দিতে না পারে, সেজন্য সংগ্রাহকরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ব্যবহৃত তেলের মান পরীক্ষা করতেন!

২। রোমান সাম্রাজ্যের 'মূত্র কর': সম্রাট ভেসপাসিয়ান প্রস্রাবের ওপর কর বসিয়েছিলেন। সেই সময় প্রস্রাব থেকে অ্যামোনিয়া সংগ্রহ করে কাপড় কাচার কাজে ব্যবহার করা হতো। সম্রাট যখন এই করের জন্য সমালোচিত হন, তখন তিনি বলেছিলেন- "Pecunia non olet" (টাকার কোনো গন্ধ নেই)।

৩। প্রাচীন ভারত ও রোমে লবণের ওপর কর এত বেশি ছিল যে লবণ ধনীদের জিনিসে পরিণত হয়। প্রাচীন রোমে সৈন্যদের লবণ কেনার জন্য যে অর্থ বা ভাতা দেওয়া হতো, তাকেই 'salarium' বলা হত। যা থেকে পর্যায়ক্রমে বর্তমানের 'Salary' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে।

৪। রোমানরা অত্যন্ত সুশৃঙ্খল কর ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। তারা বিজিত রাজ্যগুলোর ওপর কর (Tribute) আরোপ করত। আধুনিক 'সেনসাস' (Census) বা আদমশুমারির ধারণা রোমানদের থেকে এসেছে, যা মূলত করদাতার সংখ্যা গণনার জন্য করা হতো।

৫। প্রাচীনকালে রাশিয়ার সম্রাট পিটার দ্য গ্রেট লম্বা দাড়ি রাখার ওপর 'দাড়ি কর' (Beard Tax) বসিয়েছিলেন, কারণ তিনি চেয়েছিলেন রুশ পুরুষরা ইউরোপীয়দের মতো পরিপাটি থাকুক! তাদের গলায় একটি তামার টোকেন ঝুলিয়ে রাখতে হতো প্রমাণ হিসেবে যে তারা দাড়ি রাখার জন্য টাকা দিয়েছেন।

৬। প্রাচীন রোমে (খ্রিস্টপূর্ব ৯ অব্দে) রোমান অভিজাত শ্রেণির মধ্যে জন্মহার কমে গিয়েছিল। তাই সম্রাট অগাস্টাস আইন চালু করেন যে যারা বিয়ে করত না বা সন্তান জন্ম দিত না, তাদের "ব্যাচেলর কর" দিতে হতো।

৭। প্রাচীন চীনে কোনো কোনো এলাকায় কর দিতে না পারলে রাজাকে প্রশংসামূলক কবিতা লিখে দিতে হতো।

৮। ১৬৯৬ সালে ইংল্যান্ডে জানলা কর চালু হয়। যার বাড়িতে যত বেশি জানালা, তাকে তত বেশি কর দিতে হতো। এর ফলে মানুষ তাদের জানলা ইঁট দিয়ে বন্ধ করে দিতে শুরু করে, যা এখনো লন্ডনের অনেক পুরনো বাড়িতে দেখা যায়। এর ফলে ঘরগুলোতে রোদ-বাতাস ঢোকা বন্ধ হয়ে যায় এবং টাইফয়েডের মতো রোগ ছড়িয়ে পড়ে। একে তখন সাধারণ মানুষ 'আলো ও বাতাসের ওপর কর' বলে উপহাস করত।

৯। ম্যাগনেকার্টার অন্যতম এজেন্ডা ছিল কর সংক্রান্ত একটি চুক্তি যেখানে রাজা জন ইচ্ছামতো কর ধার্য করায় এবং প্রজাদের উপর অত্যাচার করায় বিদ্রোহী ব্যারনরা তাকে এই সনদ স্বাক্ষরে বাধ্য করে।

১০। পৃথিবীর অনেক দেশ আছে যেখানে কোনো আয়কর নেই (যেমন: কাতার, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত), কারণ তাদের প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে আসা আয় দিয়ে রাষ্ট্রের সব খরচ মিটে যায়।

১১। এক সময় তাসের প্যাকেটের ওপর কর বসানো হয়েছিল। এই কর পরিশোধ করা হয়েছে বোঝানোর জন্য তাসের প্যাকেটের 'Ace of Spades' কার্ডটি বিশেষ নকশায় ছাপা হতো।

১২। ইতালির ভেনিস শহরে কোনো দোকানের সাইনবোর্ড বা ছাদ যদি ফুটপাতে ছায়া ফেলে, তবে তার জন্য কর দিতে হয়।

"A fine is a tax for doing wrong. A tax is a fine for doing well"
~Mark Twain

আইনের ভাষায় ব্যাক্তিগত চিঠি

জাবের খান

সহকারী কর কমিশনার (৪১তম বিসিএস)

প্রিয় সঞ্চয়,
পত্রের প্রথমে অগ্রীম আয়করের ভালোবাসা মিশ্রিত শুভেচ্ছা নিও। আশা করি ভালোই আছ।

তুমি তো জান, তোমার আর আমার বন্ধুত্ব কোন উত্তরাধিকারসূত্রে, দানমূলে, ট্রাস্ট মূলে, উইলমূলে বা অসিয়তমূলে প্রাপ্ত নয়। এমনকি কোন দৈব ঘটনা থেকে উদ্ভূত, উপচিত, প্রাপ্ত বা সৃষ্টও নয়। বরং আমাদের বন্ধুত্ব কেবলমাত্র এক অলাভজনক, অদ্বিতীয়, স্বাভাবিক ও জীবন্ত স্বত্ত্বা। তোমার সাথে অতিবাহিত করা প্রতিটি মুহূর্ত আমার কাছে মহামূল্যবান, যার সমমূল্যের অপারচুনিটি কস্ট এই পৃথিবীতে নেই, যার চাহিদা এবং মার্জিনাল ইউটিলিটি দুটোই সময়ের সাথে বাড়তে থাকে।

তোমার পত্র মারফত জানতে পারলাম সার্বজনীন স্বনির্ধারনী পদ্ধতিতে তুমি তোমার জীবন সঙ্গী পছন্দ করেছ। অবশেষে বয়স তামাদি হওয়ার পূর্বেই তোমার পুঞ্জীভূত ভালোবাসা নগদায়ন করার সুযোগ পাচ্ছ এই ভেবে আজ আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আরও জানতে পেলাম পাত্রীর পিতা বরাবর তুমি তোমার আয়, ব্যয়, পরিসম্পদ বিবরণী দাখিল করেছ, ধারণা করি সঠিক তথ্যই প্রতিফলন করেছ। নাহলে বিপদ আছে।

পাত্রীর বাবা তোমার দাখিলপত্র প্রসেস করবেন, সন্দেহ হলে অডিট করবেন, সুনির্দিষ্ট তথ্য গোপন পেলে পুনঃউন্মোচন করবেন, অনুসন্ধান করবেন, IT-১৩ এবং IT-৮৬ জারি করে প্রমাণক সমেত শুনানি কিংবা অধিযাচনে উপস্থিত হতে বললেও আমি অবাক হব না। তবে আমার বিশ্বাস তুমি এসেসমেন্টের এই ধাপ সহজেই উতরে যাবে। রিভিশন, আপিল, ট্রাইব্যুনাল বা হাইকোর্ট এ যেতে হবে না।

আমার কাছে জানতে চেয়েছ কত টাকা মোহরানা ধার্য করা উচিত হবে। আমি বলব তোমার এক আয় বর্ষে অর্জিত মোট সম্পদের ৭৫% অথবা এক কোটি টাকা, দুয়ের মধ্যে যাহা কম তাহাই মোহরানা ধার্য করিবে। এছাড়াও স্পটে মোহরানা নির্ধারণ অথবা বিরোধ দেখা দিলে বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তির মাধ্যমেও স্থির করতে পার।

বিবাহকে তুমি বলতে পার ফাইনাল সেটেলমেন্ট। এর ফলে তোমার ব্যাক্তি স্বাধীনতার যে অপূরনীয় ক্ষতি হবে, তা সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে অথবা তোমার জীবদ্দশায় অন্যকোন আয়বর্ষে সমন্বয়যোগ্য হবে না। এক্ষেত্রে আমার আপন কলিগ ইয়াসির শরাপাতের ব্যাক্তি জীবনে ঘটা ১৪৭ এ অভিযান পরিচালনা এবং জরিপ তল্লাশি জব্দের লোহমর্শক অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। তার মতে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যাতিরেকে হোম মিনিস্টার চাহিবা মাত্রই তোমার যেকোন স্থান, কাল, পাত্র, তথ্য, উপাত্তে নির্বিঘ্নে প্রবেশ করতে পারবেন। এমনকি, তোমার ব্যক্তিগত ফেসবুক, মেসেনজার, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রামের পাসওয়ার্ড ব্রেক করিয়া সিস্টেমে প্রবেশ এবং নিজের দখলে রাখিতে পারিবেন।

আমার ব্যাচের সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ সদস্য, যিনি দুই হাতে একাউন্টিং সামলান এবং একাউন্টিং এ একজন সব্যসাচী, এই প্রবীণ এসিটি বলেন- সংসার জীবনে IFRS, International Accounting Standard কিংবা Golden rule of Accounting কোনটাই খাটে না। এখানে জার্নাল এন্ট্রি, ডেবিট-ক্রেডিট, ইনকাম স্টেটমেন্ট, ক্যাশ ফ্লো একটি মাত্র সূত্রই মেনে চলে, আর সুত্রটি হল- If home Minister satisfied.

একটি পরামর্শ দিয়ে শেষ করতে চাই, লটারি, শব্দ জট, অনলাইন গেম, কার্ড গেইমে আসক্ত হইয়ো না। একেতো ব্যাক্তি জীবন ও সংসার জীবনের জন্য ক্ষতিকর, তারউপর উচ্চ কর হার প্রযোজ্য।
তোমার পরিবারের ছোটদের ভালোবাসা দিও, বড়দের সময়মত আয়কর রিটার্ন জমা দিও।

ইতি
তোমার বন্ধু
"লভ্যাংশ"

পুনঃশ্চঃ সবাই মিলে দিব কর দেশ হবে স্বনির্ভর।

এএফসি কোর্সে এসে জীবনে প্রথমবার যা যা করেছি:

রওনক জাহান
সহকারী কর কমিশনার (বিভাগীয় কর্মকর্তা)

ফ্যামিলি ছাড়া একা থাকা:
আমি ছোটো বেলা থেকেই যৌথ পরিবারে থাকি। আমার বাচ্চাদের জন্মের পর থেকে আমি-আমার বাবা মায়ের সাথে একই বিল্ডিংয়ে থাকি। আমি এবং আমার হাসব্যান্ড দুজনেই যেহেতু বাইরে থাকি তাই আমার বাবা মা থাকায় বাচ্চারা সুন্দর একটা সময় কাটাতে পারে ওদের নানা নানু এবং আমার ভাইয়ের বাচ্চাদের সাথে। এই ট্রেনিংয়ে এসে আমাকে সকালে জিম ইয়োগা থাকায় রাতে ডরমেটরিতে থাকতে হয়েছে। প্রথম প্রথম বাচ্চারা খুব মন খারাপ করে থাকতো আমারও ভালো লাগতোনা। একটা সময় পর সবাই অভ্যস্ত হতে থাকি। আর এখন বাসায় আমাকে অতিথি হিসেবে দেখে। কিছু বলতে গেলেই বাচ্চারা পর্যন্ত বলে তুমি দুইদিন থাকো এতো কিছু বুঝতে হবেনা।

স্টাডি ট্যুর এ যাওয়া:
আমি আমার স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে সকল শিক্ষা সফর হয়েছে তার কোনোটিতেই যেতে পারিনি। আমার বাসা থেকে যেতে দেয়া হয়নি। আমরা তিন ভাই এক বোন। আমার বড় দুই ভাই। কোথাও যেতে হলে বাবা মায়ের পারমিশন নিলে হতোনা, আমার দুই ভাইয়ের অনুমতি ছাড়া যাওয়া যাবেনা। আর তারা কখনোই আমাকে কোথাও যেতে দেয়নি। তাদের এক কথা সবাই গেলেও আমি যেতে পারবনা। এই ট্রেনিং করতে এসে ট্যুর এ গিয়ে আমার জীবনের সেই অপূর্ণ সাধটি পূরণ হয়েছে। আমার বড় ভাই যথারীতি বলেছে না গেলে কি হবে? বাচ্চাদের কথা বলে চেষ্টা করতে না যাওয়ার...।

জিম ও ইয়োগা করা:
আমি বরাবরই খুব আরাম প্রিয় মানুষ। আমার কাছে মনে হয়, জিম ও ইয়োগা করলে সারাজীবন করতে হয় আর একবার করে ছেড়ে দিলে এর বিরূপ প্রভাব অনেক বেশি। সেই জিম ইয়োগা করে আমি গত ছয় মাসে বেশিনয় ৫ কেজি ওজন বাড়িয়েছি।

৬০৯ নাম্বার রুমে পিছনে বসার জন্য প্রতিযোগিতা:
৬০৯ নাম্বার রুমে সাধারণত এএফসি ৩০ ও ৩১ এর যৌথ ক্লাসগুলো হতো। এই সেশনগুলো কমপক্ষে ২ ঘণ্টার হতো। এত লম্বা সময় সোজাহয়ে ক্লাসে বসে থাকাটাও অনেক কষ্টের। তাই ৬০৯ নাম্বার রুমে যেদিন ক্লাস থাকত আমরা শেষের চেয়ারগুলোতে বসার জন্য রীতিমত যুদ্ধ করতাম। এমনকি আগেরদিন রাতে যেয়ে জায়গা রাখতাম। আর টানা ক্লাস থাকলেতো ব্যাগ আর সরাতাম না।

মুরগির তরকারিতে ধনিয়া পাতা:
খাবার নিয়ে খুব একটা বাছা বাছি নাই আমার। একাডেমির ডাইনিংয়ে দাদনের রান্না মোটামুটি ভালোই লাগে। হঠাৎ একদিন মুরগির তরকারিতে ধনিয়া পাতা পেয়ে আমি ভেবেছিলাম ভুল করে হয়তো আমার বাটিতে পড়েছে। তারপর বুঝতে পারলাম উনি মুরগির তরকারিতে ধনিয়া পাতা দিয়েছে স্বাদ বেশি হবে তাই।

স্টেজ এ পারফর্ম করা :
আমার স্টেজ ফোবিয়া নেই। তবে স্টেজ এ উঠেছি শুধুমাত্র বিতর্ক, আবৃত্তি বা উপস্থাপনার জন্য। বিগত ছয় মাসে স্টেজে রাম্প এ অংশ নিলাম এমনকি কোরিওগ্রাফিও করলাম। জীবনে কারো গায়ে হলুদ বা বিয়েতে চুপচাপ বসে থাকা আমি শেষ মেস/ গেস্ট নাইটে তো দুই দুইটি নাচে অংশ গ্রহণ করলাম। এই স্মৃতিগুলো সারা জীবনের জন্য ভালোলাগার কিছু মুহূর্ত হয়ে থাকবে।

চেনা মানুষদের নতুনভাবে দেখা:
আমরা সবাই নিজেদের পরিবার পরিজন ছেড়ে একাডেমিতে আছি প্রায় ৬ মাস ধরে। আমাদের সাথে প্রায় ৮ জন মাদার পার্টিসিপেন্ট আছে। একাডেমিতে সব চেয়ে কষ্ট করে এই মায়েরাই ট্রেনিং করেছে। কোনো মা একবেলা সবার সাথে বসে আরাম করে ডাইনিং এ খেতে পারেনি। এর মাঝেই ছিলো বাচ্চাদের অসুখ, কোনো বাচ্চা হাসপাতালে ভর্তি । তার মাঝেই চলছে ট্রেনিং। প্রকাশ পেয়েছে ট্রেইনি মায়েদের এক অনন্য মাতৃসত্তা। প্রতিটি বাচ্চা যখন এসেছিল কথা বলতে পারতোনা, এখন নিজেদের নাম ধরে ডাকতে পারে। আমাদের ফ্যাকাল্টিগণ দের দেখেছি কর্মসূত্রে নানা জায়গায়। এই একাডেমিতে তারা যেমন অভিভাবক হিসেবে শাসন করেছেন, তেমনি বিপদে সবার আগে ঢাল হিসেবে দাঁড়িয়েছেন; আর আমাদের কত ধরনের আবদার যে তাদের শুনতে হয়েছে তার কথা আর নাই বললাম। এই কয়মাসে আমরা অনেক ভালো খারাপ স্মৃতিই পেয়েছি, খারাপ ভুলে কেবল ভালো কিছুই প্রাপ্তির খাতায় রাখতে চাই।

অনাকাঙ্খিত কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া :
সিলেটে ট্যুর চলাকালীন গত ১৬/১২/২৫ তারিখ আমার ছেলে এক্সিডেন্ট করে পা কেটে ফেলে। ওর পায়ে ১৪ টি সেলাই পড়েছিলো। অস্ত্রোপচারের সময় আমি সিলেটে, বাচ্চাটা বাবার সাথে একা ছিল। আমি সেদিন রাতেই ঢাকা ফিরে আসি, কিন্তু ওর সাথে সেই কঠিন সময়ে থাকতে না পারার কষ্ট আমার আজীবন থাকবে।

প্রথম লেখা:
লেখকদের আমি খুব হিংসা করি। তারা কি সুন্দর করে নিজের মনের কথা অবলীলায় প্রকাশ করে। আমি আজ পর্যন্ত কখনোই কোথাও কোনো কিছু লিখিনি। এই লেখাটি আমার জীবনের প্রথম কোনো কিছু লেখা। লেখার ভুল ত্রুটি সকলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এই প্রত্যাশা নিয়ে শেষ করছি ।

স্লাইড, প্রশ্ন আর অশ্রুত প্রতিক্রিয়ার মহাযজ্ঞ (৪৩ ব্যাচ)

তৃষ্ণা রায়
সহকারী কর কমিশনার (৪৩তম বিসিএস)

আজ গ্রুপ প্রেজেন্টেশন।
রুমে ঢুকেই সবাই স্বস্তিতে কারণ তৌফিক ভাই গ্রুপে আছেন। তার বানানো স্লাইড এত সুন্দর, এত গোছানো, এত লজিক্যাল যে গ্রুপে থাকলে আর কারো টেনশন করার দরকার হয় না। স্লাইড দেখে মনে হয়, Power Point নিজেই আত্মবিশ্বাসী।

প্রেজেন্টার বলল, "আজ আমি যে টপিকটা প্রেজেন্ট করবো" এই লাইনটা শেষ হওয়ার আগেই আরমান ভাই হাত তুলে বললেন "আমার একটা প্রশ্ন আছে।" রুমে হালকা নড়াচড়া। প্রেজেন্টার মনে মনে ভাবলো "ভাই, স্লাইড ১ এখনো আসেনি!"

এক কোণে বসে আছেন নুরে আলম ভাই। দাড়ির ভিতর হালকা একটা হাসি। এই হাসি দেখেই সবাই সাবধান। কারণ অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত এই দাড়ির ভিতরেই লুকিয়ে থাকে সবচেয়ে শয়তানি প্রশ্নটা অবশেষে প্রেজেন্টেশন শেষ। সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

ঠিক তখনই পরেশ দা শান্ত গলায় বললেন "I have a question and a supplementary question." প্রেজেন্টারের চোখে তখন জীবনের ফ্ল্যাশব্যাক। প্রশ্ন শেষ হয়, কিন্তু supplementary question যেন নিজেই আরেকটা প্রেজেন্টেশন।

এই সময় কিংশুক দা শুরু করলেন রেসপন্স। খুব ডিটেইলড, খুব লজিক্যাল। কিন্তু সমস্যা একটাই তিনি ছাড়া আর কেউ শুনছে না। তিনি নিজেই মাথা নেড়ে বলেন, Yes, exactly."

সবচেয়ে ব্যস্ত মানুষ নোমান ভাই। কার প্রশ্নে কী বলা হলো- সবকিছুর রেসপন্স করা তার দায়িত্ব। কেউ কিছু বললেই নোমান ভাই বলেন, এই জায়গাটা আমি একটু ক্লিয়ার করি।"

এরমধ্যে প্রেজেন্টেশন শেষ হলো। অবশেষে প্রেজেন্টার ক্লান্ত গলায় বললেন "Thank you everyone."

সর্বজয়ী

তাহমিনা ইয়াসমিন
সহকারী কর কমিশনার (৪১তম বিসিএস)

আমি আছি, বেঁচে আছি।
হাজারো দুঃখ কষ্টের ভিড়ে,
আধুনিকতার নানা বিষন্নতার মাঝে,
আমি বেঁচে আছি মাথা উঁচু করে।

দুঃখ-কষ্ট আমার হৃদয়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়,
কিন্তু সেই ভগ্ন হৃদয় দিয়েই
আমি আগত দুঃখ-কষ্টের মোকাবিলা করি।
বিষন্নতা! সে তো সহজাত।
তাতে কিই বা আসে যায়?
সে হেরে যায়।

যুদ্ধ! সে তো নিত্য প্রতিদ্বন্দ্বী।
তাই নানা প্রতিকূলতায়ও আমি টিকে থাকি।
কারণ, আমি নিজেই তো
আমার সঙ্গী,
আমার সাহস।

আমি হেরে যাই না, আমি হারবো না।
আমি এসেছি জয় করতে, আমি জয়ী হবো।
জয় করবো সব দুঃখ-কষ্ট, সব যুদ্ধ, সব
বিষন্নতা।
কারণ আমি মানুষ, আমিই সর্বজয়ী!!

কামরা পঞ্চশত পঞ্চ

শিবলী নুমান

সহকারী কর কমিশনার (৪৩তম বিসিএস)

একাডেমির হোস্টেলের পাঁচতলায় ৫০৫ নম্বর কক্ষ। তিনটি খাট, তিনটি ডেস্ক, আর তিনজন রুমমেট যাদের চরিত্রের পার্থক্য আকাশ-পাতাল, তবু এক সুরে বাঁধা।

কিংশুক: বামের খাট। প্রতিদিন সকাল ৫:৩০ টায় অ্যালার্ম বাজে। কোনো দিন এক মিনিট দেরি হয় না। বেড টিডি করে ইয়োগা ম্যাট বিছায়। তার ডেস্কে বই-খাতা সুশৃঙ্খল সারি, পেনস্ট্যান্ডের সব কলম একদিকে মুখ করে। সে অল্পভাষী, কিন্তু যখন গান গায়, তার গানে সবাই অবাক হয়। রুমের সবচেয়ে শান্ত কোণাটা তার ।

পরেশ: ডানদিকের খাট। যার অ্যালার্ম বাজে কিন্তু ঘুম ভাঙে না। সবচেয়ে বেশি কথা বলে, হাসে, বিতর্ক করে। তার ডেস্কে বইয়ের নিচে চাপা পড়ে থাকে টিফিনের প্যাকেট, চায়ের কাপ, আর নোটগুলো। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, পড়াশোনায় তার ফল অত্যন্ত ভালো। সে ক্লাসের প্রেজেন্টেশন প্রিপেয়ার করে দিয়েছে সবাইকে, রুমমেটদের প্রজেক্টে হেল্প করেছে, এমনকি শিবলির জেদি মনও গলিয়েছে তার কথার মিষ্টতায়।

শিবলি: মাঝের খাট। একরোখা, স্পষ্টভাষী। সে ডান্সার, সন্ধ্যায় রুমেই প্র্যাকটিস করে। রুমে না পড়লেও, ক্লাসে অত্যন্ত মনোযোগী। পরীক্ষার আগের রাতে রিভিশন দেয় না, কারণ তার আগেই শেষ থাকে।

ঘটনাবলী:

১. "কালচারাল নাইটের প্রস্তুতি":

একাডেমির বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ৫০৫ রুমের তিন রুমমেটই অংশ নিচ্ছে। কিংশুক একাকী গান গাইবে, পরেশ করবে নাটকের অভিনয়, শিবলি নেতৃত্ব দিচ্ছে গ্রুপ ডান্সের। শিবলির জেদি স্বভাবের কারণে রিহার্সালে কিছু সমস্যা হয়, কিন্তু পরেশের মধ্যস্থতায় সব সমাধান হয়। কিংশুক তার গানের মাধ্যমে তাদের মনোযোগ বাড়ায়।

২. "এক্সামের রাত":

পরীক্ষার আগের রাত। পরেশ শেষ মুহূর্তের রিভিশন করছে জোরে জোরে। শিবলি বিরক্ত হচ্ছে কারণ তার পড়ায় মনোযোগ ভাঙছে। কিংশুক মাথা ঠাণ্ডা রাখল: "পরেশ, তুমি লাইব্রেরিতে যাও। শিবলি, তুমি হেডফোন ব্যবহার কর।"

৩. "সবচেয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ দিন":

একদিন পরেশ জ্বরে পড়ল। শিবলি তার জেদি স্বভাব ভুলে গিয়ে ডাক্তার ডাকল, ওষুধ আনল। কিংশুক খাবার নিয়ে এলো। সেদিন তিনজনই বুঝল, তাদের বন্ধুত্ব শুধু রুমমেটের না, পরিবারের।

শেষ দৃশ্য:

আজ একাডেমির শেষ দিন। তিনজন তাদের ৫০৫ রুমে দাঁড়িয়ে। কিংশুক, শিবলি , পরেশ তাদের জিনিসগুলো প্যাক করছে।

শিবলি বলল: "কিংশুক, তুমি আমাদের সময়ের মূল্য শিখিয়েছ।"

পরেশ বলল: "শিবলি, তুমি শিখিয়েছ কিভাবে দায়িত্ব নিতে হয়।"

কিংশুক বলল: "পরেশ, তুমি শিখিয়েছ কিভাবে মানুষের সঙ্গে মিশতে হয়।"

তিনজন হাসল। তিনটি আলাদা ব্যক্তিত্ব, তিনটি আলাদা স্বপ্ন, কিন্তু একটি অদৃশ্য বন্ধনে বাঁধা। ৫০৫ রুমের দরজা বন্ধ হবে, কিন্তু তাদের গল্পের পাতা কখনো বন্ধ হবে না। কারণ এই রুমে তারা শিখেছে শুধু একাডেমিক পাঠ নয়, জীবনযাপনের পাঠ - শান্তি, সহমর্মিতা এবং সংগঠনের মিশ্রণ।

সত্য

কায়সার আহমেদ খান
সহকারী কর কমিশনার (বিভাগীয় কর্মকর্তা)

সহকারী কর কমিশনার পদে পদোন্নতির পর যখন আমাকে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত করা হয়, তখন প্রথম যে চিন্তাটি আমার মাথায় এসেছিল তা হচ্ছে আমি কিভাবে আমার সত্য'কে ছাড়া ১৮০টা রাত কাটাবো?

মানুষ হিসেবে আমি খুব আবেগী এমনটা ভাবার কারণ নেই। আমার জীবনে আমি যেমন রকম উত্থাণ-পতন দেখেছি তা অনেক হয়তো চিন্তও করেনি। অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আজকে আমি ট্যাক্স একাডেমীর ৫২০ নাম্বার রুমে বসে এটা লেখার চেষ্টা করছি। আমার জীবনের বাস্তব কিছু অভিজ্ঞতা যদি আমি কারো সাথে শেয়ার করি, সে নিশ্চিতভাবে আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মনে মনে গালি দেবে 'বেটা চাপাবাজ'।

আপনারা ভাবছেন আমি বাড়িয়ে বলছি। মনে খোব আর মুখে চাপা হাসি নিয়ে ভাবছেন এই লেখা আরও পড়বেন কিনা? খুবই স্বাভাবিক, কারণ আপনার জায়গায় আমি নিজেও হলেও আমিও ঠিক তাই ই ভাবতাম। কিন্তু এখন যদি আমি বলি আমি ১২ দিন একটা হাসপাতালের ICU-তে কোমায় ছিলাম এবং ব্রেইনে পানি জমার কারণে আমি আমার অনেকখানি মূল্যবান মেমোরি হারিয়ে ফেলেছি, মুখের চাপা হাসিটি কি খানিক ম্রিয়মান হবে?

তারপর যদি আরও শুনতে পান আমার এই দুই হাত দিয়ে আমি আমার প্রথম সন্তানকে কবরে শুইয়ে এসেছি ঠিক সেই জায়গায় যেখানে আমার নিজের কবরের হওয়ার কথা ছিল, তাহলে কি ভাববেন 'Irony of Fate'? এবার কি আমার জন্য খানিক করুনার বোধ হচ্ছে?

আমার করা Illogical কর্মকাণ্ডকে Logical Fallacy দিয়ে মাপার চেষ্টা করবেন মনে মনে? আসলেই আমার এই লেখা কোনভাবেই আমার প্রতি এই ছয় মাসে তৈরী করা আপনাদের Perception বদলানোর জন্য নয়। আপনি আমার সম্পর্কে আগে যা ভাবতেন, এখনও তাই ভাবুন প্লিজ। কারণ সৃষ্টিকর্তা সবখানেরই Natural Equilibrium বজায় রাখেন। তিনি যদি শুদ্ধকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে থাকেন তবে তিনিই আবার সত্যকে দিয়েছেন উপহার হিসেবে।

আমার প্রথম সন্তানের নাম রুয়াইফি আহমেদ খান শুদ্ধ। ছেলেটা ২০২২ সালের ১৯ তারিখ জন্মে ছিল। বাবা হওয়া কি তা ঠিক ভাবে ঠাহর করার আগেই ছেলেটা চলে গেলো। আমার জীবনে আমি প্রথম কেঁদেছিলাম ওকে কবরে শুইয়ে আসারও বেশ কিছুক্ষণ পর, এর আগে আমার নিজের কান্নার কোন স্মৃতি অন্তত আমার মনে নেই। মজার বিষয় হচ্ছে ঐ একবার কাঁদার পর এখন ছোটখাটো বিষয়েও কান্না চলে আসে। মনে হয় আগের সব বিকারহীনতার Compensate করছি।

আসলে Professional লেখক না হওয়ার সমস্যা হলো Topic এ Fix থাকতে না পারা। আমি লিখতে বসেছিলাম সত্যকে নিয়ে লিখবো এই ভাবনা নিয়ে। আমার দ্বিতীয় ছেলে কাইযান আহমেদ খান সত্য। যার জন্ম হয় ২০২৪ সালের মে মাসের ১০ তারিখ। চলুন আরেকটা অভিজ্ঞতার কথা শুনাই। সত্যকে যখন আমার কোলে দেয়া হয় সেই সময়টা ছিল একেবারে ঐ সময়টার কাছাকাছি যখন আমি আমার কোল থেকে শুদ্ধকে কবরে শুয়াই। "Reality is often stranger than fiction", my friends. এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন সৃষ্টিকর্তা কিভাবে সাম্যাবস্থার সৃষ্টি করে।

আমি বরাবরই জানতাম ছেলে সন্তানরা মায়ের জন্য বেশি আবেগী হয়। কিন্তু আমার সত্য কেন জানি প্রথম চোখ খোলার পর থেকেই ওর বাবার ন্যাওটা হয়ে গেছে। একবার সত্যকে আমার মা'র কোলে দিয়ে আমরা সবাই গোল করে ওদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছি। সবাই কিছু না কিছু বলছে, ওর কোন বিকার নেই। কিন্তু ঠিক যখন আমি বললাম বাবা একটু হাসোতো- ব্যাটা হেসে দিল। ওই Magical ঘটনাটা আরও Magically ফোনে ভিডিও করা আছে। এখন ওর বয়স দেড় বছরের কিছু বেশি। রাতে ও প্রথম শোয় আমার বুকে। তারপর ঘুম গভীর হলে ওকে বিছানায় শুইয়ে দিতে হয়। আর ঠিক এজন্যই প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথম চিন্তা করেছিলাম "সত্যকে ছাড়া ১৮০টা রাত কিভাবে কাটাবো?"

ভালো ব্যবহার, চৌকসতা ও নৈতিক দৃঢ়তা: একজন কর কর্মকর্তার প্রতিদিনের লড়াই

সৈয়দ আবু নাছের সিদ্দিক
সহকারী কর কমিশনার (বিভাগীয় কর্মকর্তা)

রাষ্ট্রের রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় কর কর্মকর্তা এক নীরব সৈনিক। তাঁর প্রতিদিনের কর্মজীবন শুধু কাগজ-কলম আর আইন নয়-এটি মানুষের মন, আচরণ, চাপ, ভয়, লোভ এবং ক্ষমতার মুখোমুখি হওয়ার এক বাস্তব যুদ্ধক্ষেত্র। এই যুদ্ধে অস্ত্র হলো ভদ্রতা, ধৈর্য, চৌকসতা ও সততা।

প্রায় সত্তরোর্ধ এক বৃদ্ধ রাগান্বিত হয়ে অফিসে ঢুকে উচ্চস্বরে কথা বলছিলেন। মুহূর্তেই পরিবেশ উত্তপ্ত। কিন্তু কর্মকর্তা পরিস্থিতি মোকাবিলা করলেন ভিন্নভাবে-সম্মান, সম্ভাষণ আর আন্তরিকতায়। চেয়ার এগিয়ে দেওয়া, পানি ও চা অফার, "চিনি হবে?"-এই ছোট ছোট মানবিক আচরণই রাগের আগুনে পানি ঢেলে দিল। যুক্তির ভাষায় কথা বলার সুযোগ তৈরি হলো। শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ খুশি মনে আপিলের পথ ধরলেন। এখানে কর্মকর্তা জিতলেন আইন দিয়ে নয়, ভালো ব্যবহার দিয়ে।

আরেক ঘটনায় এক উদীয়মান সংবাদকর্মী তথ্য নিতে এসে ব্যক্তিগত প্রশ্নে জড়িয়ে পড়লেন। কর্মকর্তা আইন জানালেন, কিন্তু অপমান করলেন না। ফোকাল কর্মকর্তার কাছে পাঠালেন, আপ্যায়ন করলেন। পরে বোঝা গেল তিনি আসলে কর ফাঁকিবাজের পক্ষের লোক। তখন চারদিক থেকে চাপ আসতে লাগল-মিথ্যা তথ্য, দায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন, ব্যক্তিগত অনুসন্ধান। তবুও কর্মকর্তা বললেন, "দায়িত্ব দেওয়া কর্তৃপক্ষের বিষয়, আর নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে তা পালন করা আমার কর্তব্য।" ভিতরে কষ্ট থাকলেও বাইরে রইল হাসি। কারণ কর কর্মকর্তা জানেন-রাষ্ট্রের স্বার্থের কাছে ব্যক্তিগত অনুভূতি তুচ্ছ।

এক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক আইনগত প্রতিনিধিকে এড়িয়ে নিজে শুনানীতে উপস্থিত হন। উৎসে করের প্রমাণ না দিয়ে সমঝোতার প্রস্তাব দিলেন। কর্মকর্তা আইন অনুযায়ী অনড় থাকায় হুমকি এলো- "গুলি করবো।" এই মুহূর্তে ভয় পাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু কর্মকর্তা হাসলেন, চা অফার করলেন এবং দায়িত্বে অটল থাকলেন। এটি শুধু সাহস নয়, এটি নৈতিক দৃঢ়তার প্রকাশ-যেখানে ক্ষমতা বা ভয় কোনোটাই সিদ্ধান্ত বদলাতে পারে না।

এই কর্মকর্তা সবসময় নিজের দরজা খোলা রাখেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন-স্বচ্ছতা নিজেই একটি জবাবদিহি ব্যবস্থা। কর্মচারীরা কিভাবে সেবা দিচ্ছে, মানুষ কিভাবে সেবা পাচ্ছে-সব তিনি দেখতে চান। তিনি জানেন, মানুষ অজান্তেই কখনো কখনো দুর্বল হয়ে পড়ে, তাই দরজা খোলা মানে নিজেকেও নিয়ন্ত্রণে রাখা।

এক রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী উকিল সাহেব এলেন শুনানিতে। অফিসের সবাই অবাক-তিনি তো সাধারণত শুনানীতে হাজির হন না। কর্মকর্তা সৌজন্য বজায় রাখলেন, হাত মিলালেন, কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু সিদ্ধান্তে কোনো ছাড় দিলেন না। বরং আগেই সংগৃহীত তথ্য

দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন-ক্ষমতা থাকলেই আইনকে পাশ কাটানো যায় না। এখানেও জয় হলো প্রস্তুতি ও তথ্যভিত্তিক চৌকসতার।

সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা সেই প্রভাবশালী দালালের। ফোনে পরিচয় উঠে এলেও কর্মকর্তা রিসিভ করেননি। অফিসে আসার আগেই কর্মকর্তা তথ্য যাচাই করলেন-ই-টিআইএন, রিটার্ন, সামাজিক মাধ্যম, নিবন্ধিত সার্কেলে রিটার্ন দেন কিনা তার তথ্য। যখন লোকটি অন্যের কাজ নিয়ে এল, তখন নিজের রিটার্ন না দেওয়ার বিষয়টি সামনে এলো। এক কথায় লোকটি হতবাক। কিন্তু কর্মকর্তা ভালো আচরণ করলেন, দিলেন শিক্ষা-নিজের ফাইল ঠিক করার পরামর্শ। এটিই ছিল এক ধরনের নৈতিক ইনজেকশন-যা হয়তো দীর্ঘমেয়াদে তাকে সঠিক পথে ফেরাবে।

একদিন এক দরিদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এলেন। চোখে ভয়, কণ্ঠে কাঁপুনি। হিসাবের ভুলে জরিমানার আশঙ্কা। কর্মকর্তা তাকে বসালেন, কাগজ বুঝিয়ে দেখালেন, কীভাবে সংশোধনী রিটার্ন দিলে সমস্যা কমবে। লোকটি কাঁদতে কাঁদতে বললেন- "স্যার, প্রথমবার মনে হলো সরকার আমাকে শত্রু মনে করেনি।" এই একটি বাক্যই কর্মকর্তার সব ক্লান্তি দূর করে দিল।

আরেকদিন এক তরুণ অফিসার এসে বললেন- "স্যার, এত চাপের মধ্যে আপনি মোটিভেশন পান কোথা থেকে?" কর্মকর্তা হেসে বললেন, "যেদিন দেখি কেউ ভালো ব্যবহার পেয়ে আইন মানতে শিখছে-সেদিনই আমার মোটিভেশন।"

নতুন কর্মস্থলে যোগদানের মাত্র দশ দিনের মাথায় তাঁর জোনে একজন অভিজ্ঞ ও সৎ কর্মকর্তার পরিদর্শন আসে। নথি উপস্থাপন সত্ত্বেও কর আদায়ের সীমাবদ্ধতার কারণে কঠোর মন্তব্য শুনতে হয়। সে সময় বিষয়টি কঠিন মনে হলেও পরবর্তীতে তা ভিন্নভাবে প্রতিভাত হয়। কিছুদিন পর ঐ পরিদর্শনকারী অভিজ্ঞ ও সৎ কর্মকর্তা পদোন্নতি পেয়ে একাডেমির মহাপরিচালক হন এবং অনুজ কর্মকর্তা ছয় মাসের প্রশিক্ষণে মনোনীত হন। প্রশিক্ষণকালীন সময়ে তিনি প্রত্যক্ষ করেন-কঠোরতার আড়ালে রয়েছে শিক্ষাদান ও সক্ষমতা গড়ে তোলার আন্তরিক প্রয়াস। তখনই বোঝা যায়-সেদিনের অভিজ্ঞতা ছিল ভবিষ্যতের প্রস্তুতি।

কর্মকর্তার পেশাগত চাপ অফিসের গণ্ডি পেরিয়ে ব্যক্তিজীবনেও প্রভাব ফেলে। দিনের কাজ শেষে বাসায় ফিরেও দায়িত্বের আলোচনা থেমে থাকে না-বিশেষত যখন জীবনসঙ্গীও একই পেশার সঙ্গে যুক্ত। তবুও পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে এই চাপ সামাল দেওয়া হয়। কারণ তাঁরা জানেন-এই পেশা কেবল চাকরি নয়, এটি একটি দায়বদ্ধতা।

কর কর্মকর্তার দায়িত্ব কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ নয়। ভালো ব্যবহার প্রশাসনকে মানবিক করে, চৌকসতা অন্যায় প্রতিরোধ করে এবং নৈতিক দৃঢ়তা রাষ্ট্রকে শক্ত ভিত দেয়। প্রতিদিনের চাপ, প্রভাব ও চ্যালেঞ্জের মাঝেও যারা সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন-তারাই রাষ্ট্রের নীরব শক্তি। এই প্রশিক্ষণ তাকে শিখিয়েছে- আইন প্রয়োগের পাশাপাশি মানুষ হওয়াটাই সবচেয়ে বড় যোগ্যতা।

স্মৃতির ভাঁজে আমরা

মাহাবুবুল হাসান
সহকারী কর কমিশনার (বিভাগীয় কর্মকর্তা)

একদিন সময় আমাদের থামিয়ে দিয়েছিল,
অল্প হাসি, অল্প কথায়।
সেই মুহূর্তে বুঝিনি-
এটাই একদিন স্মৃতি হয়ে যাবে।

একই আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে
স্বপ্ন বুনেছি নির্ভয়ে,
জানি না ভবিষ্যৎ কোথায় নিয়ে যাবে,
তবু বিশ্বাস ছিল একে অন্যে।

আজ পথ আলাদা, ঠিকানা ভিন্ন,
দিনগুলো ছুটে যায় নিজের মতো।
তবু কিছু অনুভূতি থাকে অটল,
সময়ও যাদের ছুঁতে পারে না কোনো মতো।

এই স্যুভেনিরের পাতায় পাতায়
লুকিয়ে আছে আমাদের গল্প,
হাসি, নীরবতা আর বন্ধুত-
যা কখনও হবে না অল্প।

যখন জীবন ক্লান্ত করে তুলবে,
অচেনা ভিড়ে একা লাগবে,
এই শব্দগুলো মনে করিয়ে দেবে-
আমরা ছিলাম, আমরা আছি, স্মৃতির ভাঁজে।

ভারসাম্য

তাহমিনা ইয়াসমিন
সহকারী কর কমিশনার (৪১তম বিসিএস)

ভোরের আলো ফোটার আগেই আমার দিন শুরু হয়। পাশে ঘুমন্ত বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকি, আজ আমার বাচ্চারা ঠিক মতো খাবার খাবে তো? গোসলটা সময় মত হবে তো? কাজের লোকটি আবার তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করবে নাতো? এসব চিন্তার সমাধান পেতে না পেতেই মনে পড়ে, অফিসের ওই অ্যাসেসমেন্টটি বাকি, আজকের মধ্যেই করতে হবে, ওই রিপোর্টটি স্যার আজকের মধ্যেই জমা দিতে বলেছেন। সব মিলিয়ে ভাবি, আজকের দিনটি ভালো যাবে তো?

এই গল্পটি শুধুমাত্র আমার গল্প নয় বরং প্রতিটি চাকরিজীবী মায়ের গল্প।

সংসার,সন্তান আর চাকরি - দায়িত্বের দিক থেকে কোনটি বড়, কোনটিই বা ছোট? কোনটিরই বা গুরুত্ব বেশি?
একজন মা আর স্ত্রী হিসেবে আমার কাছে আমার মাতৃত্ব বড়, আমার সংসার বড়। আর একজন চাকরিজীবী হিসেবে আমার দায়িত্ব, আমার কর্তব্য বড়।

ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে সংসার সামলানো এই পৃথিবীর জটিল কাজগুলোর একটি। তাছাড়া সময় না দেওয়ার অজুহাতে নানা বিষয়ে আত্মীয়দের ছোট ছোট তিরস্কার! আহহহ...

তাদের বারবার মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা, আমি ভালো মা নই। ভালো মা... আসলে, ভালো মা কাকে বলে? একজন ভালো মা, তার বাচ্চাদের জন্য কি করে? মাঝে মাঝে খুব জানতে ইচ্ছে করে।

অফিসের ফাইল এর চাপ, ট্রেনিং, সময়ের তাড়া, আর সামান্য ত্রুটি হলেই নানান প্রশ্ন ওঠে। আর যদি কপাল মন্দ হয়, অলিখিল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতেই থাকে। লজ্জা তখনই বেশি লাগে, যখন আমার পুরুষ সহকর্মী বলেন, আমাদেরও বাচ্চা আছে। তখন নিজেকে খুবই অপরাধী মনে হয়। কেন যেন চাকরিজীবী মায়ের কষ্ট উপক্ষিত হয়।

অথচ একজন চাকরিজীবী মায়ের মনে জমে থাকে আক্ষেপ -
বাচ্চার প্রথম বলা কথা না শুনতে পারার আক্ষেপ, তার প্রথম পদক্ষেপে বাবা-মা কারও পাশে না থাকার আক্ষেপ।

অন্যদিকে, আক্ষেপ থাকে সহকর্মীদের সাথে চা কফির আড্ডা, ছোট ছোট আলাপ মিস করার। আমাদের চারপাশে এমন উদাহরণ প্রতুল যে, কেউ কেউ তার উজ্জল ক্যারিয়ারও বিসর্জন দেয় সন্তানের কারনে, তাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে।

বাচ্চাকে খাওয়াতে গিয়ে বা তার অসুস্থতায় অফিসে দেরি হলে বা বাচ্চার জন্য অফিস থেকে একটু

আগে বের হলে যেমন খুব অপরাধবোধ কাজ করে, ঠিক তেমনি বাচ্চাকে না খাইয়ে অফিসে গেলে বা কোন কাজে অতিরিক্ত সময় অফিসে ব্যয় করলেও নিজেকে খুব অপরাধী মনে হয়।

সবাই বলে বাচ্চারা একটু বড় হলেই নাকি আমার সব চিন্তা চলে যাবে। অথচ বাচ্চা কে স্কুলে দেওয়ার সময় এগিয়ে আসছে বলে চিন্তায় আমার কপালে ভাজ - কি করব? কোন স্কুলে দিব? কে নিয়ে যাবে বা নিয়ে আসবে?
বদলি হয়ে যাচ্ছি? ওখানে ভালো স্কুল পাবো তো?

এভাবেই জীবন চলছে দিন গুনে গুনে। প্রতিনিয়ত, বাচ্চাদের ঠিকমতো মানুষ করে ভালো মা হবার প্রচেষ্টা এবং অফিসের কাজ সঠিকভাবে করে ভালো কর্মকর্তা হওয়ার প্রচেষ্টা থাকে। কখনো কখনো দুই দিক সামলাতে গিয়ে খুবই চাপ অনুভূত হয়। মনে বিষন্নতা জমে, শরীর ক্লান্ত হয়। চোখ দিয়ে অশ্রুও ঝরে।

বড় হয়ে গিয়েছি, মা হয়েছি, চাকরি করি, অফিসের বস। তাই কারো সামনে অনুভূতি প্রকাশ করতেও সংকোচ বোধ হয়। এ যেন অদৃশ্য চার দেয়ালে ঘেরা অস্তিত্ব।

প্রতিটি দিনের শেষে যখন রাত নামে, একজন চাকরিজীবী মা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সৃষ্টিকর্তার নিকট কৃতজ্ঞতা জানায় দিনটি ভালোভাবে শেষ হবার জন্য। আর প্রস্তুতি নিতে থাকে আগামী দিনের সংগ্রামের জন্য।

এত চাপের মাঝেও পাশে থাকে একজনই, স্বামী। নানান হতাশায় পাশে থেকে বলে, "আমি আছি, তুমি এগিয়ে যাও, তুমি পারবে।"

অফিসে সহকর্মীদের সামান্য সহানুভূতিও তাকে পাহাড়সম ভরসা দেয়। এতে সে শক্তি পায়, ধীরে ধীরে ভারসাম্য করতে শেখে। সে বুঝতে শেখে, সে স্ত্রী, একজন মা এবং একজন চাকরিজীবী হওয়ার সাথে সাথে একজন মানুষও।

সে জানে, সে নিখুঁত নয়। সে ক্লান্ত হয় কিন্তু হেরে যায় না। সে লড়াই চালিয়ে যায় নিরবে, আত্মবিশ্বাস নিয়ে। হয়ে ওঠে হাজারো কর্মজীবী নারীর রোল মডেল। তিনি হয়ে ওঠেন এমন নারী, যিনি তার সন্তান, সংসার, দায়িত্ব আর স্বপ্ন একসাথে সামলাতে পারেন।

তাই এখন আর আমি নিখুঁত হবার চেষ্টাও করি না। আমি শুধু আমার জায়গা থেকে নিজের সর্বোচ্চটা দিয়ে যেতে চাই - অফিসে একজন (ভাল) কর্মচারী হিসেবে আর বাসায় একজন ভালো স্ত্রী এবং মা হিসেবে।

একজন চাকরিজীবী মা এমন প্রতিটি নারীর প্রতিচ্ছবি যারা সন্তান, সংসার, দায়িত্ব সবকিছু একসাথে সামলে, নিজের সীমাবদ্ধতা গুলোকে মেনে নিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করে সামনে এগিয়ে যান। যার জন্য শুধু প্রয়োজন পাশে থাকা, সামান্য সহযোগিতা আর সহমর্মিতা। এভাবেই একজন চাকরিজীবী মা হয়ে ওঠেন ভারসাম্যের প্রতীক। "যিনি জানেন, আমি পারব।"

পরশমণি: একটি হারানো রাজ্যের উপাখ্যান

পরেশ চন্দ্র পাল

সহকারী কর কমিশনার (৪৩তম বিসিএস)

বারো ভুঁইয়াদের যুগ ছিল বাংলার ইতিহাসে এক সংকট ও প্রতিরোধের সময়। এই সময়েই সুন্দরবনের গহীনে নদী, বন ও জোয়ার-ভাটার প্রাকৃতিক দুর্গে ঘেরা একটি স্বাধীন জনপদ গড়ে উঠেছিল সপ্তমী রাজ্য। এই রাজ্যের শাসক ছিলেন রাজা নয়ন সিংহ; প্রজাদের কাছে তিনি পরাক্রমী, কিন্তু সময়ের বাস্তবতায় আপসহীন থাকা তার পক্ষে ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠেছিল।

রাজা নয়ন সিংহের কন্যা রাজমনি ছিলেন ব্যতিক্রমী এক রাজকুমারী। তিনি বিশ্বাস করতেন, "আমার পরিচয় রাজকুমারী নয় আমি একটি স্বাধীন ভূমির সন্তান।" রাজমণির এই মানসিকতা তাঁকে রাজদরবারের বহু সিদ্ধান্তের বিরোধী করে তুলেছিল।

সপ্তমী রাজ্যের সেনাপতি ছিলেন পরশ ঈশা খাঁর নেতৃত্বে মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবিচল এক যোদ্ধা। তাঁর বিশ্বাস ছিল, "স্বাধীনতা কোনো রাজকীয় অনুগ্রহ নয়; এটি মানুষ তার রক্ত দিয়ে অর্জন করে।" এই বিশ্বাসই তাঁকে আপসের রাজনীতি থেকে দূরে রেখেছিল।

মুঘল সম্রাট আকবরের শক্তি যখন ক্রমেই বাংলাকে গ্রাস করছে, তখন নয়ন সিংহ নিরাপত্তার পথ বেছে নেন। তিনি রাজমণির বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন রাজা মানসিংহের পুত্র জগতসিংহের সঙ্গে। এই বিবাহের বিনিময়ে মুঘলদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে তিনি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনাধিকার লাভ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাজমনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন "পরাধীন সিংহাসনের চেয়ে স্বাধীন মৃত্যুই অধিক মর্যাদার।" পরশও একই সুরে বলেন, "যেখানে তরবারি নত হয়, সেখানেই জন্ম নেয় দাসত্ব।"

এই সিদ্ধান্তের পর রাজমনি ও পরশ রাজদরবার ত্যাগ করেন। তারা ঈশা খাঁর শিবিরে যোগ দিয়ে জীবন পণ করে মুঘলবিরোধী যুদ্ধে অংশ নেন। ইতিহাসবিদেরা বলেন, এই সময়েই স্পষ্ট হয়ে ওঠে "রাজনীতি আপস শেখায়, কিন্তু প্রেম ও স্বাধীনতা আপস মানে না।" কিন্তু বাস্তবতা নির্মম। উন্নত অস্ত্র ও বিশাল বাহিনীর সামনে বারো ভুঁইয়াদের প্রতিরোধ একসময় ভেঙে পড়ে। পরাজয় নিশ্চিত জেনে পরশ বলেন,

"রাজ্য হারালে ইতিহাস বদলায়, কিন্তু স্বাধীনতা হারালে মানুষ বদলে যায়।" বন্দিত্ব বা আত্মসমর্পণ কোনোটিই তারা গ্রহণ করেননি। বঙ্গোপসাগরের তীরে দাঁড়িয়ে তারা সলিল সমাধি গ্রহণ করেন। এটি ছিল পরাধীনতার বিরুদ্ধে তাদের শেষ প্রতিবাদ।

কিছুদিনের মধ্যেই ঈশা খাঁর মৃত্যু ঘটে। এর মধ্য দিয়ে বাংলার স্বাধীন প্রতিরোধের এক স্বর্ণযুগের অবসান হয়। এরপর এক প্রলয়ঙ্করী সুনামি সপ্তমী রাজ্যকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে নেয়। জনপদ বিলীন হয়, রাজপথ নদীতে রূপ নেয়। যেন ইতিহাস নিজেই ঘোষণা করে "যে রাজ্য নিজের মানুষকে বাঁচাতে পারে না, সে রাজ্য টিকে থাকার অধিকারও হারায়।"

আজ সেখানে সুন্দরবন। কিন্তু ইতিহাস শুধু বিজয়ীদের কথা বলে না, কারণ "ইতিহাস বিজয়ীদের লেখা হয়, কিন্তু লোককথা বাঁচিয়ে রাখে পরাজিতদের সত্য।" স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস, গভীর রাতে জোয়ারের শব্দে আজও ভেসে আসে এক নাম "পরশমণি" তাদের মতে, "পরশ আর রাজমনি মরেনি; তারা সুন্দরবনের নীরবতায় রয়ে গেছে।"

মার্কস ডিডাক্‌টেড এ্যাট সোর্স

রাবিয়া আক্তার
সহকারী কর কমিশনার (৪১তম বিসিএস)

[ডিসক্লেইমার: চরিত্র গুলোর সাথে বাস্তবে মিল থাকলেও ঘটনা সমূহ একেবারেই কাল্পনিক]

প্রশিক্ষণার্থীদের সুশৃংখল রাখতে পেনাল্টি হিসেবে মার্কস-ডিডাক্টেড এট সোর্স (MDS) পদ্ধতি চালু করেছে বিসিএস (কর) একাডেমি। প্রশিক্ষণার্থীদের যে কোন ভুল বা অশোভন আচরণের উৎসেই (সাথে সাথেই) শাস্তি স্বরূপ নম্বর কর্তন, এটাই গউঝ এর মূল বিষয়। আয়কর আইনে যেমন TDS , কর একাডেমি তে তেমনি MDS রয়েছে এক বিরাট তাৎপর্য নিয়ে। ইতোমধ্যে এই জালে আটকে পাশ মার্কের নিচের ঘরে অবস্থান করছি আমি। তাতে আমার কিছু যায় আসে না। কারণ ,শুনেছি ফেল করলে দ্বিতীয়বার কোর্সে আসা যায়। গোছানো সুন্দর আয়েশের জীবন আর বাহারি খাবারের মেলায় দ্বিতীয়বার আসার সুযোগ এলে একেবারে মন্দ হয় না। MDS এর চক্করে কেবল আমিই না, গুটি কয়েক বাদে প্রায় সকলেই আটকেছে একবার হলেও। তারই কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা থাকছে এই রচনায় -

ঘটনা সমূহ :
"আমাদের নতুন ছেলেপেলেদের Patronize করতে হবে ইনসেনটিভ দিয়ে যেন তারা integrity টা বজায় রাখতে পারে" এমন সুন্দর প্রস্তাবনা দিয়ে যাচ্ছে গত ৬ মাস ধরে ব্যাচের সবচেয়ে মডেস্ট ছেলেটা। এই বার্তা পৌঁছে গেছে সিআইসি থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয়ের কান বরাবর। অতি যৌক্তিক এই সময়ের দাবির স্বপক্ষে আমাদের সকলের ভোট আছে। ট্যাক্স ক্যাডারের সচেতন অফিসার মাত্রই বিষয়টাতে সায় দিবেন। কিন্তু অফিসিয়াল চ্যানেল বলতে তো একটা কথা আছে। ছয় মাস ট্রেনিং কালের কোনদিন ফ্যাকাল্টির কারো সাথে কথা না বলে ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়ার ফলে বার্তা প্রদানকারী ব্যক্তিকে CMT কর্তৃক তলব করা হলো। যথারীতি উএ স্যারের রুমে হিয়ারিং বসলো। সকলের প্রশ্ন বানে জর্জরিত হয়ে ছেলেটা অবশেষে বলল "একাডেমীর প্রশিক্ষণার্থী এমন পাকনামি করলে পেট্রোনাইজ নয় পেনাল্টি করতে হবে মার্কস ডিডাক্ট করে"। CMT তে থাকা দুই withholding সদস্য সহ সকলেই সমস্বরে বলল ঠিক ঠিক ঠিক। যথারীতি আদেশ পত্রে রায় দিয়ে ৫ নম্বর কর্তন করে হাতে হাতে ডিমান্ড নোটিশ ধরিয়ে দিলেন CMT স্যার গণ। ব্যাপারখানা আমাদের সকলকেই খুব কষ্ট দিয়েছে কারণ ডিজি অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার একমাত্র যোগ্য প্রার্থী কিনা গউঝ এর খপ্পরে পড়ল!!

২. ক্লাসের বিখ্যাত আদুরে ছেলেটা হঠাৎ চুপ করে গেল। শীতের রুক্ষ শুকনো মলিন হওয়ার মত তার "I have a question " বলে জানার আগ্রহটা কিভাবে যেন মরে গেল। কেন? কমবেশি অনেকেই উদ্বিগ্ন সেটা নিয়ে। প্রশ্ন সবার মনে থাকলেও আলসেমি কিংবা লজ্জায় অনেকেই মুখ খুলে না। ফ্রিতে উত্তর মিলে কেবল এই ছেলেটার থেকে। ফলাফল ছেলেটা কম বেশি সবারই প্রিয়। এমন একটা ছেলে মুখ ভার করে নুয়ে পড়বে এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না এফসি-৩১।

প্রতিনিধি হিসেবে এগিয়ে গেলেন আমাদের প্রিয় নীলুদা। ডাক দিলেন ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির। চটপটে দুই জুনিয়র সদস্যকে গোয়েন্দাগিরির দায়িত্ব দেওয়া হল। তাদের তদন্ত প্রতিবেদন দেখে mighty নিলুদার মাথা চড়কগাছ। একি! এও সম্ভব!! পৃথিবীর কোথাও কি এমন ঘটনা ঘটে!! পৃথিবীতে না ঘটলেও পৃথিবীর খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা স্থান এই কর একাডেমীতে সেটা ঠিকই ঘটেছে। প্রশ্ন করার পাশাপাশি অতিরিক্ত প্রশংসায় সিএমটি স্যাররা খুশি হয়ে অনেক দিন খেয়াল না করলেও অবশেষে চতুর্থ মাসে এসে সকলে ঐকমত্য হলেন যে, এই ছেলে ইচ্ছে করেই সকলের একই ধরনের প্রশংসা করে। এই যেমন, ইরিন ইসলাম জুলি স্যারের ক্লাসের পাশাপাশি শাড়ির প্রশংসা করে যে অভ্যাস হয়েছিল, ডিরেক্টর স্যারের এক শীতের সকালের ক্লাসে স্যারের শালের প্রশংসা করতে গিয়ে আনমনে খুব কনফিডেন্টলি শাড়ির প্রশংসা করেছিল। রেজাল্ট? ১০ সদস্য বিশিষ্ট ফ্যাকাল্টির সকলেই দুই নম্বর করে কর্তন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সো, MDS ইজ ২০। এটা কিভাবে যেন জানতে পেরে ছেলেটা সেই যে চুপ হল এরপর কেবল একটা বাক্যই সকলের সামনে বলেছিল "বোবার কোন শত্রু নেই, সাড়ে তিন লাখে কোন ট্যাক্স নেই।"

রেজিস্টার দেখতে গিয়ে নীলুদা দেখেন ঘটনা সত্যি। এমনকি তার এই কর্তনে কোন নম্বর প্রত্যর্পণ কিংবা আপিলের সুযোগ নেই। মোটামুটি final settlement বলা যায়। নিলুদা হতাশ হয়ে ফিরে এসে কোন সমাধান না পেয়ে এতোটুকু আশ্বাস দিলেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম (প্রশিক্ষণার্থী) যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, এজন্য তিনি নতুন TRO (Trainee Regulatory Order) জারি করে MDS এর অপসংস্কৃতি রোধের চেষ্টা করবেন। সকলেই এক বুক আশা নিয়ে তাকিয়ে রইল নিলুদার পরবর্তী কর্ম উদ্যোগের জন্য।কারণ, তাঁরা বিশ্বাস করে 'আশাই জীবন জীবনের শ্রী'।

৩. সিরিয়ালে আমার সামনে বসা ব্যক্তিটি কথায় কথায় হাসেন। কথা ছাড়াও তাকে হাসতে দেখা যায়। প্রশ্ন করলে বলেন "আমি হাসি না আমার চেহারাটাই এমন"এই বলেও হাসতে হাসতে লুটিয় পড়েন মাটিতে। সামনে পেছনে বসে থাকা দুই ব্যক্তির তখন তাকে সামলে ক্লাসের পরিবেশ রক্ষা করা পবিত্র দায়িত্ব হয়ে যায়। এমনই এক ঘটনা ঘটেছিল ডিরেক্টর স্যারের (রিগ্যান চন্দ্র দে) সেশনে। হঠাৎ তিনি হাসতে হাসতে চেয়ার নিয়ে পড়ে গেলেন। পুরো ক্লাস হতবাক। এই হাসির কারণ জানতে চাইলে তিনি জানালেন 'তার পতিদেবের নাম "রিগ্যান দাস" এই বলে আবারো হাসতে হাসতে মূর্ছা গেলেন তিনি। অবস্থা বেগতিক দেখে সেশন বিরতি দিলেন স্যার। কিন্তু এমডিএস এর কঠিন নিয়ম থেকে স্যার এক চুলও নড়লেন না। যদিও নামের সাথে মিল থাকায় মিতার স্ত্রী হিসেবে সম্মান প্রদর্শনপূর্বক মাত্র ১ নম্বর কর্তন করেছিলেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছিল।

৪. অন্তরঙ্গণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, মেস নাইট, গেস্ট নাইট আর পিকনিকের ঝলমলে কাপল ফটো দেখে সাতজন ব্যাচেলর হঠাৎই বিদ্রোহী হয়ে উঠল। কিন্তু কোন আন্দোলন প্রতিবাদ না করতে পারায়, উপায় না দেখে অবশেষে সিদ্ধান্ত নিল বিয়েটা করতেই হবে। যথারীতি পাত্রী চাই বিজ্ঞাপনে ছেয়ে গেল একাডেমী। বিজ্ঞাপন দেয়ার মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই তা চোখে পড়লো সিএমটি তে থাকা এক ব্যাচেলর স্যারের। অভিভাবক হিসেবে ছেলেদের বিজ্ঞাপন সরিয়ে স্যার নিজেই এগিয়ে গিয়ে বড় বড় পোস্টার লাগালেন।আর অগ্রগামী হিসেবে স্যারদের কোন ভরসা করা গেল না, তাই lack of trust ইস্যুতে একটি গণ-শোকজ লেটার চলে আসলো এবং প্রাপ্ত নম্বরের ৭ পার্সেন্ট হারে MDS এর সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

৫. কোন এক অদ্ভুত কারণে কাঁপা গলায় জনৈক ব্যক্তির প্রেজেন্টেশন দিতে গেলেই বিশেষ মুহূর্তে

আমাদের সম্মানিত ডিজি স্যার এসে উপস্থিত হন। অধিক চাপে হযবরল হয়ে এমন অবস্থার সূচনা হয় যে, মার্কশিটে ঘষামাজা করতে না চাইলেও "DCT shall impose" এর মত বাধ্য হয়ে জরিমানা স্বরূপ দুই নম্বর কেটে পুনরায় ডিজিট লিখেন CMT স্যাররা। বলে রাখা ভালো, এই জরিমানায় ২৮০ ধারার মতো কোনরূপ শুনানির নোটিশ আসে না। তবে ট্রেইনিদের কানে তথ্য ঠিকই চলে আসে।

৪. নতুন মায়েরা নাস্তা নিয়ে যথারীতি সুন্দর করে বক্সে সাজিয়ে নিজেকে স্যুট, ব্ল্যাক সু আর নেম ট্যাগ দিয়ে কমপ্লিট ট্রেইনি করে যেদিন লিফটের জন্য অপেক্ষা করে সেদিন কাক পক্ষী ও থাকে না লিফটে। স্যার রা তো বহুদূর। অথচ একদিন স্যান্ডেল পরে, দৌড়ে গিয়ে প্লেটে খাবার নিয়ে যখন হেলতে দুলতে আসছি তখন সদল ফ্যাকাল্টির সাথে দেখা হয়ে যায়। অবাক করে স্যার যখন জিজ্ঞেস করে প্লেটে খাবার কেন? অতি চালাকি করে "স্যার বেবিদের জন্য" বলে পার পেতে গিয়ে পরে শুনি উপস্থিত চারজন মাদারদের মধ্যে অতি পাকনামির জন্য আমার নামেই রিপোর্ট হল। গউঝ এর মান নির্ধারিত হলো আমার বেবির বয়স আর উপস্থিত মাদারদের সংখ্যার গুণফল। সুতরাং তার মান দাঁড়ালো 1×4=4। ভাগ্যিস বাবা তুই বছর পাঁচেক আগে জন্মাসনি, তা না হলে MDS এর মান গিয়ে ঠেকতো ঋণাত্মক দিকে। আর আমার থেকেই একাডেমী উল্টো রিফান্ড পেত।

৬. ব্যাচের ফার্স্ট গার্ল হঠাৎ হঠাৎই জ্বলে উঠেন। অতি প্রতিবাদী এই চরিত্র এত এত ডিডাকশন এর বিষয়ে বিরক্ত হয়ে সকলের সাথে মতবিনিময় এর উদ্দেশ্যে মিটিংয়ে বসলেন। তিনি জানালেন কিছুতেই আর চুপ করে থাকা যাবে না। এত ছোটখাটো ভুলের জন্য আমাদের মার্কস কর্তন করতে পারলে আমরাও পারি CMT দের ভুল বের করতে। "কোন মানুষই ভুলের উর্ধ্বে নয়, খুঁজলে অবশ্যই কোন ভুল ধরা পড়বে" বলে মত দিলেন ক্লাসের সবচেয়ে প্রবীণ শান্ত চুপচাপ থাকা ব্যক্তিটি। আমরা খুঁজে খুঁজে প্রায় ২১২ টি কারণ বের করলাম। সেখান থেকে গণভোটের মাধ্যমে একটি কারণ সিলেক্ট করা হলো। সেটি খুব বড় অপরাধ / ভুল বলে সকলেই ঐকমত্য হলেন।

পাসিং আউট সুন্দর ভাবে সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে সকল প্রশিক্ষণের সার্টিফিকেট এক সপ্তাহ আগেই প্রস্তুত করা হলো। গোপন সূত্রে খবর পাওয়া গেল এখানে একজনের সার্টিফিকেটের নাম এসেছে "অ্যাকুয়া রেজিয়া"। ক্লাসের গোয়েন্দা কমিটি তৎপর হয়ে পরবর্তী কার্য দিবসেই প্রমাণ জোগাড় করে ফেললো। খবর পৌছে গেছে সিএমটি দের কানে। জরুরী বৈঠক আহবান করা হলো brainstorm এ। দুই CM কে ডেকে নিয়ে জেরা করা হলো। প্রতিবাদী আপা গিয়ে তার জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে আসলে CMT স্যাররা নমনীয় হলেন। বুঝতে পারলেন এক বিশাল ভুল হয়ে গেছে। যেহেতু প্রমাণ, দলিলাদি প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে রয়েছে ফলে বাধ্য হয়ে তারা MDS এর বিষয়ে সমঝোতা করতে রাজি হলেন। সিদ্ধান্ত হল এফিডেভিট ছাড়াই সার্টিফিকেট সংশোধন করে দিবেন। সেই সঙ্গে সকলের কর্তিত মার্কস থেকে ১০% হারে মার্কস রিফান্ড করবেন। সঙ্গে দুই মাস পূর্বে যাদের নম্বর কর্তিত হয়েছে তাদেরকে সরল সুদ আকারে ৫০% অধিক হারে রিফান্ড দেয়া হবে। সকলেই এই সিদ্ধান্তে মহা খুশি, তারপরও সাসটেইনেবল ইমপেক্ট বলতে তো একটা কথা আছে। ভবিষ্যতে যেন এমন ভুল আর না হয় এবং MDS এর অপসংস্কৃতির অস্তিত্ব যেন না থাকে এ বিষয়ে লিখিত অঙ্গীকার নিয়েছে প্রশিক্ষণার্থীরা।

নটে গাছটি মুড়ালো আমার রম্য গল্পটি ফুরালো।

আমাদের গান

নীলাক্ষি রতন মন্ডল
সহকারী কর কমিশনার (বিভাগীয় কর্মকর্তা)

যোগ ব্যায়াম আর জিমে গিয়ে সকাল টা হয় শুরু-
কপালভাতি আর পুশআপ দিয়ে চলছে শুরু।

ঢুলু ঢুলু ক্লাস করে ছয়টা মাস পার-
মানছে না মন ক্লাস রুমে, পারছি না গুরু আর।।
পারিনা সামলে, ইয়োগার চাপ সামলে
দেরি হলে কখন জানি দেয় শো কজটা

ডি.জি স্যার এসে পড়ায় পারহেসিয়া আলথুসার-
৬০৯ এ পিছনে বসবো বলে আগে ব্যাগ রাখা দরকার।

পরীক্ষা না দেওয়ার কত অজুহাত, ছাড়ে না ফ্যাকাল্টি-
আমরা যে চাই ফাঁকি দিতে, ওরা চায় ডিফিকাল্টি।

পারিনা সামলে জিমের চাপ সামলে,
দেরি হলে কখন জানি দেয় শো কজটা।।

ক্লাস অফ হলে মুড অন করে নিতে খেলার রুমে ঢুকি-
কেউ কেউ শুধু মোবাইল চাপে, কেউ খায় চা কফি।

বিন্দাস খাচ্ছি দাদনের হোটেলে, নেই কোন এংজাইটি-
এসেসমেন্টের চাপ নেই, ভালো লাগে একাডেমি।
পারিনা সামলে, মনের ব্যথা সামলে-
দুদিন পর সবাই হবো একা ভোকাট্টা।।

সন্ধ্যা পাড়ে নি:সঙ্গ এসিটি

জাবের খান

সহকারী কর কমিশনার (৪১তম বিসিএস)

এক মাসের এএলসি কোর্স শেষে যোগদান করি কমিশনারের কার্যালয়, কর অঞ্চল বরিশালে। জুলাই ১৪, ২০২৪ সাল, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে উত্তাল সারা দেশ। আমার প্রথম পদায়ন হল উপ-কর কমিশনারের কার্যালয়, সার্কেল- ১৭, স্বরূপকাঠি। উপজেলায় অবস্থিত খুব সাধারণ মানের অফিস, কর্মকর্তার জন্য একটি কক্ষ বরাদ্দ রয়েছে, শুরু হল আমার বিবাহিত ব্যাচেলর জীবন।

সারাদিন কাজ শেষে সবাই ফিরে যায় নিজ গৃহে, আমি পড়ে রই একা। একাকীত্ব আমি বরাবরই উপভোগ করতাম। তবে এবারের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। এই একলা জীবন আমি পছন্দ করে গ্রহণ করিনি, মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি। বৃহস্পতিবার অফিস শেষে ঢাকায় অথবা চাঁদপুরে, শনিবার রাতে ফিরে আসি।

বিকেল বা সন্ধ্যায় হাটতে যেতাম সন্ধ্যা নদীর তীরে, ইচ্ছে হলে নদী পার হয়ে মিয়ার হাট এবং ইন্দুর হাট ঘুরে দেখা। খরস্রোতা সন্ধ্যার জলে ভেসে চলা কচুরিপানা, ডুব দিয়ে খানিক বাদে ভেসে ওঠা পানকৌড়ি, নদীর পাড় ঘেঁষে সারি সারি কাঠ কাটার মিল, রাস্তার দুধারে বিস্তৃত নার্সারি, নদী কেন্দ্রিক জন জীবনে ব্যস্ততা এসব দেখেই কেটে যেত শেষ বেলা।

মাঝে দু-একবার দেখে এসেছি আমড়াঝুড়ি, ভাসমান পেয়ারা-আমড়া বাজার, সোহাগদল, সবখানেই নদী পথ, ডিঙি নৌকা। নির্মল প্রকৃতি, ঝঞ্জাট মুক্ত জনজীবন, নদীকেন্দ্রিক প্রাণচঞ্চল অর্থনীতি আর নি:সঙ্গ আমি।

পয়েন্ট অব নো রিটার্ন

রাশেদ মিনান রাব্বী
সহকারী কর কমিশনার (৪৯তম বিসিএস)

সালটা ২০২৪। দিনটি আলাদা করে মনে রাখার মতো কিছু ছিল না। না কোনো উৎসব, না কোনো বিশেষ উৎকণ্ঠা।

একটি সাধারণ দিন যে দিনগুলো ক্যালেন্ডার নিজেও চিহ্নিত করতে ভুলে যায়।

সকালে নাস্তার টেবিলে বসে ডিম পোচের আধসেদ্ধ, ফিকে হলুদ তরল কুসুমটিকে কাঁটা চামচ দিয়ে সমূলে বিদ্ধ করে বেরিয়ে আসা তরলটুকু আঙুলের ডগায় নিয়ে মুখে পুরে দিতেই হারুন সাহেবের মনে হলো কিছু একটা নেই। লবণ দেওয়া হয়নি। বিষয়টি বুঝে উঠতেই তার মেজাজ বিগড়ে গেল। হাঁক ছেড়ে স্ত্রীকে ডাকলেন, "এই! কোথায়? এখানে শুনে যাও তো।"

এই অবস্থায় হঠাৎ তার মনে পড়ল কোথায় যেন পড়েছিলেন, আধসেদ্ধ ডিম পোচ বেশি খেলে আলঝেইমার রোগের ঝুঁকি বাড়ে। ওই তরল কুসুমে নাকি কোনো এক বিদঘুটে নামের জীবাণু থাকে যথেষ্ট তাপ না পেলে যা অনেক সময় মরে না, বরং সুরুৎ করে গলা বেয়ে ঢুকে পড়ে, আর আলঝেইমার ঘটায়।

"জীবাণুটা গলা বেয়ে মস্তিষ্কে যায় নাকি? কী জানি!" তাতে হারুন সাহেবের কী! প্রতিদিন সকালে নাস্তায় এই ডিম পোচটাই তার চাই- অর্ধতরল, ফিকে হলুদ আর ঈষদুষ্ণ।

তিনি আবার স্ত্রীকে ডাকলেন। গৃহস্থালির কাজ ফেলে স্ত্রী জোবায়দা বেগম এসে ডিম পোচটি চেখে দেখলেন। বললেন সব ঠিকই আছে, তবু কথার ভেতরে একরকম দ্বিধা রয়ে গেল। প্রিয় ডিম পোচের ব্যাপারে হারুন সাহেব সাধারণত সংযম হারান, অথচ সেদিন আর কিছু বললেন না। ইদানীং এমনটাই হচ্ছে- খাবারে স্বাদ আছে, তবু মনে হয় নেই; বেড়াতে যান, দামী রেস্তোরাঁয় বসেন, তবু কোথাও যেন কিছু অপূর্ণ থেকে যায়।

খাওয়া শেষে হারুন সাহেব আয়কর অফিস খুঁজতে বের হলেন। আজ যেহেতু আর কোনো কাজ নেই, রিটার্নটাই জমা দেওয়া যাক। আয়কর অফিসগুলো সাধারণত ভাড়া করা ভবনে থাকে। আগের অফিস বিল্ডিংটি চিনতেন, কিন্তু স্থান পরিবর্তনের পর নতুন অফিসটি কোথায় তা জানা নেই। গাড়ি চালিয়ে অনেক খুঁজে শেষে এক মোড়ে পেলেন এক বয়স্ক লোক- বিচিত্র দর্শনধারী; ধবধবে সাদা চুল, দাড়ি আর পোশাক সবই সাদা। লোকটি তাকে রাস্তা দেখিয়ে দিল।

অফিসটা বেশ রহস্যময়। কুচকুচে কালো একটি বিল্ডিং একা দাঁড়িয়ে আছে - চারতলা মতো হবে। শহরের এই প্রান্তে এমন একটি রহস্যময় ভবন রয়েছে, তা তার জানা ছিল না। ভেতরে ঢুকতেই ফ্লুরোসেন্ট লাইটের উজ্জ্বল আলোয় তার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। দেয়াল, মেঝে, চেয়ার-টেবিল সবই সাদা। নিজেকে সামলে নিয়ে দেখলেন, অফিসে কেউ নেই। একটু ভালো করে তাকিয়ে বোঝা গেল বিশাল হলঘরের শেষ প্রান্তে নথির স্তূপে ঢাকা পড়ে কেউ একজন একমনে কম্পিউটারে টাইপ করে চলেছেন। কথা বলতে এগোবেন ঠিক সেই মুহূর্তে যেন দেয়াল ভেদ করে তার সামনে আবির্ভূত হলো এক ব্যক্তি- ছোটখাটো গড়ন, মুখে এক অদ্ভুত স্থায়ী হাসি। বললেন, "কী দরকার, বলুন?"

হারুন সাহেব গোমড়া মুখে কিছুটা বিরক্তি নিয়ে বললেন, "আয়কর রিটার্ন পূরণ করব।" কী ঘটছে তা ঠিক বুঝতে না পারায় তার মেজাজ দ্রুত খারাপ হচ্ছিল। লোকটি একই হাসিমুখে বলল, "এখন আর

ট্যাক্স অফিসে রিটার্ন পূরণ করা হয় না। আপনি নিশ্চিন্তে বাসায় যান, ফরম আপনার বাসায় চলে যাবে।" শ্রাবণ মেঘের মতো ঘনীভূত একরাশ বিরক্তি বুকে নিয়ে হারুন সাহেব বাড়ি ফিরে এলেন, আর ভাবতে থাকলেন আজ তার সঙ্গে আসলে কী ঘটল।

বিকেলে পার্কে পায়চারি শেষে ড্রইং রুমের টি-টেবিলের ওপর একটি রিটার্ন ফরম চোখে পড়ল। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন কেউ এসেছিল কি না। স্ত্রী কোনো সদুত্তর দিতে পারলেন না। তিনি বিরক্ত স্বরে বললেন, "বাসায় কে আসে কে যায় কোনো খবরই নেই! এভাবেই তো চলছে আমার সংসার!" ফরমটি হাতে নিয়ে গজগজ করতে করতে স্টাডি রুমে ঢুকলেন।

হারুন সাহেব সরকারি কর্মকর্তা। নামে-বেনামে প্রচুর সম্পদের মালিক। অফিসের নথিতে যা আছে, তার চেয়ে বেশি আছে তার স্মৃতিতে, আর স্মৃতির চেয়েও বেশি আছে তার অভ্যাসে। তিনি জানেন কোন সম্পদ কখন 'দেখাতে' হয়, আর কোনটি সময়মতো চোখের আড়ালে রাখতে হয়। হিসাবের খাতায় তিনি যতটা নিরীহ, বাস্তব জীবনে তার লেনদেন ততটাই নিঃশব্দ।

তাকে কৃপণ বলা যায়, কারণ অপ্রয়োজনীয় কোনো খরচ তার সহ্য হয় না; ঠান্ডা মাথার ও স্বার্থসচেতন, কারণ সামান্য স্বার্থহানিতেও তার কণ্ঠস্বর নিয়ম ভাঙে; আর চতুর, কারণ নিয়ম ভাঙার পরও তিনি নিয়মের ভাষাতেই কথা বলেন।

হারুন টেবিলের ওপর ফর্মটি রেখে ধীরে ধীরে পূরণ করতে লাগলেন। ছাদের ফ্যানটি ক্লান্ত কেরানির মতো শব্দ করছিল। বাইরে শহর নিজের হিসাব নিজেই মেলাচ্ছিল; ঘুমের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। রাত বারোটা নাগাদ ফরম পূরণ শেষে তিনি তৃপ্তির সঙ্গে কিছুক্ষণ সেটি দেখে নিলেন। "নাহ, কোথাও কোনো ফাঁকফোকর নেই।" তিনি মিথ্যা লেখেননি; শুধু সবটা লেখেননি।

কয়েকটি সেভিংস অ্যাকাউন্ট- অত্যন্ত সযত্নে গচ্ছিত তার একান্ত সঞ্চয়। যেগুলোর ব্যবহার তিনি করেন খুব সতর্কতার সঙ্গে; বরং ব্যবহার না করাকেই তিনি নিরাপত্তা বলে মনে করেন।

এ বছরে কেনা স্ত্রীর কিছু গহনা যা সিন্ধুকের ড্রয়ারে পড়ে থাকে। স্ত্রীকে এখন আর তেমন ব্যবহার করতে দেন না। প্রায় ভুলে যাওয়া, তবু প্রয়োজন হলে স্মৃতি হিসেবে নয় বরং জামানত হিসেবে ভাবা যায়।

সম্প্রতি রেজিস্ট্রিকৃত এখানে সেখানে কয়েক খণ্ড জমি যা কাগজে আছে, জীবনে যার উপস্থিতি যতটা সম্ভব কম। উপস্থিত হলেও তার মূল্য ধরা হয় সম্ভাবনায়, ব্যবহারে নয়। এছাড়া আরও কিছু ছিল, যেগুলো লিখলে ব্যাখ্যা দিতে হতো। ব্যাখ্যা দিলে প্রশ্ন আসত। আর প্রশ্নের সঙ্গে হারুন সাহেবের সম্পর্ক বরাবরই অস্বস্তির। রিটার্ন পূরণের মুহূর্তে এগুলো তার কাছে সম্পদ মনে হয়নি বরং দায় বলেই মনে হয়েছে। তাই তিনি উল্লেখও করেননি। শেষে সই করলেন; খুব পরিপাটি, চূড়ান্ত। সেই রাতে তিনি আর কোনো স্বপ্ন দেখেননি।

সকালে ঘুম ভাঙতেই হারুন লক্ষ্য করলেন ঘরটি হালকা। রূপক অর্থে নয় বাস্তবেই। বইয়ের তাকটি সামনের দিকে হেলে আছে, যেন কিছু হারিয়ে ভারসাম্য খুঁজছে। সিন্ধুকের ড্রয়ার খুলে দেখলেন গহনাগুলো নেই। প্রথমেই মাথায় এল চুরি-ডাকাতির কথা। চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন সবকিছু একেবারে পরিপাটি। ডাকাতি হলে এমন হতো না। হারুন সাহেব ঠান্ডা মাথার মানুষ, তাই কোনো হল্লা করলেন না। কিছু বিপদের কথা পুলিশকে এমনকি পাড়াপড়শিকেও জানানো যায় না!

ব্যাংক অ্যাপ খুলে দেখলেন অ্যাকাউন্টগুলো নেই। বন্ধ নয়। জব্দ নয়। শুধু নেই! টেবিলের ওপর রিটার্ন ফর্মটি পড়ে ছিল। কিন্তু সেটি আর আগের মতো নাই। কালির রং ঘন যেন রাতভর কিছু গ্রহণ

করেছে। মার্জিনে নতুন লেখা যা হারুনের হাতের লেখার মতোই, কিন্তু অস্বস্তিকরভাবে শান্ত।

"উল্লেখ না করা সম্পদ সমন্বয় করা হয়েছে।"

"কিসের সঙ্গে? কার সঙ্গে?" -"সত্যের সঙ্গে"। হারুন সাহেবের মাথা ঘুরে উঠল।

সকাল দশটা সতেরো মিনিটে দরজার ঘণ্টা বাজল। বাইরে দাঁড়ানো লোকটির কোনো ইউনিফর্ম নেই, ব্যাজ নেই, ব্রিফকেসও নেই। তার হাসিটা যেন রিটার্ন ফর্মের মতো- ভদ্র, অথচ নির্লিপ্ত। হারুন সাহেব অস্বস্তি বোধ করলেন। পুলিশ কি কিছু জেনে গেল?

"শুভ সকাল," লোকটি বলল। "আপনার রিটার্ন সংক্রান্ত বিষয়ে।"

"আমি তো গতকাল রাতেই পূরণ করেছি," হারুন বললেন।

"হ্যাঁ," লোকটি মাথা নাড়ল। "আজ সেটি কার্যকর হয়েছে।"

"কারা কার্যকর করেছে?"

লোকটি সামান্য হাসল। "নিজেই।"

সে অনুমতি ছাড়াই ভেতরে ঢুকে পড়ল। ঘরটি আপত্তি করল না।

"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না," হারুন বললেন।

"বোঝা আবশ্যক নয়," লোকটি শান্তভাবে বলল।

তারা বসল। রিটার্ন ফর্মটি টেবিলের মাঝখানে রাখা হলো। এখন সেটি যেন নথি নয়- একটি সিদ্ধান্ত। পাতাগুলো নিঃশ্বাস নিচ্ছে বলে মনে হলো।

"আপনি কিছু সম্পদের কথা লেখেননি," লোকটি বলল। "ফলে সেগুলোকে আপনার মালিকানার দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।"

"মানে কেড়ে নেওয়া হয়েছে?"

"না," লোকটি বলল। "কেড়ে নিতে হলে বলপ্রয়োগ লাগত। এটি ছিল সামঞ্জস্য।"

"ওগুলো আমার ছিল," হারুন অসহায় ভঙ্গিতে বললেন।

লোকটি তাকাল। "ছিল?" "গতকাল আপনি নিজেই তা ভাবেননি।"

হারুন উত্তর খুঁজে পেলেন না। গতকালের যুক্তি আজ অগ্রহণযোগ্য হয়ে গেছে।

দিন যেতে লাগল। চলতে লাগল প্রতিদিন নতুন নতুন সমন্বয়, পূর্বের সব ফাঁকির সমন্বয়। জমিগুলো হয়ে গেল সরকারি উন্মুক্ত স্থান। টাকাগুলো রূপ নিল রাস্তা, আলো, নীরব অবকাঠামোয়। এমনকি অব্যবহৃত শখের গ্র্যান্ড পিয়ানো, বিশেষ দিনের সোনার ঘড়ি সবই কোথাও চলে গেল। রিটার্ন ফর্মটি প্রতি রাতে নিজে নিজেই হালনাগাদ হতে লাগল।

লোকটি প্রতিদিন আসত। চিনি ছাড়া চা খেত।

"আপনি আমাকে নিঃস্ব করে দিচ্ছেন," হারুন একদিন বললেন।

লোকটি হাসল। "আমি আপনাকে সম্পূর্ণ করছি।"

"এটা কেমন ব্যবস্থা?"

"যেটি মানুষকে নিজের লেখার দায় নিতে শেখায়," লোকটি বলল। "আপনি যা গুরুত্বপূর্ণ ভেবেছেন, সেটাই থেকে গেছে। যা গুরুত্বহীন মনে হয়েছে, তা বাদ পড়েছে।"

হারুন হঠাৎ খেয়াল করলেন সব হারিয়েও তিনি তেমন অনাহারে নেই, গৃহহীনও নন। জীবন চলছে-"নিরলংকার, নিশ্চিন্ত, দক্ষ"।

"আমি কি রিটার্ন সংশোধন করতে পারি?" হারুন জিজ্ঞেস করলেন।

"সব কিছু লিখে?" লোকটি কিছুক্ষণ ভেবে বলল, "তাহলে আপনাকে তা সত্যিই মানতে হবে।"

সেই রাতে হারুন আবার ফর্মের সামনে বসলেন। কলম হাতে দীর্ঘক্ষণ চুপ করে রইলেন। ভাবলেন স্ত্রীর গহনার কথা- দামের নয়, স্পর্শের উষ্ণতার। জমির কথা- বাজারমূল্যের নয়, বিকেলের ছায়ার। টাকার কথা- নিরাপত্তা হিসেবে নয়, বিলম্ব হিসেবে।

তিনি লিখতে শুরু করলেন। সংখ্যা নয়, শব্দ!

অলংকারকে তিনি ঘোষণা করলেন স্মৃতি হিসেবে। জমিকে সম্পর্ক হিসেবে। সঞ্চয়কে ভয় হিসেবে। লিখলেন তার বন্ধুত্ব, তার ক্লান্তি, তার দেরিতে ক্ষমা করার অভ্যাস এর কথা। তালিকাভুক্ত করলেন ইঁদুরদৌড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়া সকাল, বিস্বাদ নিরানন্দ দিন, কোনো মতে টিকে থাকা সন্ধ্যা। শেষ হলে ফর্মটি নীরব রইল।

সেই রাতে আর কোনো পরিবর্তন হলো না। সকালে লোকটি এল না। ঘরটি ভারী লাগছিল। কিন্তু হারুন নিশ্চিত ছিলেন না এটা ঠিক কি জিনিসের ওজনে, নাকি কোনো অদৃশ্য নজরদারির উপস্থিতিতে।

গহনার কিছু অংশ যেগুলো তার ও তার স্ত্রীর প্রিয় স্মৃতিতে জড়ানো আবার তা ড্রয়ারে ছিল। কিছু জমিও কাগজে ফিরে এসেছে। ব্যাংক অ্যাপে ঢুকে দেখলেন, দুটি অ্যাকাউন্ট আছে, বাকিগুলো নেই।

তিনি এখন আর কিছুই নিশ্চিত নন; কোনটি আগে ছিল, কোনটি ছিল না! টেবিলের ওপর রিটার্ন ফর্মটি পড়ে আছে, বন্ধ অবস্থায়। হারুন সেটি খুললেন না। খোলার প্রয়োজনও বোধ করলেন না। এরপর লক্ষ্য করলেন ঘরের কোণে একটি খালি চেয়ার। তিনি নিশ্চিত নন চেয়ারটি কি সবসময়ই খালি ছিল, নাকি কেউ সেখানে বসত। দরজার বাইরে কোনো শব্দ নেই।

তবু হারুন অদ্ভুতভাবে নিশ্চিত- "প্রক্রিয়াটি শেষ হয়নি। হয়তো কখনো শেষ হয় না।" তিনি ড্রয়ার খুলে কাগজটি ভাঁজ করে রাখলেন- সংরক্ষণের জন্য নয়, লুকানোর জন্যও নয়। বরং যদি আবার কোনো দিন কিছু হারিয়ে যায়, তবে যেন তিনি জানতে পারেন তা কি সত্যিই কেড়ে নেওয়া হয়েছে, নাকি তিনি নিজেই একদিন লিখে দিয়েছিলেন।

ঘরের ফ্যানটি আগের মতোই ঘুরছে। বাইরে শহর নিজের হিসাব মেলাচ্ছে। হারুন জানেন না তিনি এখনো হিসাবের ভেতরে আছেন, নাকি হিসাবটাই তার ভেতরে ঢুকে পড়েছে। তিনি শুধু জানেন কিছু প্রশ্ন আছে, যেগুলোর উত্তর খুঁজতে গেলে বাস্তবতা বদলে যেতে পারে।

প্রাণের পল্লবে

জাতীয় সংসদ ভবন পরিদর্শন

আলোকবর্তিকা

আলোকবর্তিকা

প্রথম মেস রজনী

দ্বিতীয় প্রেস রজনী

অতিথি রজনী

অতিথি রজনী

অতিথি রজনী

চট্টগ্রাম ভ্রমণ

চট্টগ্রাম ভ্রমণ

চট্টগ্রাম ভ্রমণ

চট্টগ্রাম ভ্রমণ

সিলেট ভ্রমণ

সিলেট ভ্রমণ

সিলেট ভ্রমণ

সংযুক্তির দিনগুলো

আয়কর গোয়েন্দা ও তদন্ত ইউনিট

কর পরিদর্শন পরিদপ্তর

বিতর্কানুষ্ঠান

দেহঘড়ির স্পন্দন

ক্রীড়াঙ্গন

ক্রীড়াঙ্গন

ক্রীড়াঙ্গন

স্মৃতিরঞ্জন

শরীর চর্চা

প্রশ্বাসের গান

চিত্রপটে ইচ্ছে ঘুড়ি

ক্যানভাসের রঙে

ক্যানভাসের রঙে

ক্যানভাসের রঙে

ক্যানভাসের রঙে

ক্যানভাসের রঙে

ক্যানভাসের রঙে

আগামী

প্রজন্মান্তর

হাস্যছোঁয়া

মুখরিত

মুখরিত

বেলা শেষে

গুচ্ছ গুচ্ছ স্মৃতি

গুচ্ছ গুচ্ছ স্মৃতি

গুচ্ছ গুচ্ছ স্মৃতি

গুচ্ছ গুচ্ছ স্মৃতি

গুচ্ছ গুচ্ছ স্মৃতি

গুচ্ছ গুচ্ছ স্মৃতি

গুচ্ছ গুচ্ছ স্মৃতি

গুচ্ছ গুচ্ছ স্মৃতি

বিশেষ কৃতজ্ঞতায়

বৃহৎ করদাতা ইউনিট
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ঢাকা

রিগ্যান চন্দ্র দে
পরিচালক, বিসিএস (কর) একাডেমি

খন্দকার মোঃ হাসানুল ইসলাম
উপ-পরিচালক (প্রশাসন), বিসিএস (কর) একাডেমি

মওদুদ আহম্মদ ভূঁইয়া
উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ), বিসিএস (কর) একাডেমি

MGi
THE NO 1 BRAND
OF BANGLADESH
A SIGNIFICANT RECOGNITION OF TRUST & LOVE TOWARDS MGI
fresh
BEST
BRAND
AWARD
Bangladesh
2022
NO.1
BRAND-2022
www.mgi.org

নিরাপত্তা ও নির্ভরতার

বছর
আইপিডিসি ফাইন্যান্স

প্রধান শেয়ারহোল্ডার

brac

সর্বোচ্চ ক্রেডিট রেটিং

AAA

বাংলাদেশ ব্যাংক স্বীকৃত

শীর্ষ সাস্টেইনেবল আর্থিক প্রতিষ্ঠান

16519

জাগো উচ্ছ্বাসে

IPDC FINANCE

BION
Furniture
WE MAKE
MODERN LUXURY
FURNITURE
FROM CONCEPT TO CREATION
Visit Our Showroom
Address: Ara Mansion, Holding No: H 77, Airport Road, Amtoli,
Mohakhali, C/A, Dhaka, Bangladesh
(Opposite of Setu Bhaban)
Call Us: 01797-972270
Visit Us: bionfurniture.com

Spectra Engineers Limited (SEL) is a renowned and one of the leading construction company in Bangladesh, which is one of the oldest concerns of Spectra Group. Starting out as a proprietorship Firm named Reza Construction in 1981, it had later changed to Reza Construction Limited(RCL),being incorporated as a private limited company in 1989.

Afterwards in 2011, this construction giant changed its name to **Spectra Engineers Limited**.

Since its inception, the company has completed diversified projects and successfully fostered growth in the sector of construction and development of the country.

SPECTRA ENGINEERS LIMITED

Clients:

Specialized Fields:

- Road Construction
- Building Construction
- Bridge Construction
- Flyover Construction
- Dredging
- Land development
- Riverbank protection
- Railway works

House#17, Road#106,
Block -CEN(F),
Gulshan-2 , Dhaka-1212.

+8802 588 161 92,
+8802 55059854, 8856849.

+8802 55059996

www.spectragroup.com.bd

SALAM STEEL
THERMEX
বিশ্বমানের জার্মান প্রযুক্তিতে প্রস্তুত
দেশের একমাত্র থার্মেক্স রড
SALAM STEEL THERMEX 8500 DWR
সর্বোচ্চ ডাক্টিলিটি
উচ্চতর প্রসারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
অধিক ভূমিকম্প সহনশীল
অধিক তাপ ও চাপ সহনশীল
SALAM STEEL THERMEX 8500 DWR
SALAM STEEL THERMEX 8500 DWR
info@salamsteel.com
www.salamsteel.com
Certification
ISO

আপনি বলেন দিও
MTB বলে NEO
MTB Neo
Utility Bill
Fund Transfer
DPS
MFS Transfer
MTB Neo AVAILABLE ON
Google play
Download on the App Store
16219
Mutual.Trust.Bank
mutualtrustbank.com

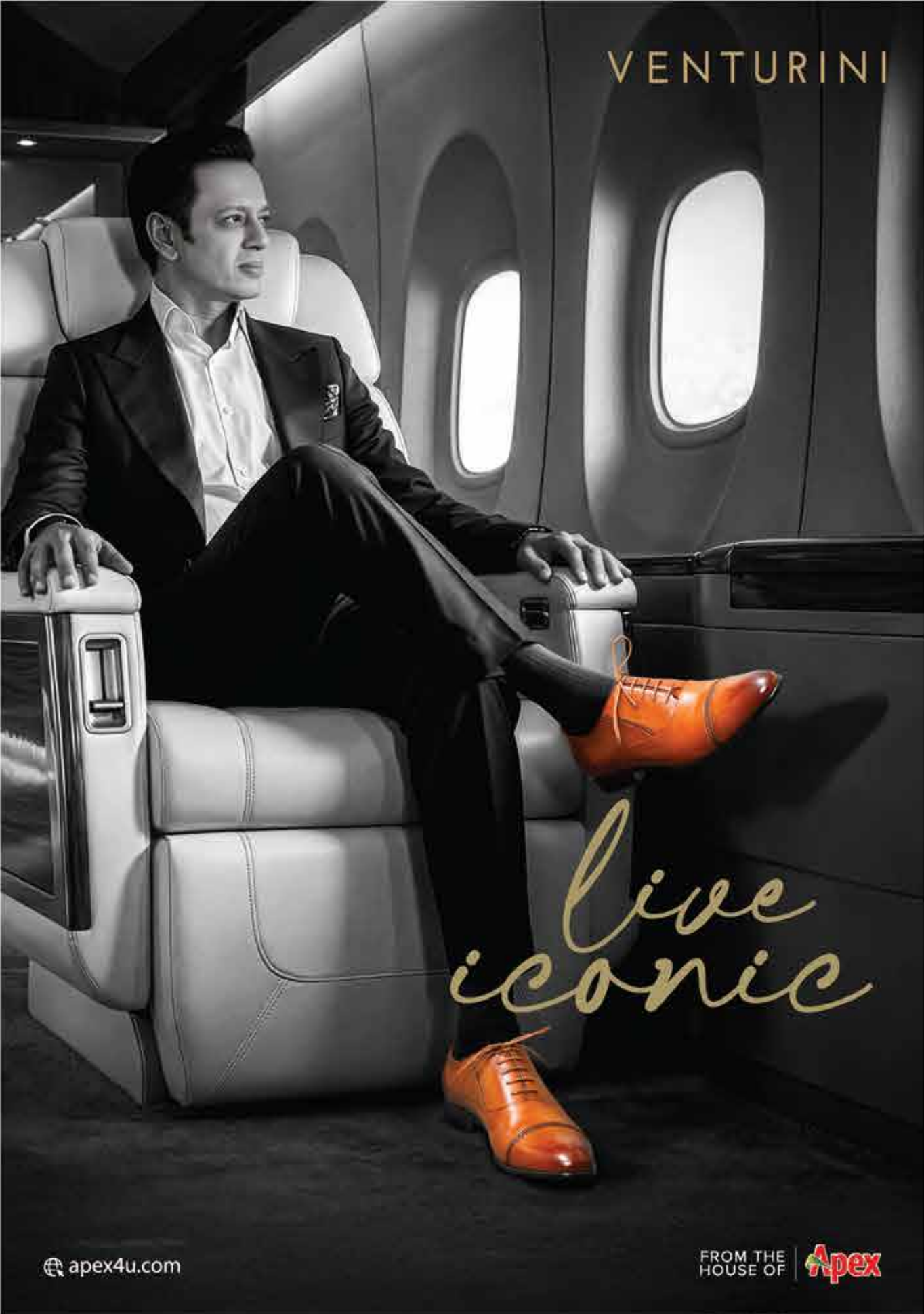
VENTURINI
live iconic
apex4u.com
FROM THE HOUSE OF Apex

"আলোর মধ্যে একা হাঁটার চেয়ে অন্ধকারে বন্ধুর সঙ্গে হাঁটা অনেক ভালো।"
~হেলেন কেলার

৩১তম বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স
বিসিএস (কর) একাডেমি, ঢাকা